শ্রীশ্রীগয়ামাহাত্ম্য।

অর্থাৎ

বায়ুপুরাণান্তর্গত অষ্টাধ্যায়ী পুস্তক।

কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সরল গৌড়ীয়

ভাষায় প্রতিভাষিত

ও

মণিরামবাটী নিবাসী

৺বৃন্দাবনচন্দ্র রায় মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অত্র তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশিকা তাঁহার পৌত্রী

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা

ষ্ট্যান্হোপ্ প্রেস,—৫নং খাঁদুর দত্তের লেন।

১৩১২।

সূচী পত্র।

এই পুস্তকের মধ্যে মন্ত্রাংশ শ্লোকগুলির নীচে রেখার চিহ্ন রহিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রতিজ্ঞাপত্র।

ইহ নিষ্ঠ গরিষ্ঠ ধর্ম্মিষ্ঠ হিন্দু মহানুভাব জনগণের সন্নিধানে মদীয় নিবেদন মেতৎ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত সূতশৌনক সংবাদ সমন্বিত বায়ু পুরাণ, যাহা অষ্টাদশ মহাপুরাণ মধ্যে এক প্রধান পুরাণ রূপে গণ্য হয়, তদন্তর্গত বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্য, যদভিমতা গয়াশ্রাদ্ধানুষ্ঠান পদ্ধতি, মহা মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাচস্পতিমিশ্র কর্ত্তৃক বিরচিতা; এতদ্দেশে এতদ্‌গ্রন্থদ্বয়ের স্বরূপার্থ ভাষা প্রবন্ধে প্রতিভাষিত না থাকা প্রযুক্ত সাধারণ লোকের গয়াধামের প্রকৃত মহিমা এবং তৎক্ষেত্রে কৃতশ্রাদ্ধের শোভন ফলের পরিগ্রহ হয় না। কেবল শাস্ত্র সিদ্ধ জন শ্রুতি বশতঃ দৃঢ় বিশ্বাসে নির্ভর করতঃ সকলেই গয়াধামে গিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতে সমুৎসুক হন্। কিন্তু তৎক্ষেত্রের যে কোন্ স্থানে কোন্ কর্ম্ম করিতে হয় তাহার কিছুমাত্র পরিদেবনা করিবার ক্ষমতা রাখেন না। শুদ্ধ অন্ধের ন্যায় গতানুগতি করিয়া থাকেন; অর্থাৎ মাগধীয় পুরোহিতগণেরা যে স্থানে লইয়া যান্ সেই স্থানেই যাইতে হয়, যে রূপ মন্ত্র পাঠ করান্ তাহাই পাঠ করিতে হয়, বিহিতাবিহিত ও শুদ্ধাশুদ্ধের বিষয় কিছুই পরিগ্রহ করা যায় না।

তন্নিমিত্ত জেলা বর্দ্ধমানান্তর্গত মণিরামবাটী নিবাসী পরোপকার পরায়ণ, ধার্ম্মিকবর, ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী, দেশহিতৈষী, মান্য, বদান্যাগ্রগণ্য, কারুণ্য, গুণশালী, সুধীর, গভীর বুদ্ধি, সুনির্ম্মল, নীরোপম স্বচ্ছান্তঃকরণ সম্পন্ন, বিপন্নজন পরিত্রাণকরণ পটু, বটু, রক্ষণ, অসীমগুণ গরিম ভূবিভাবুক ভূম্যধিপতি শ্রীল শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ রায় মহোদয় সমধিক দুঃখ সমন্বিত চিত্তে লোকের হিতসাধন প্রয়াসে অনেক আয়াসে গয়ামাহাত্ম্যাদি

গ্রন্থ সংগ্রহ করতঃ সরল গৌড়ীয় সাধুভাষায় সুললিত গদ্যচ্ছন্দে প্রতি-ভাষিত করিতে, অনুমতি করেন। তদাজ্ঞানুসারে শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেনগুপ্ত কবিরাজের সহায়তায় অস্মৎ কর্ত্তৃক বহুকোবিদ সম্মতা গয়ামাহাত্ম্যানুবাদিত ভাষা পুস্তিকা বিরচিতা হইয়াছে। প্রত্যাশা করি যে এতৎ পুস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সাধু, সদাশয় ও সহৃদয় ধার্ম্মিকবর্গে নিরতিশয় আনন্দ পাথোধি সলিলে অবশ্যই নিমজ্জমান হইবেন? পিত্রাদি ঋণত্রয় পরিমোচক পরম পুরুষার্থ সাধনোপায়ীভূত সর্ব্বতীর্থোত্তম গয়াতীর্থ, যাহাকে পিতৃ তীর্থ বলিয়া সকলেই নমস্কার করেন; তৎক্ষেত্রোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ও তৎস্থান ক্রমবিধি নিয়মাদি এবং তৎ তৎফলাদি নিয়োগ বিষয়ক পরিজ্ঞানে পরাঙ্মুখতাচারী হওয়া অতিশয় দুর্ভাগ্যের কার্য্য বলিতে হয়। কিন্তু কালক্রমে তাহাই ঘটিয়া উঠিয়াছে; যে হেতু এতদ্দেশজাত ধরণী বিবুধ বুধগণেরা তদুৎসাহ সম্বর্দ্ধনার্থ সাধারণ জন প্রতি বিশেষ উপদেশ করেন না। তাহারও কারণ এই উপলব্ধি হয়, যে তৎ তৎশাস্ত্রের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন বা শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে অলসতা অথবা নিরর্থ পরিশ্রম জ্ঞানে পরাঙ্মুখতাচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও অতিশয় অনুচিত; যে হেতু এতদ্দেশজাত আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিপ্রবরাবর জাতি সামান্যে স্ত্রী পুরুষাদি সকলেরই প্রায় এতৎ গয়া ক্ষেত্রোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি বিশেষ যত্ন আছে; এবং তন্মাহাত্ম্য শ্রবণ সমন্বিত তীর্থ কর্ত্তব্যতার পরিজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপ আগ্রহতাও আছে; এমত স্থলে তদুপযোগিগ্রন্থাদির প্রচার বাহুল্য রাখা অতি আবশ্যক। এক্ষণে উপদেশ বৈগুণ্যে বা সদুপদেষ্টার অভাবে জনসকলের সম্যক্‌রূপ অভিলাষের পরিপূর্ত্তি হইতেছে না। তন্নিমিত্ত সুনির্ম্মল চিত্ত প্রসত্তিলাভের ব্যাঘাত ও জন্মিতেছে।

বস্তুতস্তু, আগ্রে তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ, পরে তীর্থ কর্ত্তব্যতার পরিজ্ঞান, এতদুভয়ের অভাবে তীর্থ নিষ্পাদ্য কর্ম্মের অঙ্গ বৈলক্ষণ্যাদি দোষ জন্মিতে পারে; এবং সেই জনিত দোষে ফলগত তারতম্যাদি ও বৈফল্যের বিস্তর

সম্ভাবনা; বিশেষতঃ তীর্থ গমন প্রতি প্রবৃত্তিও অসম্ভাবিতা হয়। এতজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত ভূম্যধিকারিবরের অনুমতি ক্রমে অস্মৎ কর্ত্তৃক এই মোক্ষোপযোগিনী, পরমার্থকরী পুস্তিকা প্রকল্পিতা হয়। এক্ষণে উক্ত মহানুভা ভূম্যধিপতির আনুকূল্যে মুদ্রাঙ্কিতা হইয়া জনোপকারার্থে তৎকর্ত্তৃক বিতরিতা হইবেক।

অনন্তর সুধীগণ সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি যে এই লঘুবিদ্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক গূঢ়ভাব সমন্বিত সংস্কৃত শাস্ত্রানুবাদ পরিশুদ্ধরূপে সম্পন্ন হওয়া সুদূর পরাহত; শুষ্ক কর সিঞ্চনে সমুদ্র শোষণ ন্যায় অথবা বামনের চন্দ্র গ্রহণবৎ আশামাত্র! অযোগ্য ফললোভাকৃষ্টচিত্ততা প্রযুক্ত উপহাসের পাত্রভূত হওয়াই সার হইয়াছে। সুতরাং বুধগণ সন্নিধানে সাতিশয় বিনয়ে এই নিবেদন যে এতদগ্রন্থে প্রণালীগত বা অলঙ্কার গত কি ভাবগত বৈলক্ষণ্যাদি, অথবা অনন্বিত শব্দ বিন্যাসাদি জন্য রচনায় কোন দোষোদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তবে সাধুগণ তাহার প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া অস্মদুৎসাহ সংবর্দ্ধনার্থে শূর্পবৎ দোষবর্জ্জন পুরঃসর গুণগ্রহণ করিলেই যৎপরোনাস্তি চরিতার্থতা লাভ করিব। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।

অথ গ্রন্থানুক্রমণিকা

অণ্ডাকার গন্ধ গুণময়ী জম্ব্বাদি সপ্তদ্বীপবতী ধরণীর, অন্যান্য দ্বীপ হইতে জম্বুদ্বীপ অতিশ্রেষ্ঠ, তদুপরি ভারতাদি নববর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্ব পুণ্যাশ্রয় অতি পবিত্রস্থান, হিমালয়াদি পুণ্য পর্ব্বতগণে, গঙ্গাদি পুণ্যানদী নিকরে, নৈমিষাদি পুণ্যাশ্রম বন সমূহে পরিবৃত, এবং অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী এবং দ্বারাবতীত্যাদি সপ্তমোক্ষপ্রদপুরী সমন্বিত; অপর কুরুক্ষেত্র, গয়া, পুষ্কর, প্রভাস, কেদার, চন্দ্রশিখর, কোণার্ক, গোকর্ণ, সেতুবন্ধ, একাম্রকানন ও শ্রীবৃন্দাবনাদি পুণ্যস্থান নিচয় নিচিত ক্ষেত্র মধ্যে গয়াক্ষেত্র যেমন পিতৃকামী জীবের উপকারক ক্ষেত্র, ধরণীতলে এমন ক্ষেত্র আর নাই। যে হেতু অন্যান্য তীর্থক্ষেত্র কেবল আপনার পরিত্রাণার্থ, কিন্তু গয়াক্ষেত্র জীব সকলকে পিতৃগণের সহিত পরিত্রাণ করেন। যাহারা সুপুণ্যদ ভারতভূমে জন্ম গ্রহণ করিয়া গয়াধামে গমন না করে, তাহাদিগের সর্ব্ব রোগাকর মলবাহী এই নশ্বর শরীর ধারণে জীবিত থাকা নিরর্থক, কেবল অমেধ্য মূত্র পুরীষ পূরিত কলেবরের বৃথা ভারবহন করাই সার হয়। গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ না করিয়া অন্য উপায় দ্বারা পিতৃলোকের উদ্ধার করিতে যে বাসনা করা সে কেবল সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গাতীরে কূপখনন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করা ন্যায় হয়। যে সকল চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ক্ষেত্ররাজ গয়াধামকে ও তত্রস্থ তীর্থ নিবহকে দর্শন না করে, তাহাদিগের সে চক্ষুকে চক্ষু বলাই সঙ্গত হয় না, বরং ময়ূরপুচ্ছ চিত্রিত চন্দ্রিকার ন্যায় বলিতে কে অপেক্ষা করে? যাহারা পদবান হইয়া গয়াক্ষেত্রে গমন না করে, তাহাদিগের চরণের সহিত অরণ্যজ বৃক্ষগণের আর বিশেষ কি? সবশ করদ্বয় ধারণ করিয়া যাহারা পিতৃ উদ্দেশে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড নিপাতন না করে, তাহাদিগের বৃথা জন্ম, বৃথা জীবন; সেই ধিক্ জীবিত দিগের কর, অশুভকর, শুভকরের অন্তর অপবিত্র কর, শুদ্ধ শব করন্যায় অশিব কর হয়।

অতএব তীর্থরাজ গয়াধামের মাহাত্ম্য বর্ণন সমন্বিত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ, যাহা বায়ু পুরাণোদিত সূত শৌনক ও সনৎকুমার নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে; তাহার প্রথমাধ্যায়ে যজ্ঞসাধন জন্য গয়াসুরের দেহ ভিক্ষার্থ ব্রহ্মার মন্ত্রণা এবং গয়াশিরে পিণ্ডদানের মাহাত্ম্যানুবর্ণন, ও গয়াসুরের মস্তকোপরি গয়াধামের সীমানুকীর্ত্তন, ও পিণ্ডদানোপযোগিসামগ্রী কথন। গদাধর এবং ফল্গুতীর্থাদির মহিমা ও অক্ষয়বটাদি সমস্ত তীর্থানুবর্ণিত আছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে। গয়াসুরোৎপত্তি ও তত্তপস্যাদি কথন; ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তৎশরীর ভিক্ষা ও গয়াসুরের বর প্রার্থনা; ব্রহ্মাদিদেব দ্বারা গয়াসুরের সুপুণ্য বর প্রাপ্তি; গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুর আগমন; ব্রহ্মার যজ্ঞারম্ভ, ও গয়াসুরের নিশ্চলার্থ দেবগণের আগমন; এবং গয়াশিরোপরি ধর্ম্মশিলা সংস্থাপন; গয়াধামে সর্ব্ব তীর্থানুগমন; গয়াশিরোপরি বিষ্ণ্বাদি দেবতাদিগের পাদাঙ্ক সংস্থাপন; এবং অনেক গিরি কূটাদিদ্বারা গয়শরীরের নিশ্চলতা সাধনও তৎ কারণানুবর্ণন।

তৃতীয়াধ্যায়ে। ধর্ম্মব্রতার উপাখ্যান, তৎপতি ব্রহ্মাপুত্র মরীচি, তৎশাপে ধর্ম্মব্রতার অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ, তাঁহার তপস্যা ও তৎপ্রতি পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদিদেবগণে বর প্রদান করেন, এবং তৎশরীরের শিলাত্ব প্রাপ্তি বর্ণন।

চতুর্থাধ্যায়ে। বিস্তরশঃ ধর্ম্মশিলার মহিমানুবর্ণন প্রসঙ্গে গয়াক্ষেত্রে সর্ব্ব দেবদেবী ও সমস্ত তীর্থাদি পুণ্যস্থান সকলের সমাগম; এবং ধর্ম্মশিলার ও গয়াসুরের মুণ্ড পৃষ্ঠাদিতে, বিশেষ বিশেষ পুণ্য স্থানাদির উৎপত্তি কথন ভরতাশ্রমাদি তীর্থে স্নান পিণ্ডদানাদি করণাদেশ; রাম গয়াবর্ণন; শ্যাম শবল কুক্কুরোপাখ্যান; অগস্ত্যতীর্থ; বটেশ্বরোপাখ্যান; গৃধ্রেশ্বর, বিঘ্নেশ্বর, অরবিন্দাদ্রি ও প্রেতশিলাদির মহিমা কথন; বিষ্ণুপাদ ও ক্রৌঞ্চপাদাদি সমস্ত পাদাঙ্ক বর্ণন; এবং কৃষ্ণবেণী, চর্ম্মণ্বতী, ব্রহ্মযোনি প্রভৃতি তীর্থ মহিমানুকীর্ত্তন; সর্ব্ব তীর্থে পিণ্ডদান ও তত্তম্মন্ত্র নমস্কারাদি করণাদেশ।

পঞ্চমাধ্যায়ে। আদি গদাধর মহিমানুবর্ণনে গদার উৎপত্তি কথন; তৎপ্রসঙ্গে হেতিরাক্ষসের সহিত ভগবানের সংগ্রামাদি বর্ণন; গয়াক্ষেত্রে গদাধরের নিত্যাধিষ্ঠান এবং গদাধর দর্শনে ফলাদি কথন; ব্যক্তাব্যক্ত রূপে দেবাদির অবস্থিতি বর্ণন।

ষষ্ঠাধ্যায়ে। গয়াধাম যাত্রার পূর্ব্বক্রিয়ানুষ্ঠান করণীয় বিধি কথন। গয়া প্রবেশানন্তর কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি ও স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করণ বিধি; এবং গয়া শ্রাদ্ধাধিকারীর বর্ণন ও ক্রিয়ানুষ্ঠানীয়রীত্যুক্ত পদ্ধতি কথন; পিতৃ ষোড়শী ও মাতৃ ষোড়শী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করণের বিধি; অপর গদাধরাদি দেবগণকে কৃতশ্রাদ্ধের সাক্ষীকরণ প্রকার বর্ণন; শ্রাদ্ধানন্তর তর্পণাদি করণাদেশ।

সপ্তমাধ্যায়ে। গয়াস্থ উত্তরমানসাদি তীর্থে স্নানে তর্পণাদি করণাজ্ঞা ও ফল্গুতীর্থে স্নান ও তর্পণের মহিমা; এবং গয়াশিরের বিশেষ নিরূপণ; অক্ষয়বটের প্রণামাদি কথন; একাহাদি পঞ্চ সংখ্যক দিনকৃত কথন; বিষ্ণুপাদপদ্মাদিতে পিণ্ডদান মহিমানুবর্ণনে পুরাতনীয় ইতিহাস কথন। অনন্তর অক্ষয়বটে শ্রাদ্ধ ও বটপত্র শায়ী ভগবানের স্তুতি বন্দনাদির অনুষ্ঠানাদেশ।

অষ্টমাধ্যায়ে। গয় যজ্ঞোপাখ্যান; এবং ভগবানের প্রসন্নতায় গয়ার সর্ব্বপূজ্যতা প্রাপ্তি ও গয়রাজার অক্ষয় স্বর্গ লাভ; অত্রান্তরে ধণিজোপাখ্যান; এবং গয়াধামস্থ তীর্থনিকরে স্নান তর্পণের ফলানুবর্ণন; অপিচ মরীচি ঋষির বিশেষরূপ উপাখ্যান; গয়াস্থ শিব শিবাদির পূজা বন্দন প্রণামাদির অবশ্য কর্ত্তব্যেত্যাদেশ; ষড়গয়া কথন; এবং গয়ামাহাত্ম্য পঠন পাঠন শ্রবণ শ্রাবণ ফলাধিক্যাদি বর্ণন; গৃহস্থিত গয়ামাহাত্ম্য পুস্তকের মহিমা বর্ণনাদি অর্থাৎ ঋণত্রয় পরিমোচন কারণ যে রূপ গয়াতীর্থ আদরণীয়, সেইরূপ তন্মহিমাখ্যান সূচক পুস্তকও আদরণীয় হয়। যে হেতু এতৎ গ্রন্থাখ্যানেও তদ্রূপ ফললাভ হইয়া থাকে; ইহাই সর্ব্ব ঋষিদিগের বচন সংহিতা উপক্রমণিকা সমাপ্তা।

নম ঋষিভ্যঃ। নম সর্ব্ব ঋষিভ্যঃ। নম পরম ঋষিভ্যঃ।

শ্রীশ্রীগয়ামাহাত্ম্য।

ঋষিজুষ্ট প্রতি বায়ুরুক্তি

বায়ুরুবাচ।

অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি গয়ামাহাত্ম্য মুত্তমং।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

জগৎপ্রাণ সমীরণের ঋষিগণের প্রতি কহিতেছেন। অতঃপর আমি সর্ব্বোত্তম গয়াক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ কর, যন্মাহাত্ম্য শ্রবণে নিঃসংশয় সর্ব্ব প্রকার পাতকে লোক সকল পরিমুক্ত হয় ॥ ১ ॥

এই বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্য মহাযোগী সনৎকুমার পূর্ব্বে নারদাদি ঋষিবৃন্দকে কহিয়াছিলেন। সনৎকুমার নারদ সংবাদে গয়ামাহাত্ম্য সূচক উপাদেয়প্রস্তাব নৈমিষীয় বহ্বৃচ ঋষিগণকে পুরাণবক্তা লোমহর্ষণপুত্র সূতগোস্বামী বিস্তার করিয়া কহিতেছেন।

শ্রীসূতউবাচ।

সনকাদ্যৈ র্মহাভাগৈ র্দেবর্ষিঃ সহনারদঃ।
সনৎকুমারং পপ্রচ্ছ প্রণম্যবিধিপূর্ব্বকং ॥ ২ ॥

হে ঋষয়ঃ! একদা ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি নারদ সনকাদি মহাভাগ ঋষি বৃন্দের সহিত ভগবান সনৎকুমারাশ্রমে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি প্রণাম পুরঃসর যোগীবর ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ॥ ২ ॥

নারদ উবাচ।

সনৎকুমার মেক্রহি তীর্থং তীর্থোত্তমে ত্তমং।
তারকং সর্ব্বভূতানাং পঠতাং শৃণ্বতাং তথা ॥ ৩ ॥

দেবর্ষি নারদ কহিতেছেন। হে সনৎকুমার! এইত্রিলোকে সকল উৎকৃষ্ট তীর্থ হইতে সর্ব্বভূত নিস্তারক কোন্ তীর্থ উৎকৃষ্টতম; যন্মাহাত্ম্য শ্রবণ পঠনে সর্ব্ব জীবের নিস্তারক বিষ্ণুর পরম পদে অধিগমন হয় ॥ ৩ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

বক্ষ্যে তীর্থবরংপুণ্যং শ্রাদ্ধাদৌ সর্ব্বতারকং।
গয়াতীর্থং সর্ব্বদেশে তীর্থেভ্যোঽপ্যধিকং শৃণু ॥ ৪ ॥

নারদের এই প্রশ্ন শ্রবণানন্তর যোগীবর সনৎকুমার কহিতেছেন। বৎস! স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি লোকত্রয় মধ্যে সর্ব্বদেশস্থিত সকল তীর্থ হইতে অতিশ্রেষ্ঠ, পবিত্র হইতে পবিত্রতম বরিষ্ঠক্ষেত্র গয়া নামে তীর্থরাজ; তদপেক্ষা কোন তীর্থই অধিকতর নহে, যেখানে শ্রাদ্ধাদি করিলে জীবের পরিত্রাণ হয়; অতএব সর্ব্বলোক তারক সেই গয়াতীর্থের মহিমা বলিতেছি তোমরা সকলে সাবধানমনা হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

আভাস দ্বারা পূর্ব্ব কল্পানুসারে পুরা বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতেছি। তারক নামে এক উদ্ধত মহাসুর ছিল, সেই তারকাসুর শিবনন্দন কার্ত্তিকেয় হস্ত নিহত হয়; ঐ তারকের ধন্যমালী, কমলাক্ষ্য ও ত্রিপুর নামে তিন পুত্র, ধন্যমালীর পুত্র শুম্ভ নিশুম্ভ, কমলাক্ষ্যের পুত্র সুন্দোপসুন্দ, ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর। সেই গয়াসুর বিষয়বিতৃষ্ণ হইয়া এক কল্পমানে তপোধর্ম্মে লগ্ন হয়;, তদ্বিবরণ বিস্তার করিয়া সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন, এই অবধি প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ হইল। যথা—

গয়াসুর স্তপস্তেপে ব্রহ্মণা ক্রতবেঽর্থিতঃ।
প্রাপ্তস্য তস্য শিরসি শিলাং ধর্ম্মহ্যধারয়ৎ ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বকল্পে গয় নামা অসুর সুদৃঢ় তপস্যা করেন, সেই অত্যুগ্রতপঃ প্রভাবে সে আসুর স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেব প্রসাদে পবিত্র দেহ প্রাপ্ত হয়,

ঐ পবিত্র দেহ প্রাপ্ত গয়াসুর, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যজ্ঞ সাধন জন্য ব্রহ্মাকে আত্ম দেহ প্রদান করেন; অনন্তর ধর্ম্ম তাহার মস্তকোপরি এক বৃহৎশিলা সংস্থাপন করিয়া ছিলেন ॥ ৫ ॥

তত্র ব্রহ্মাকরোদ্যাগং স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ।
ফল্গুতীর্থাদিরূপেণ নিশ্চলার্থমহর্নিশং ॥ ৬ ॥

সেই গয়াসুরের মস্তকোপরি শিলাতে ব্রহ্মা স্বয়ং স্থিত হইয়া যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। আর দৈব বরোন্মত্ত সেই গয়াসুর পুনর্গাত্রোত্থান করতঃ পাছে জগতের অনিষ্ট করে, এতদাশঙ্কানুসারে আদি দেব নারায়ণও গদাধর রূপে ঐ শিলাতে নিত্য অধিষ্ঠান করিয়া থাকিলেন; এবং তাহাকে নিশ্চল করিয়া রাখিবার নিমিত্ত অপর ফল্গুতীর্থ রূপেও সেই নারায়ণ নিরন্তর শিলোপরি অবস্থান করিলেন ॥ ৬ ॥

গয়াসুরস্য বিপ্রেন্দ্র ব্রহ্মাদ্যৈ র্দৈবতৈঃসহ।
কৃতযজ্ঞো দদৌব্রহ্মা ব্রাহ্মণেভ্যো গৃহাদিকং ॥ ৭ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! দেবগণের সহিত গয়াসুরের শিরোপরি কৃতযজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মা যজ্ঞাহুত ব্রাহ্মণগণকে সেই ধর্ম্মশিলাতে বাস করিবার নিমিত্ত গৃহাদি প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য। যখন ব্রহ্মা যজ্ঞারম্ভ করেন তৎকালে কুশকাশাদিতে কয়েকটি ব্রাহ্মণকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সেই কুশকল্পিত ব্রাহ্মণেরা মূর্ত্তিমান হইয়া যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হন; ব্রহ্মা ঐ সকল ব্রাহ্মণকে বিবিধোপকরণ দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ গয়াশিরে ধর্ম্মশিলাতে বাস করান্; এক্ষণে তাঁহাদিগের বংশেরাই গয়ালী ব্রাহ্মণ রূপে গয়াতে বিখ্যাত আছেন। ফলিতার্থ তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র নহেন, শুদ্ধ ব্রহ্মার্চ্চিত জন্য অদ্যাপিও ব্রাহ্মণাদি সকলের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্বেতকল্পেতু বারাহে গয়োযাগ মকারয়ৎ।
গয়নাম্না গয়াখ্যাতা ক্ষেত্রং ব্রহ্মাভিকাঙ্ক্ষিতং ॥ ৮ ॥

গয়াসুর ব্রহ্মাকে আত্ম শরীর প্রদান পূর্ব্বক যে ক্ষেত্রে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন এই শ্বেতবরাহ কল্পের পূর্ব্বে গয়রাজাও ঐ ক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন; একারণ গয়নামানুসারে এবং গয়াসুরাধিষ্ঠিত স্থানকে গযাক্ষেত্র বলিয়া সকলে বিখ্যাত করিয়াছেন। গয়াক্ষেত্র অতিপবিত্র স্থান, সেইজন্য উহা জগৎপিতা প্রজাপতি ব্রহ্মা'রও সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয় হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

কাঙ্ক্ষন্তিপিতরঃ পুত্রান্নরকাদ্ভয়ভীরবঃ।
গয়াংযাস্যতি যঃপুত্রঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

নরক ভয়ে ভীত পিতৃগণেরা বহু পুত্রের প্রার্থনা করিয়া থাকেন; কেননা তন্মধ্যে কোন এক পুত্র যদি গয়াতে গমন করে, তবে সেই পুত্রই আমাদিগের নরকার্ণব হইতে পরিত্রাণের কারণ হইবে ॥ ৯ ॥

গয়াপ্রাপ্তং সুতংদৃষ্ট্বা পিতৃণা মুৎসবোভবেৎ।
পদ্ভ্যামপি জলংস্পৃষ্ট্বা সোঽস্মভ্যং কিং নদাস্যতি ॥ ১০ ॥

গয়াধামে পুত্রকে উপস্থিত দেখিয়া পিতৃলোকদিগের মহা উৎসব হয়; অর্থাৎ তাঁহারা পরমাহ্লাদিত হন। কেননা পিতৃগণেরা সর্ব্বদাই মানস করেন, যে পুত্রেরা গয়াধামে গিয়া যদ্যপি পাদদ্বয় দ্বারা সেই তীর্থ জলকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে আমাদিগকে কি না দেওয়া হইবে? অর্থাৎ এমনি পিতৃ তীর্থের গৌরব যে সেই পুত্রগণ স্নান তর্পণাদি করিলেই পিতৃলোকের উদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন হয়। অতএব তীর্থ প্রাপ্তি মাত্র স্নান তর্পণাদি অবশ্য কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১০ ॥

গয়াং গত্বান্ন দাতা যঃ পিতরোস্তেন পুত্রিণঃ।
পক্ষত্রয় নিবাসীচ পুনাত্যা সপ্তমংকুলং ॥ ১১ ॥

যে পুত্র গয়াধামে গমন করত পিতৃলোকের উদ্দেশে অন্নদান করে, তাঁহার পিতৃলোকেরা পুত্রবান রূপে প্রতিষ্ঠিত হন; নচেৎ বহুপুত্র সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অপুত্রক কহিতে হয়। যে ব্যক্তি গয়াক্ষেত্রে গমন করতঃ যদি তথায় পক্ষত্রয় বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতৃ ও মাতৃ

পক্ষীয় সপ্তম কুলপর্য্যন্ত পবিত্র হয় অর্থাৎ পক্ষত্রয় নিবাসী ব্যক্তি পিতৃপক্ষে সপ্তম ও মাতামহ পক্ষে সপ্তম পুরুষকে উদ্ধার করেন ॥ ১১ ॥

নচেৎ পঞ্চাদশাহংবা সপ্তরাত্রং ত্রিরাত্রকং।
মহাকল্পকৃতং পাপং গয়াংপ্রাপ্য বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥

যদি ত্রিপক্ষ বাসে অক্ষম হন, তবে এক পক্ষও বাস করিবেন, তদশক্তে এক সপ্তাহ, তদশক্তে ত্রিরাত্র বাস করিলেও গয়া প্রাপ্ত ব্যক্তির মহাকল্পকৃত পাপ সকল বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

পিণ্ডংদদ্যাচ পিত্রাদে রাত্মনোহপি তিলৈর্বিনা।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বাঙ্গনাগমঃ।
পাপংতৎ সঙ্গজংসর্ব্বং গয়াশ্রাদ্ধাদ্বিনশ্যতি ॥ ১৩ ॥

গয়াক্ষেত্রে পিত্রাদির পিণ্ডদান করনানন্তর তিল বর্জ্জিত আপনার পিণ্ড প্রদান করিলে, গয়া শ্রাদ্ধাধীন ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুর্ব্বাঙ্গনা গমনাদি জনিত মহাপাতক, এবং তৎসংসর্গজাত পাতকাদি সকল আশু বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

আত্মজোহপ্যন্যজোবাপি গয়াভূমৌ যদাতদা।
যামম্না পাতয়েৎপিণ্ডং তন্নয়েৎ ব্রহ্মশাশ্বতং ॥ ১৪ ॥

আপনার ঔরসজাত পুত্র বা অন্য দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে যে কোন পুত্র, যদি গয়া ভূমিতে গমন করতঃ কাহারও নামে পিণ্ড প্রদান করে, তাহা হইলে ঐ পিণ্ডদান ফলে, সেই ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ নিত্যশাশ্বত তদ্বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্তি করায় ॥ ১৪ ॥

নামগোত্র সমুচ্চার্য্য পিণ্ড পাতন মীক্ষতে।
যেন কেনাপি কস্মৈচিৎ সযাতি পরমাংগতিং ॥ ১৫ ॥

ঐ গয়াক্ষেত্রে সম্বন্ধাপেক্ষা করিবার প্রয়োজনাভাব, কারণ গয়াধাম কেবল পিণ্ড পাতনের প্রতিই দৃষ্টি করিয়া থাকেন অধিকারী বিবেচনা করেন না; অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তির নাম ও গোত্র উচ্চারণ

পূর্ব্বক পিণ্ডদান করিলেই তাহার পরমাগতি লাভ হয়; অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরমপদে তাহার গমন হয়॥ ১৫॥

ব্রহ্মজ্ঞানং গয়াশ্রাদ্ধং গোগৃহেমরণং তথা।
বাসঃপুংসাং কুরুক্ষেত্রে মুক্তিরেষা চতুর্ব্বিধা॥ ১৬॥

ব্রহ্মজ্ঞান, গয়া শ্রাদ্ধ, গোশালাতে প্রাণ পরিত্যাগ করণ, এবং কুরুক্ষেত্রে অবস্থিতি করণ, জীবের মুক্তির পক্ষে এই কারণ চতুষ্টয় নির্ণীত আছে॥ ১৬॥

ইহার তাৎপর্য্য। গোশালায় প্রাণ ত্যাগ করণ সামান্য গোগৃহ নহে ইহাতে গোশালা উপলক্ষণ মাত্র, ফলতঃ ব্রজভূমে মরণ, আর কুরুক্ষেত্রে বাসান্তর মৃত্যু সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ হয়; বস্তুতঃ মরণ অতি কঠিন তাহার ঘটনা ইচ্ছামত হইতে পারে না। বেদান্তাদি শাস্ত্র সিদ্ধ শমদমাদি সাধন সম্পন্ন যে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান, সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলেন, ঐ ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষ প্রতিপাদক হয়। কিন্তু তদপেক্ষা সুলভ সাধ্য গয়াশ্রাদ্ধকে আশু মুক্তির কারণ বলিয়া মান্য করিতে হইবে; অতএব গয়াক্ষেত্রে পিতৃ শ্রাদ্ধ করা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা—

ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং সাধ্যং গোগৃহেমরণেন কিং।
বাসেন কিং কুরুক্ষেত্রে যদি পুত্রোগয়াংব্রজেৎ।১৭।

যদি কোন পুত্রবান্‌ ব্যক্তির পুত্র গয়াতে গিয়া পিণ্ডদান করে, তবে তাহার মুক্তির উপায়ীভূতব্রহ্মজ্ঞানের আর প্রয়োজন কি? গোগৃহে মরণেরই বা আবশ্যক কি? অথবা কুরুক্ষেত্রে বাসেরই বা বিশেষ ফল কি? অর্থাৎ কিছুরই আবশ্যক নাই, কারণ কেবল এক গয়াশ্রাদ্ধেই সম্যক্ শান্তি লাভ হয়॥ ১৭॥

গয়ায়াং সর্ব্বকালেষু পিণ্ডংদদ্যা দ্বিচক্ষণঃ।
অধিমাসে জন্মদিনে চাস্তেপি গুরুশুক্রয়োঃ।
নত্যক্তব্যং গয়াশ্রাদ্ধং সিংহস্থেপি বৃহস্পতৌ॥ ১৮॥

বিচক্ষণ মনুষ্যেরা গয়াতে সর্ব্বকালেই পিণ্ডদান করিবেন, তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধ কালের বিচার নাই। অর্থাৎ মলমাস কি জন্মদিন বা গুরু শুক্রের-বৃদ্ধান্তবাল্যে যে অশুদ্ধকাল হয়, এবং বৃহস্পতি সিংহরাশিস্থ হইলে যে অপ্রশস্ত কাল হয়, তাহাতেও গয়াশ্রাদ্ধত্যাগ করিবে না; যেহেতু গয়াশ্রাদ্ধের প্রতি অকাল প্রতিবন্ধক হয় না॥ ১৮॥

তথাদৈব প্রমাদেন প্রবহৎসু ব্রণেষুচ।
পূতঃ কর্ম্মাধিকারীচ শ্রাদ্ধকৃদ্‌ব্রহ্ম লোকভাক্॥ ১৯॥

যদি দৈব প্রমাদ বশতঃ আপৎকাল উপস্থিত হয়, বা ক্ষত পীড়িত ব্যক্তি রক্ত পূযাদি স্রব জন্য দোষেদূষিত হয় তাহা হইলেও গয়াশ্রাদ্ধ করিতে সে সম্পূর্ণ অধিকারী হয়। বরং না করায় প্রত্যবায়ী হয়, শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ কৃৎপুরুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়॥ ১৯॥

প্রীত্যাশ্রাদ্ধন্তু কর্ত্তব্যং সর্ব্বেষাং বর্ণলিঙ্গিনাং।
এবং কুর্ব্বন্নরঃ সম্যক্ মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ॥ ২০॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের পক্ষেই প্রীতিপূর্ব্বক গয়াশ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য; ভক্তি পূর্ব্বক গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকৃৎপুরুষ মহতী শ্রীপ্রাপ্ত হয়,—মহতী শ্রীপদে মোক্ষ সম্পত্তি লাভে সমর্থ হয়॥ ২০॥

সকৃৎগয়াভিগমনং সকৃৎপিণ্ডস্য পাতনং।
দুর্ল্লভং কিং পুনর্নিত্যমস্মিন্নেব ব্যবস্থিতঃ॥ ২১॥

ভাগ্যক্রমে গয়াধামে একবার গমন ও একবার পিণ্ডদান করাই জীবের দুর্ল্লভ; তাহাতে সেই গয়াধামে নিত্য অবস্থিতি করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃলোকের উদ্দেশে নিত্য পিণ্ডদান করে, তাহাতে সেই ব্যক্তির যে কিরূপ ফললাভ হয়, ইহা কোন মতেই বলিবার সাধ্য নাই॥ ২১॥

প্রমাদা ম্রিয়তে ক্ষেত্রে ব্রহ্মাদ্যৈ মুক্তিদায়কৈঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানা দযথামুক্তি র্লভ্যতে নাত্রসংশয়ঃ॥ ২২॥

'ব্রহ্মাদি মুক্তিপ্রদায়ক ঈশ্বরগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত সেই গয়াধাম, সেই

গয়াক্ষেত্রে প্রমাদ বশতঃ অর্থাৎ দৈবদুর্ঘটন বিষয়ে হটাৎ যদি কেহ জীবনোৎসর্গ করে, তবে ব্রহ্মজ্ঞানাধীন যাদৃশী মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, তাহারাও তাদৃশী মুক্তিলাভ হয়॥ ২২॥

কীকটাদি মৃতানাঞ্চ পিতৃণাং তারণায়চ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বস্তব্যং সবিচক্ষণৈঃ॥ ২৩॥

কীকটাদি কুৎসিতদেশে মৃতপিতৃগণের সমুদ্ধরণার্থ এবং আত্ম পরিত্রাণার্থেও ঐ মৃতপিতৃকগণের সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে গয়াধামে নিত্য বাস করা কর্ত্তব্য; যেহেতু গয়াক্ষেত্র বিচক্ষণদিগের নিত্য বাসের উপযুক্ত স্থান হয়॥ ২৩॥

ব্রহ্ম প্রকল্পতান্ বিপ্রান্ হব্য কব্যাদ্বিনার্চ্চয়েৎ।
তৈস্তুষ্টৈ স্তোষিতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃভিঃ সহদেবতাঃ॥ ২৪॥

গয়াধামে গিয়া শ্রাদ্ধাদি করতঃ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পূর্ব্বকল্পিতব্রাহ্মণগণকে যথা বিধি হব্য কব্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। কেন না ব্রহ্মার্চ্চিত ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইলেই, পিতৃলোকের সহিত সমস্ত দেবতারা পরিতুষ্ট হন॥ ২৪॥

মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জ্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালং বিরজাংগয়াং॥ ২৫॥

সকল তীর্থেতেই শিরোমুণ্ডন ও উপবাসাদি করণ বিধি আছে, কেবল কুরুক্ষেত্রে, বিশালাতীর্থে অর্থাৎ বদরিকাশ্রমে, বিরজাতীর্থে অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে এবং গয়াক্ষেত্রে তাহার নিষেধ আছে, অর্থাৎ অন্য তীর্থের ন্যায় গয়াধামে মুণ্ডন উপবাসাদি না করিয়া যে কোন অবস্থায় পিণ্ডদান করিলেই সুসিদ্ধ হয়॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—পিতৃতীর্থে অর্থাৎ গয়াতে পিতৃউদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডপ্রদান করাই মুখ্যকার্য্য; মুণ্ডনেক্ষতা শৌচ হয়, এবং শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষের শেষ্ ভোজনের বিধি আছে, সুতরাং উপবাস করিলে শেষ্ ভোজন করা হয় না, তদভাবে শ্রাদ্ধও পণ্ড হইয়া যায়, একারণ গয়াদিতে মণ্ডনোপবাসের বিধি করেন নাই॥

দণ্ডং প্রদর্শয়েদ্ভিক্ষু র্গয়াংগত্বা ন পিণ্ডদঃ।
দণ্ডংন্যস্ত্বা বিষ্ণুপদে পিতৃভিঃ সহমুচ্যতে॥ ২৬॥

ভিক্ষুকাশ্রমী দণ্ডীগণেরও পিতৃলোকের উদ্ধারার্থ গয়াক্ষেত্রে গমন করা কর্ত্তব্য; যেহেতু সর্ব্বসন্ন্যাসাশ্রমীর ও যোগীর গয়াক্ষেত্র ত্যজ্য নহে, ইত্যাভাস মাত্র।

বস্তুতঃ দণ্ডী ব্যক্তির প্রতি পিণ্ডদানের বিধি নাই; তাঁহারা গয়াধামে গিয়া পিণ্ডদান না করিয়া কেবল দণ্ডমাত্র দর্শন করাইবেন; এবং একবার বিষ্ণুপাদপদ্মে দণ্ডন্যাস করিলেই অর্থাৎ বিষ্ণু পদে একবার দণ্ড স্পর্শ করাইলেই পিতৃলোকের সহিত তাঁহাদিগের পরিমুক্তি হয়॥ ২৬॥

নদণ্ডী কিল্বিষং ধত্তে পুণ্যং বা পরমার্থতঃ।
অতঃসর্ব্বক্রিয়াংত্যক্ত্বা বিষ্ণুং ধ্যায়তিভাবুকঃ॥ ২৭॥

পরমার্থ চিন্তন জন্য দণ্ডিব্যক্তি পাপ এবং পুণ্য এতদুভয়কেই ধারণ করেন না। অতএব তাঁহারা সর্ব্বক্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নারায়ণকেই নিরন্তর ভাবভরে অনুধ্যান করেন॥ ২৭॥

সংন্যসেৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বেদমেকং নসংত্যজেৎ॥ ২৮॥

সেই দণ্ডিরা সকল কর্ম্মকেই পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু একমাত্র বেদই দণ্ডীদিগের অপরিত্যজ্য হয়, অর্থাৎ দণ্ডিরা কেবল এক বেদকেই পরিত্যাগ করিবেন না॥ ২৮॥

সুতরাং দণ্ডীগণেরা গয়াক্ষেত্র গমন করিবেন, কিন্তু বিষ্ণুপদে দণ্ডন্যাস ব্যতীত পিণ্ডদানাদি কোন ক্রিয়াই তাঁহাদিগের পক্ষে করণীয়া নহে॥

গয়ারসীমা বর্ণন।

মুণ্ডপৃষ্ঠাচ্চ পূর্ব্বেস্মিন্ পশ্চিমে দক্ষিণোত্তরে।
সার্দ্ধং ক্রোশদ্বয়ং মানং গয়েতি ব্রহ্মণেরিতং॥ ২৯॥

মুণ্ড পৃষ্ঠ হইতে পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ এই চতুঃসীমাবদ্ধের মধ্যে সার্দ্ধক্রোশ দ্বয় যে স্থান তাহার নাম গয়া, ইহা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে॥ ২৯॥

মুণ্ডপৃষ্ঠপদে গয়াসুরের মস্তকের মধ্য স্থান হইতে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সীমাপর্য্যন্ত আড়াই অর্থাৎ সাড়ে দুই ক্রোশক্ষেত্র গয়ানামে খ্যাত, অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিম আড়াই ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণ আড়াই ক্রোশ এই মাত্র গয়ার পরিমাণ হয়॥ ২৯॥

পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ।
তন্মধ্যে সর্ব্বতীর্থানি ত্রৈলোক্যে যানিসন্তিবৈ॥ ৩০॥

এই মুণ্ডপৃষ্ঠের পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ সীমাক্রমে দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমাণে পঞ্চক্রোশ গয়াক্ষেত্র, তন্মধ্যে একক্রোশ পরিমিত গয়াসুরের মস্তক হয়; এতৎ পঞ্চক্রোশী গয়ার মধ্যে ত্রিলোকী তলস্থ সমস্ত তীর্থই অধিবাস করেন॥ ৩০॥

শ্রাদ্ধকৃদ্যো গয়াক্ষেত্রে পিতৃণামনৃণোহি সঃ।
শিরসি শ্রাদ্ধ কৃদ্দস্তু কুলানাং শতমুদ্ধরেৎ॥ ৩১॥

এই মহীয়ান্ তীর্থরাজ গয়াক্ষেত্রে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে পিতৃঋণে পরিমুক্ত হয়। এতত্তিন্ন ক্রোশমাত্র পরিমিত গয়াশিরে যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধ করে, সে ব্যক্তি স্বীয় একশত কুলের উদ্ধার কর্ত্তা হয়॥ ৩১॥

গৃহাচ্চলিত মাত্রেণ গয়ায়াং গমনং প্রতি।
স্বর্গারোহণ সোপানং পিতৃণাঞ্চ পদে পদে॥ ৩২॥

গয়াধামে গমনার্থে সমুদ্যোগী হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত মাত্রে তাহার প্রতিপদ বিক্ষেপেই পিতৃলোকদিগের স্বর্গারোহণের সোপান বদ্ধ হয়, অর্থাৎ স্বর্গ গমনের শিড়ি বাধা হয়॥ ৩২॥

পদে পদেঽশ্বমেধস্য যৎফলং গচ্ছতোগয়াং।
তৎফলঞ্চ ভবেন্নৃণাং সমগ্রং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৩॥

অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল হয়; গয়াধামে গমন কর্ত্তাদিগের পদে পদে সেই অশ্বমেধ জনিত সমগ্র ফললাভ হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই॥ ৩৩॥

পিণ্ডসামগ্রী কথন।

পায়সেনাথ চরুণা শক্তুনা পিষ্টকেন বা।
তণ্ডুলৈঃ ফলমূলাদ্যৈ র্গয়ায়াং পিণ্ডপাতনং ॥ ৩৪ ॥

গয়াধামে পিণ্ডদানে এই সকল দ্রব্য উক্ত আছে। যথা পায়স দ্বারা বা চরু পাক করিয়া তদ্বারা, কি শক্তু দ্বারা, অথবা তণ্ডুল কি ফলমূলাদি, ইহার যে কোন দ্রব্য দ্বারা গয়াতে পিণ্ডপ্রদান করিতে পারে ॥ ৩৪ ॥

তিলাজ্য দধিমধ্বাদি পিণ্ডদ্রব্যেষু যোজয়েৎ।
মুষ্টিমাত্র প্রমাণেন আর্দ্রামলক মাত্রতঃ।
শমীপত্র প্রমাণেন পিণ্ডং দদ্যাদ্গয়াশিরে।
উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণি কুলমেকোত্তরং শতং ॥ ৩৫ ॥

উপরি উক্ত পিণ্ডদ্রব্যেতে তিল মধু ঘৃত দধি প্রভৃতি যুক্ত করিয়া একমুষ্টি প্রমাণ, বা পক্ক আমলকী ফলমাত্র প্রমাণ অথবা শমীপত্র প্রমাণ দ্বারা গয়াশিরে পিণ্ডদান করিবে। তাহাতেই পিণ্ডদাতার সপ্তগোত্র ও একোত্তর শতকুলের সম্যক্ উদ্ধার হয় ॥ ৩৫ ॥

তিলকল্কেন খণ্ডেন গুড়েন সঘৃতেন বা।
কেবলেনৈবদধ্নাবা দুগ্ধেন মধুনাথবা ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদির অভাবে কেবল তিলকল্ক দ্বারা বা কেবল খণ্ড কি গুড় বা কেবল ঘৃত দ্বারা অথবা কেবল দধি কি দুগ্ধ দ্বারা কিম্বা মধু দ্বারা পিণ্ড কল্পনা করিয়া প্রদান করিতে পারা যায় ॥ ৩৬ ॥

পিণ্যাকং সঘৃতং খণ্ডং পিতৃভ্যোঽক্ষয় মিত্যুত।
ইষ্যতে বাপ্তয়ে ভোজ্যং হবিষ্যং মনুরব্রবীৎ ॥ ৩৭ ॥

সঘৃত, সখণ্ড পিণ্যাক অর্থাৎ তিলকল্কের পিণ্ডমাত্র পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের অক্ষয় ফললাভ হয়; এবং তীর্থশ্রাদ্ধে এই সকল হবিষ্যান্ন প্রাপ্তে পিতৃলোকের পূজা ও ভোজ্যদান করিবে, ইহা মনু কহিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাই শাস্ত্রবিহিত হবিষ্যান্ন ॥ ৩৭ ॥

একতঃ সর্ব্ববস্তূনি রসবন্তি মধূনি হি।
স্মৃত্বা গদাধরাঙ্ঘ্র্যব্জং ফল্গুতীর্থাম্বু চৈকতঃ ॥ ৩৮ ॥

যদ্যপি উপরি উক্ত বস্তু সকলেব অভাব হয়, তবে সর্ব্বরস বিশিষ্ট কেবল এক মধু মাত্র দান করিলেও শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়, তদাভাবে শুদ্ধ ফল্গুতীর্থেব জলেও তৎ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেননা একদিকে মধু ও একদিকে ফল্গুতীর্থের জল সমতুল্য; সুতরাং মধুর অভাবে শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া কেবল ফল্গুতীর্থের জল দ্বারা পিণ্ডদান করিলেও শ্রাদ্ধ সুসিদ্ধ হইবেক ॥ ৩৮ ॥

পিণ্ডাসনং পিণ্ডদানং পুনঃ প্রত্যবনে জলং।
দক্ষিণাচান্ন সংকল্পং তীর্থশ্রাদ্ধেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ৩৯ ॥

তীর্থাদিতে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে অন্যত্রের মত সম্যক অনুষ্ঠানেব অপেক্ষা করে না, কেবল পিণ্ডাসন ও পিণ্ডদান, পুনঃ প্রত্যবনে জল, এবং দক্ষিণা আর অন্ন সংকল্প; এই মাত্র কার্য্যই তীর্থ শ্রাদ্ধের বিধি ॥ ৩৯ ॥

নাবাহনং নদিগ্বন্ধো নদোষো দৃষ্টি সম্ভবঃ।
সকারুণ্যেন কর্ত্তব্যং তীর্থশ্রাদ্ধং বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪০ ॥

তীর্থশ্রাদ্ধে পিতৃলোকের আবাহনের অপেক্ষা করে না, এবং দিগ্‌বন্ধন করিবার আবশ্যক নাই, এতদ্ভিন্ন শূদ্রাদি অপবাপর জাতির দর্শনজনিতদোষও তীর্থশ্রাদ্ধের প্রতিবন্ধক নহে। কেবল সকরুণ চিত্তে বিচক্ষণদিগের দ্বারা গয়াদি তীর্থে এক শ্রাদ্ধ কর্ম্মই সম্পাদনীয় অর্থাৎ একবার শ্রাদ্ধ করাই কর্ত্তব্য ॥ ৪০ ॥

অন্যত্রাবাহিতঃকালে পিতবোযান্ত্যমুং প্রতি।
তীর্থে সদাবসন্ত্যেতে তস্মাদাবাহনং নহি ॥ ৪১ ॥

অন্যত্রে শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণ আবাহিত হইলে শ্রাদ্ধেরস্থানে গমন করেন; কিন্তু তীর্থক্ষেত্রে তাঁহাদিগের সর্ব্বদাই বাস, এইকারণে তীর্থশ্রাদ্ধ কালে পিত্রাদির আবাহন নাই ॥ ৪১ ॥

তীর্থশ্রাদ্ধং প্রযচ্ছদ্ভিঃ পুরুষৈঃ ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ।
কামং ক্রোধং তথালোভং ত্যক্ত্বা কার্য্যাক্রিয়ানিশং ॥৪২॥

তীর্থশ্রাদ্ধ কারি পুরুষদিগের তৎফলাকাঙ্ক্ষায় কাম ক্রোধ এবং লোভ পরিত্যাগ করতঃ সতর্কভাবে ক্রিয়া সকল করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে সম্পূর্ণ রূপ শ্রাদ্ধের ফল প্রাপ্তি হইতে পারে না॥ ৪২॥

ব্রহ্মচর্য্যৈক ভোজীচ ভূশায়ী সত্যবাক্ শুচিঃ।
সর্ব্বভূত হিতেরক্তঃ সতীর্থ ফলমশ্নুতে॥ ৪৩॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যবান, একভোজী, ভূশায়ী, সত্যবাদী শুচি, এবং সর্ব্বভূতের হিতানুরক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই সম্যক রূপ তীর্থের ফললাভ করিতে পারে, নচেৎ সমস্ত ক্রিয়াই বিফলা হয়॥ ৪৩॥

তীর্থান্যনুসরন্ ধীরঃ পাষণ্ডং পূর্ব্বতস্ত্যজেৎ।
পাষণ্ডং তচ্চবিজ্ঞেয়ং যদ্ভবেৎ কামকারতঃ॥ ৪৪॥

তীর্থানুগামী ধীর ব্যক্তি সকল তীর্থে অধিবাস করিবার পূর্ব্বেই পাষণ্ডতা ত্যাগ করিবেন; যে ব্যক্তি কামকারে অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারে কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করে, এবং শাস্ত্রের লিখিত মতের বিরুদ্ধ যথেচ্ছাহার, যথেচ্ছাচার ও যথেচ্ছাপূর্ব্বক বিহারাদি করিয়া থাকে, তাহাকেই সকলে পাষণ্ড বলে। সুতরাং সর্ব্বতীর্থেই পাষণ্ডধর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য॥ ৪৪॥

তীর্থেষু যে নরাধীরাঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি সঙ্গতাঃ।
যথা ব্রহ্মবিদোবেদ্যং বস্তুচানন্য চেতসঃ॥
প্রবিশন্তি পরেশাখ্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম পরায়ণাঃ॥ ৪৫॥

যে সকল মনুষ্যেরা সাধুস্বভাবাপন্ন হইয়া তীর্থস্থানে শ্রাদ্ধাদি সমস্তকর্ম্ম সম্পন্ন করে তাহারা ব্রহ্মভিন্ন অন্যচিন্তা রহিত বেদবিৎ ব্যক্তিদিগের বেদ্য বস্তু যে পরব্রহ্ম তাঁহাতে যেমন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিরা প্রবেশ করেন, সেইরূপ ঐ পরব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়॥ ৪৫॥

যাস্তে বৈতরণীনাম নদী ত্রৈলোক্য বিশ্রুতা।
সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৃণাং তারণায় বৈ ॥
স্নাতোগোদো বৈতরণ্যাং ত্রিঃসপ্ত কুলমুদ্ধরেৎ ॥ ৪৬ ॥

ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাতা যে বৈতরণী নামে নদী আছেন, তিনি পিতৃলোক-দিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত গয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন। সেই বৈতরণীতে স্নান এবং গোপ্রদানাদি করিলে দাতার তিন সপ্তকুল উদ্ধার হয়, অর্থাৎ পিতৃমাতৃ শ্বশুরাদির তিনকুলে সপ্ত সপ্ত সংখ্যায় একবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হয় ॥ ৪৬ ॥

তথাক্ষয় বটং গত্বা বিপ্রান্ সন্তোষয়িষ্যতি।
ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্য কব্যাদিনার্চ্চয়েৎ।
তৈস্তুষ্টৈ স্তোষিতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃভিঃ সহদেবতাঃ ॥ ৪৭ ॥

গয়াধামে সংস্থিত অক্ষয় বটের নিকটে গিয়া ভোজনাদি প্রদানে ব্রাহ্মণ-দিগকে সন্তোষ করিবে, এবং ব্রহ্মাকল্পিত অর্থাৎ গয়ালী ব্রাহ্মণগণকে হব্য কব্যাদি দ্বারা এবং অশন বসনাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে। যেহেতু ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা তুষ্ট হইলেই পিতৃগণের সহিত দেবতারাও পরিতুষ্ট হয়েন ॥ ৪৭ ॥

গয়ায়াং নহি তৎস্থানং যত্রতীর্থং নবিদ্যতে।
সান্নিধ্যং সর্ব্বতীর্থানাং গয়াতীর্থং ততোবরং ॥ ৪৮ ॥

গয়াধামে এমত কোন স্থান দৃষ্ট হয় না, যে সেখানে কোন তীর্থ নাই; গয়াক্ষেত্রে সর্ব্ব তীর্থগণের অধিষ্ঠান আছে, একারণ সর্ব্ব তীর্থ হইতে গয়াধাম শ্রেষ্ঠতম বলিয়া গণ্য ॥ ৪৮ ॥

মীনেমেষে স্থিতেসূর্য্যে কন্যায়াং কার্ম্মুকে ঘটে।
দুর্ল্লভং ত্রিষুলোকেষু গয়ায়াং পিণ্ডপাতনং ॥ ৪৯ ॥

মীন, মেষ, কন্যা, ধনু এবং কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে অর্থাৎ চৈত্র, বৈশাখ, আশ্বিন, পৌষ এবং ফাল্গুন মাসে গয়াতে পিণ্ডদান করা ত্রিলোকীতলে অতি দুর্ল্লভতর হয় ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য। গয়াক্ষেত্রে সর্ব্বকালই পিণ্ডদানের বিধি আছে কিন্তু এই কয়েক মাসে পিণ্ডদানের ফলাধিক্য মাত্র কহিতেছেন, পিতৃগণেরা অন্য সময়াপেক্ষা এই কয় মাস অতি দুর্ল্লভ বলিয়া মান্য করেন। ৪৯।

মকরে বর্ত্তমানেচ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
দুর্ল্লভং ত্রিষুলোকেষু গয়াশ্রাদ্ধং সুদুর্ল্লভং ॥ ৫০ ॥

বিশেষতঃ মকর রাশিস্থ ভাস্করে গয়াশ্রাদ্ধ দুর্ল্লভ, তাহাতে যদি চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণকালে গয়াতে পিণ্ডদান করে, তবে সেই পিণ্ড পিতৃলোকের দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ বলিয়া গণ্য। ৫০।

তাৎপর্য্য। মকররাশিস্থ সূর্য্যে অর্থাৎ মাঘ মাসে যদি চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হয়, তবে সেই সময়ে শ্রাদ্ধকরাই দুর্ল্লভ, অতএব তৎকালিক গয়াশ্রাদ্ধ সুদুর্ল্লভ হয়॥ ৫০ ॥

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎফলং লভতে নরঃ।
নতচ্ছক্যং ময়াবক্তুং কল্পকোটি শতৈরপি ॥ ৫১ ॥

গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে মানবদিগের যে ফললাভ হয়, তাহা আমি শতকোটি কল্পেও বলিতে অশক্ত ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সূতশৌনক সংবাদে বায়ুপ্রোক্ত
গয়ামাহাত্ম্য বর্ণনে পিণ্ড দান ফলকথনং
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বেদব্যাস প্রণীত বায়ুপুরাণ তাহাতে সূতশৌনকাদি ঋষি সংবাদে বায়ুকর্ত্তৃক উক্ত গয়ধামের মাহাত্ম্য কথনে পিণ্ডদান ফল কথন নামে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

গয়াসুরঃ কথংজাতঃ কিম্প্রভাবঃ কিমাত্মকঃ।
তপস্তপ্তং কথংতেন কথংদেহ পবিত্রতা ॥ ১ ॥

সনৎকুমার প্রতি দেবর্ষি নারদ প্রশ্ন করিতেছেন, হে প্রভো! গয়নামক অসুর কি প্রকারে কাহা হইতে জন্মে, আর তাহার প্রভাবই বা কি প্রকার ছিল, তাহার শরীরই বা কিমাকার বিশিষ্ট এবং কি রূপ তপস্যা করিয়াছিল, যে তপস্যার ফলে সে স্বদেহের পবিত্রতা লাভকরে, তৎসমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি ॥

সনৎকুমার উবাচ।

বিষ্ণোর্নাভ্যম্বুজাজ্জাতো ব্রহ্মালোক পিতামহঃ।
প্রজাঃ সসর্জ্জ সংপ্রোক্তঃ পূর্ব্বদেবেন বিষ্ণুনা ॥ ২ ॥

নারদকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ভগবান সনৎকুমার তৎপ্রশ্নের উত্তর করিতেছেন। হে নারদ! শ্রবণ কর। সৃষ্টির প্রথমে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার ভগবান বিষ্ণুর নাভি পদ্ম হইতে আবির্ভাব হন। পূর্ব্বদেব অর্থাৎ আদিপুরুষ বিষ্ণুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই প্রজাপতি প্রজা সর্জ্জন করেন ॥ ২ ॥

আসুরেণৈব ভাবেন অসুরানসৃজৎ প্রভুঃ।
সৌমনস্যেন ভাবেন দেবান্ সুমনসোঽসৃজৎ ॥ ৩ ॥

প্রথমতঃ প্রভু ব্রহ্মা আসুর ভাবদ্বারা অসুর জাতির সৃষ্টি, আর প্রসন্ন ভাব-দ্বারা দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

গয়াসুরোহ সুরাণাঞ্চ মহাবল পরাক্রমঃ।
যোজনানাং সপাদঞ্চ শতং তস্যোচ্ছ্রয়ঃ স্মৃতঃ॥ ৪ ॥
স্থূলঃ ষষ্টির্যোজনানাং শ্রেষ্ঠো হসৌবৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ॥ ৫ ॥

জগদ্ধাতা ব্রহ্মা অসুর সকলকে সৃষ্টি করিলে পর, ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর সকল অসুর হইতে অতিশয় বলবিশিষ্ট ও পরাক্রমশালী হয়, এবং তাঁহার শরীর একশত পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ হইয়াছিল॥ ৪ ॥ আর প্রস্থে ষষ্টি যোজন পরিমাণে স্থূল, ঐ গয়াসুর পরমবৈষ্ণব, পরাক্রমে সকল অসুর হইতে শ্রেষ্ঠ হয়॥ ৫॥

কোলাহলে গিরিবরে তপস্তেপে সুদারুণম্।
বহুবর্ষ সহস্রাণি নিরুচ্ছ্বাসং স্থিতোহভবৎ॥ ৬ ॥

গিরিশ্রেষ্ঠ কোলাহল নামক পর্ব্বতে গয়াসুর বহুসহস্র বৎসর শ্বাস প্রশ্বাসকে অবরোধ করতঃ সুদারুণ তপস্যা করেন; তৎকালে তিনি স্থাবরবৎ স্থিরাবস্থায় অবস্থিত থাকেন॥ ৬॥

তত্তপস্তাপিতা দেবাঃ সংক্ষোভং পরমং যযুঃ।
ব্রহ্মলোকং গতাদেবাঃ প্রোচুস্তে প্রপিতামহম্॥ ৭ ॥

মহাতপস্বী গয়াসুরের তপঃ প্রভাবে দেবতাগণেরা পরিতাপিত এবং অত্যন্ত ক্ষোভিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অনন্তর ব্রহ্মলোকগত দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মাকে তদ্বৃত্তান্ত সকল বিস্তার করিয়া কহেন॥ ৭ ॥

গয়াসুরা দ্রক্ষদেব ব্রহ্মাদেবাং স্তথাব্রবীৎ।
ব্রজামঃ শঙ্করং দেবা ব্রহ্মাদ্যাশ্চগতাঃ শিবম্॥ ৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! হে দেব! সম্প্রতি গয়াসুর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন্। তাহার তীব্র তপস্যাতে আমরা অত্যন্ত ভীত ও পরিতপ্ত হইয়াছি; এতৎ দেববাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন; আমি একা কি করিব? চল সকলেই মহাদেবের নিকটে গমন করি; ইহা কহিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই কৈলাসে শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন॥ ৮ ॥

কৈলাসে চাব্রুবন্নন্তো রক্ষ দেব মহাসুরাৎ।
ব্রহ্মাদ্যান ব্রবীচ্ছম্ভুর্ব্রজামঃ শরণং হরিম্ ॥ ৯ ॥

কৈলাসে শিব সন্নিধানে ব্রহ্মাদি দেবতারা গমন করতঃ প্রণতি পুরঃসর এই কথা কহিলেন, হে মহাদেব! গয়নামক মহাসুর হইতে আমাদিগকে রক্ষাকর; এতৎ বাক্য শ্রবণে মহাদেব ব্রহ্মাদিকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বাপদ্বিনাশক নারায়ণ ব্যতীত ইহার উপায় হইতে পারে না, অতএব চল আমরা সকলে গিয়া সেই নারায়ণের শরণাপন্ন হই ॥ ৯ ॥

ক্ষীরাব্ধৌ দেবদেবেশঃ স নঃশ্রেয়ো বিধাস্যতি।
ব্রহ্মা মহেশ্বরো দেবো বিষ্ণুং নত্বা প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ১০ ॥

ক্ষীরোদ মধ্যে দেব দেব পরমেশ্বর গদাধর অবস্থিত আছেন, আমাদিগের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তিনি অবশ্য অস্মদাদির শ্রেয়ো বিধান করিবেন। ইহা কহিয়া শিব ব্রহ্মাদি সহিত দেবগণেরা ক্ষীরোদে গিয়া নারায়ণকে প্রণাম করতঃ স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

দেবাঊচুঃ।

ওঁ নমো বিষ্ণবে ভর্ত্রে সর্ব্বেষাং প্রভবিষ্ণবে।
রোচিষ্ণবে জিষ্ণবে চ রাক্ষসাদি গ্রসিষ্ণবে ॥ ১১ ॥

কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবগণ স্তুতিবাক্যে নারায়ণকে বলিতেছেন। হে বিশ্বব্যাপক! তুমি জয়শীল, তুমি অজিত, তুমি সকলের সংভর্ত্তা, তুমি সকলের উৎপাদক, তুমি স্বয়ং প্রকাশ, স্বপ্রভাতে দীপ্তিমান, তুমি রাক্ষসাদি দেব দ্বেষ্টাদিগের গ্রাসকারী, তুমি মহাপ্রভাব ও প্রণবরূপী, তোমাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

ধরিষ্ণবে হ্যখিলস্যাস্য যোগিনাং পারয়িষ্ণবে।
বর্দ্ধিষ্ণবে হ্যনন্তায় নমো ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ ॥ ১২ ॥

হে ধরিষ্ণো! তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধারক, যোগিদিগের ইহকাল জয় কারণ, পারপ্রদাতা, তুমি সকলের বৃদ্ধির কারণ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর, কুশকাশাদির উৎপাদক, তুমি অনন্ত অপরিসীম, ভ্রাজিষ্ণু স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ স্বভাসায় জগৎকে উদ্দীপ্ত করিতেছ; অতএব তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

এবং স্তুতো বাসুদেবঃ সুরাণাং দর্শনং দদৌ।
কিমর্থ মাগতা দেবা বিষ্ণুনোক্তা স্তমব্রুবন্ ॥ ১৩ ॥

ভগবান সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! এবম্প্রকার দেবতাদিগের স্তুতিবাক্য দ্বারা সংস্তুত হইয়া ভগবান বাসুদেব তাঁহাদিগকে দর্শনদিলেন, এবং তোমরা কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। এতদ্ভগবৎ বাক্য শ্রবণে বিবুধেরা বিভুকে নিবেদন করেন ॥ ১৩ ॥

গয়াসুর ভয়াদ্দেব রক্ষাস্মান ব্রবীদ্ধরিঃ।
ব্রহ্মাদ্যা যান্ত তং দৈত্যং চাগমিষ্যামহং ততঃ ॥ ১৪ ॥

হে দেব! সংপ্রতি গয়াসুর কর্ত্তৃক উৎপন্ন ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষাকর। এতৎ শ্রবণে নারায়ণ দেবগণকে কহিলেন, তোমরা সকলে ব্রহ্মা ও শিবকে সমভিব্যাহারী করতঃ সেই মহাদৈত্য গয়াসুরের নিকট গমন কর, পশ্চাৎ আমিও তথায় গমন করিব ॥ ১৪ ॥

কেশবো গরুড়ারূঢ়ো বরংদাতুং গয়াসুরে।
সর্ব্বেস্বংস্বং সমায়াস্থায় নিজবাহন মুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর ভগবান নারায়ণ গরুড়ে আরোহণ করতঃ এবং অন্যোন্য দেবগণও স্ব স্ব বাহনারূঢ় হইয়া বরদান করণার্থে গয়াসুরের সন্নিধানে সকলেই সমুপস্থিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

ঊচুস্তে বাসুদেবাদ্যাঃ কিমর্থং তপ্যতেত্বয়া।
সংতুষ্টাশ্চাগতাঃ সর্ব্বে বরং ব্রূহি গয়াসুর ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ গয়াসুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে গয়াসুর! তুমি কি নিমিত্ত এমত উৎকট তপস্যা করিতেছ, তোমার তপঃ প্রভাবে আমরা সকলে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছি, তুমি স্বচ্ছন্দে অভিলষিত বর যাজ্ঞা কর ॥ ১৬ ॥

গয়াসুর উবাচ।

যদিতুষ্টাস্ত মে দেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
সর্ব্বদেব দ্বিজাতিভ্যো যজ্ঞতীর্থ শিলোচ্চয়াৎ।
দেবেভ্যোতি পবিত্রোহ মৃষিভ্যোহপি শিবাব্যয়াৎ ॥১৭॥

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ দেবাদিকে সম্বোধন করিয়া গয়াসুর কহিতেছে। হে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ! যদি আমার প্রতি আপনারা পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ব্রাহ্মণ, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত তীর্থ, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত দেব দেবী এবং সমস্ত ঋষিগণ হইতে পবিত্র করুণ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রেভ্যো দেব দেবীভ্যো যোগীভ্যশ্চাপি সর্ব্বশঃ।
ন্যাসিভ্যশ্চাপিকর্ম্মিভ্যো ধর্ম্মিভ্যশ্চ তথাপুনঃ ॥ ১৮ ॥

হে দেবগণ! ত্রিলোকে যে সকল মন্ত্র, দেবদেবী, যোগী, সন্ন্যাসী, ও যত ধর্ম্মী; কর্ম্মী প্রভৃতি পবিত্র বস্তু আছে, তদপেক্ষা আমাকে অধিক পবিত্র করুণ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—গয়াসুর সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র হইবার জন্য ও তাহার স্পর্শে সকলে সর্ব্ব প্রকার পাতকাদি হইতে যেন মুক্ত হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়, এতদভিপ্রায়ে তপস্যা করিতেছিল সেই জন্য পবিত্রতা প্রাপ্তি কামনায় ঐ মত বর প্রার্থনা করিল।

জ্ঞাতিভ্যোহতি পবিত্রোহহং পবিত্রংস্যাৎ সদাসুরাঃ।
পবিত্রমস্তু তংদেবাঃ সত্যমুক্ত্বা দিবংযযুঃ।
দৃষ্ট্বাদৈত্যঃ ততঃ স্পৃষ্ট্বা সর্ব্বেহরিপুরং যযুঃ ॥ ১৯ ॥

এবং আমার জ্ঞাতিও যাবদীয় জাতি আছে, তাহাদিগের অপেক্ষা যেন আমি পরম পবিত্র হই। গয়াসুর এইমত প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া, জগৎশূন্য হইবে এতদ্বিবেচনা অগ্রে না করিয়া তুমি সকল পবিত্র হইতে অতি পবিত্র হইলে, এই সত্যাঙ্গীকার পূর্ব্বক দৈত্যবরকে বর প্রদান করতঃ সকলে স্বর্গে গমন করিলেন। তদনন্তর

দৈববরপ্রভাবে পৃথিব্যাদি স্থিত সমস্তলোক গয়াসুরকে দর্শন ও স্পর্শন করতঃ সকলে কর্ম্মাদিবন্ধনে মুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

শূন্যেলোক ত্রয়েযাতে শূন্যা যমপুরীহ্যভূৎ।
যম ইন্দ্রাদিভিঃ সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকংততোহগমৎ ॥ ২০ ॥

ক্রমে এইরূপে ত্রিলোকীতল শূন্যপ্রায় হওয়াতে একঁকালে সংযমীনীপুরী অর্থাৎ যমপুরী শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে যম বিবেচনা করিলেন, যে আর আমার অধিকার রক্ষার উপায় নাই; সুতরাং অত্যন্ত ভীত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোক গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মাণ মূচিরে দেবা গয়াসুর বিলোপিতাং।
ত্বয়াদত্তাহধিকারাস্ত্বং তানৃগৃহাণ পিতামহ ॥ ২১ ॥

ধর্ম্মরাজ দেবগণের সহিত ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা নিবেদন করিলেন। হে সর্ব্বলোক পিতামহ! গয়াসুর কর্ত্তৃক সকলের অধিকার বিলোপ হইল, অর্থাৎ আপনার প্রদত্ত বর প্রভাবে গয়াসুর অতি-পবিত্র হইয়াছে, তাহাকে দর্শন স্পর্শন করিয়া ত্রিলোকস্থ জন সকল মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছে, আর কেহই যমলোকে গমন করে না, সুতরাং যমপুরী শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল; আপনি পূর্ব্বে আমাদিগকে যে সকল অধিকার দিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল অধিকার আপনিই পুনর্গ্রহণ করুন, হিংসাত্মক এ অধিকারে অস্মদাদির আর প্রয়োজন নাই ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মাব্রবীত্ততো দেবান্ ব্রজামো বিষ্ণুমব্যয়ং।
ব্রহ্মাদয়োহব্রুবন্ বিষ্ণুং ত্বয়াদত্তবরোহসুরঃ।
তদ্দর্শনাদ্দয়ুঃস্বর্গং শূন্যং লোকত্রয় হ্যভূৎ ॥ ২২ ॥

ধর্ম্মরাজের এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ ব্রহ্মা সকল দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! ভয় কি? চল আমরা সকলেই সেই সর্ব্বভয়ত্রাতা অব্যয় পরমাত্মা যে বিষ্ণু তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি, তাঁহার ইচ্ছা হইতেই সকলের উপায় হইবে; ইহা কহিয়া যমাদির সহিত

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন। হে প্রভো! পূর্ব্বে তৎকর্তৃক বর প্রাপ্ত হইয়া গয়াসুর অতি পবিত্র হইয়াছে এক্ষণে তাহাকে দেখিয়া এবং স্পর্শ করিয়া সমস্ত জীবগণ বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছে, তন্নিমিত্ত লোকত্রয় জনশূন্য প্রায় হইল, এক্ষণে ইহার যাহা উপায় হয় আপনিই করুন্॥ ২২॥

দেবৈরুক্তো বাসুদেবো ব্রহ্মাণং সবচোঽব্রবীৎ।
গয়াসুরং প্রার্থয়স্ব যজ্ঞার্থং দেহি দেহকং॥ ২৩॥

ব্রহ্মাদি দেবগণের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ কহিলেন। হে ব্রহ্মন্! তুমি গয়াসুরের নিকট গিয়া এই প্রার্থনা কর যে, হে দৈত্যবর! তুমি যজ্ঞকর্ম্ম সাধনার্থে তোমার সমস্তক এই পবিত্র শরীর আমাকে প্রদান কর॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—গয়াসুর অতিধার্ম্মিক, দয়াশীল, এবং বদান্যতম, যাচ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ তোমাকে আত্মশরীর প্রদান করিবে, তুমি তাহার শরীরের উপর যজ্ঞকরতঃ তাহাকে নিশ্চল করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে, কাহারও আর কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অর্থাৎ তাহার শরীর মৃত্তিকাতলে প্রোথিত হইলে আর তদ্দর্শন ও স্পর্শন জনিত ফলে মুক্তিপদ প্রাপ্তি বিষয়েও সকল জীবের ব্যাঘাত ঘটিবে। তাহাতে লোকত্রয় জন শূন্যতার নিমিত্ত তোমাদের যে আশঙ্কা হইয়াছে তাহা দূর হইবে॥

বিষ্ণুক্তঃ সসুরো ব্রহ্মা গত্বাপশ্যন্ গয়াসুরং।
গয়াসুরোঽব্রবীৎ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং ত্রিদশৈঃসহ।
সংপূজ্যোত্থায় বিধিবৎ প্রণতঃশ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ২৪॥

ভগবান্ বিষ্ণুর বচনে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সত্বর গয়াসুর সন্নিধানে গমন করতঃ তাহাকে দেখিলেন। গয়াসুরও দেবগণ সমিভিব্যাহারে ব্রহ্মাকে সমাগত দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করতঃ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বিধিবৎ পূজা ও প্রণাম করিয়া ব্রহ্মাকে এই কথা কহিলেন॥ ২৪॥

গয়াসুর উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ।
যদাগতোঽতিথির্ব্রহ্মা সর্ব্বং প্রাপ্তং ময়াদ্যবৈ ॥ ২৫ ॥

হে ব্রহ্মন্! অদ্য আমার জন্ম সফল, এবং তপস্যাও সফল হইল; যেহেতু সর্ব্বলোক-পিতামহ স্বয়ং অতিথিরূপে অস্মৎ সমীপে সমাগত হইলেন, সুতরাং ইহাতেই আমার অদ্য সম্যক্ সুদুর্ল্লভ মনোরথ পূর্ণ হইল ॥ ২৫ ॥

যোগিন্ যোগাঙ্গবিৎ সর্ব্বলোক স্বামিন্ পিতর্গুরো।
যদর্থমাগতো ব্রহ্মন্ তৎকার্য্যং করবাণ্যহম্ ॥ ২৬ ॥

হে মহাযোগিন্! হে যোগাঙ্গবিৎ সর্ব্বলোক স্বামিন্! হে পিতঃ! হে গুরো! হে ব্রহ্মন্! আপনি সমস্ত দেবগণ সহিত যে অভিপ্রায়ে আমার নিকট সমাগত হইয়াছেন, তাহা আমাকে আজ্ঞা করুন্, আমি আপনার তৎকার্য্য অবশ্য সাধন করিব ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি দৃষ্টানি ভ্রমতা ময়া।
যজ্ঞার্থ্যং নতুতেতানি পবিত্রাণি শরীরতঃ ॥ ২৭ ॥

গয়াসুরের এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা কহিতেছেন, হে বৎস! আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতঃ যজ্ঞ কার্য্য সাধনার্থ যে সকল পবিত্র তীর্থস্থানকে দর্শন করিলাম, সে সকল তীর্থস্থান তোমার এই শরীরাপেক্ষা পবিত্রতর নহে, অর্থাৎ তোমার শরীরে যজ্ঞ করিলে সেই সকল তীর্থই লাভ হইবে ॥ ২৭ ॥

ত্বয়াদেহে পবিত্রত্বং প্রাপ্তং বিষ্ণু প্রসাদতঃ।
অতঃ পবিত্রং দেহং ত্বং যজ্ঞার্থং দেহিমেঽসুর ॥ ২৮ ॥

হে গয়াসুর! নারায়ণ প্রসাদে তুমি স্বদেহে পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছ, এই হেতু আমি যজ্ঞার্থ তদ্দেহ ভিক্ষা করিতেছি, তুমি যজ্ঞ সাধনার্থে তোমার ঐ পবিত্র দেহ আমাকে দান কর ॥ ২৮ ॥

গয়াসুর উবাচ।

ধন্যোঽহং দেবদেবেশ মদ্দেহং প্রার্থ্যতেত্বয়া।
পিতৃবংশে কৃতার্থোঽহং মাতৃবংশে তথৈবচ॥ ২৯॥

ব্রহ্মার এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া গয়াসুর বিনয়াক্ষরে ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন। হে দেবদেবেশ! আমি নিকৃষ্ট অসুরযোনি প্রাপ্ত, তথাপি আমার এই দেহ যখন পবিত্র স্থানে আপন কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইল, তখন আমি ধন্য হইলাম, এবং পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের সহিত আমি কৃতার্থ হইলাম॥ ২৯॥

ত্বয়ৈবোৎপাদিতো দেহঃ পবিত্রস্তু ত্বয়া কৃতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় যাগোঽবশ্যং ভবিষ্যতি॥ ৩০॥

হে ব্রহ্মন্! তোমাকর্ত্তৃক এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমিই এই অপবিত্র দেহকে পবিত্র করিয়াছ, এক্ষণে সর্ব্ব জীবের উপকারার্থে আমার দেহে আপনি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহার পর আর আমার সৌভাগ্য কি? অবশ্যই আমার এই নিকৃষ্ট দেহ আপনার যাগ ভূমিস্বরূপ হইবে॥ ৩০॥

ইত্যুক্ত্বা সোঽপতদ্ভূমৌ শ্বেতকল্পে গয়াসুরঃ।
নৈঋতং দিশমাশ্রিত্য তদাকোলাহলে গিরৌ।
শিরঃ কৃত্বোত্তরে দৈত্যঃ পাদৌ কৃত্বাতু দক্ষিণে॥ ৩১॥

পূর্ব্বে শ্বেত বরাহ কল্পে ব্রহ্মাকে গয়াসুর এই প্রকার বাক্য কহিয়া কোলহল নাম পর্ব্বতে নৈঋতদিক্‌কে আশ্রয় করিয়া উত্তরে মস্তক দক্ষিণে পাদদ্বয় রাখিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, অর্থাৎ উত্তর শিরা হইয়া ভূমিতে শয়ন করিলেন॥ ৩১॥

ব্রহ্মা সংভৃত সম্ভারো মানসা নৃত্বিজোঽসৃজৎ।
শ্বেতং সুতালং দমনং সুহোত্রং কঙ্কমেবচ।
লোকাক্ষিঞ্চ মহাবাহুং জৈগীষব্যং তথৈবচ।
দধি পঞ্চমুখং বিপ্রং ঋষভং কর্কমেবচ।

কাত্যায়নং গোভিলঞ্চ মুনিমুগ্র মহাব্রতং।
অগ্নিশর্ম্মাণ মমৃতং শৌনকং যাজলিং মৃদুং।
কুমুথিং বেদকৌণ্ডিল্যং হারীতং কাশ্যপং কৃপং।
গর্গং কৌশিক বাশিষ্ঠৌ মুনিং ভার্গবমব্যয়ং
বৃদ্ধ পরাশরং কণ্বং মাণ্ডব্যং শ্রুতিকেবলং।
সুকপালং গৌতমঞ্চ তদা বেদশিরোব্রতং।
জটামালিন মব্যগ্রং চাটুহাসঞ্চ দারুণং।
আত্রেয়ং চাপ্যঙ্গিরসৌ সৌপমন্যুং মহাব্রতং।
গোকর্ণঞ্চ গুহাবাসং শিখণ্ডিনমুমাব্রতং।
এতানন্যাংশ্চ বিপ্রেন্দ্রান্ বেধা লোক পিতামহঃ।
পরিকল্প্যা করোদ্‌যাগং গয়াসুর শরীরকে ॥ ৩২ ॥

অনন্তর সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সংভৃত সম্ভার হইয়া, অর্থাৎ যজ্ঞোপকরণ সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া, আপনার মন হইতে ঋত্বিক অর্থাৎ যজ্ঞাদির হোতৃকার্য্যাদি সম্পাদনার্থ পুবোহিত ব্রাহ্মণগণকে উৎপন্ন করিলেন। যথা. শ্বেত, সুতাল, দমন, সুহোত্র, কঙ্ক, লোকাক্ষি, মহাবাহু জৈগীষব্য, দধিমুখ, ঋষভ, কর্ক, কাত্যায়ন, গোভিল মুনি, মহোগ্রব্রত, অগ্নিশর্ম্মা, অমৃত, শৌনক, যাজলি, মৃদু, কুমুথি, বেদ, কৌণ্ডিন্য, হারীত, কাশ্যপ, কৃপ, গর্গ, কৌশিক, বশিষ্ঠ মুনি, ভার্গব, অব্যয়, বৃদ্ধপরাশর, কণ্ব, মাণ্ডব্য, শ্রুতিকেবল, সুকপাল, গৌতম, ও দেবশিরোব্রত, জটামালী, অবগ্র, চাটুহাস, দারুণ, আত্রেয়, অঙ্গিরা, সৌপমন্যু, মহাব্রত, গোকর্ণ, গুহাবাস, শিখণ্ডী, উমাব্রত, ইত্যাদি; এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আরও অনেকানেক বিপ্রগণকে যজ্ঞার্থে সর্জ্জন করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এই অগ্নিশর্ম্মাদি ব্রাহ্মণগণকে পুরোহিত সৃজন করিয়া গয়াসুর শরীরে যজ্ঞারম্ভ করিলেন॥ ৩২ ॥

অগ্নিশর্ম্মাপি পঞ্চাগ্নীন্ মুখাদেতানথা সৃজৎ।
দক্ষিণাগ্নিং গার্হপত্য মাহবনীয়ং তপোব্যয়ঃ।
সত্যাবসথ্যৌ দেবর্ষে যেষু যজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৩৩॥

অনন্তর অক্ষয়তপঃ প্রভাবে অগ্নিশর্ম্মা স্বীয় বদন হইতে পঞ্চপ্রকার অগ্নির সৃজন করিলেন। যথা দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি, আহবনীয়াগ্নি, সত্যাগ্নি, আবসথ্যাগ্নি এই পঞ্চাগ্নি, যাহাতে সকল যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে॥ ৩৩॥

যজ্ঞস্যচ প্রতিষ্ঠার্থং বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদৌ।
হুত্বা পূর্ণাহুতিং ব্রহ্মা স্নাত্বা চাবভৃতে সুরাঃ॥ ৩৪॥

হে দেবর্ষে! যজ্ঞের প্রতিষ্ঠার্থ অর্থাৎ সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির নিমিত্ত পূর্ণাহুতি প্রদান করতঃ ব্রহ্মা ও সকল দেবগণ শান্তিজলে স্নান করিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন॥ ৩৪॥

যজ্ঞযূপংসুরৈঃ সার্দ্ধং সমানীয় ব্যরোপয়ৎ।
ব্রহ্মণঃ সরসাং শ্রেষ্ঠে সরস্যে বোচ্ছ্রিতং শুভং॥ ৩৫॥

অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত যজ্ঞের শুভ যূপকাষ্ঠ আনয়ন করতঃ সকল সরোবরের শ্রেষ্ঠ পরমোত্তম ব্রহ্ম সরোবরে উচ্ছ্রিত করিয়া রোপণ করিলেন॥৩৫॥

যজ্ঞবাটে সুরৈঃসার্দ্ধং গয়াসুর ম পশ্যত।
চলিতং চকিতো ব্রহ্মা ধর্ম্মরাজ মভাষতঃ॥ ৩৬॥
জাতা গৃহে তবশিলা সমানীয়া রিচারয়ন্।
দৈতস্য শীঘ্রং শিরসি তাংধারায় মমাজ্ঞয়া॥ ৩৭॥

যজ্ঞ কার্য্য সমাপনান্তে অচ্ছিদ্রাব ধারণ করতঃ ব্রহ্মা ও দেবগণসকলে যজ্ঞবাটিতে গয়াসুরকে পুনরায় নড়িতে দেখিয়া সচকিত হইলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মার মনে এই শঙ্কা উপস্থিত হইল যে পাছে গয়াসুর পুনরুত্থিত হয়, তন্নিমিত্ত

ত্রস্ত হইয়া ব্রহ্মা ধর্ম্মরাজ যমকে সম্বোধন করিয়া এই কথা কহিলেন হে ধর্ম্মরাজ! তব গৃহে গুরুতরা যে দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলা আছে, আমার আজ্ঞাতে সেই শিলাকে শীঘ্র আনয়ন করতঃ তুমি গয়াসুরের মস্তকোপরি রক্ষা কর ইহার আর কোন বিচার করিবার আবশ্যক করে না॥ ৩৬॥ ৩৭॥

নিশ্চলার্থং যমঃ শ্রুত্বা ধারয়ন্মস্তকে শিলাং।
শিলায়াং ধারিতায়াস্তু সশিলশ্চাসুরোঽচলৎ॥ ৩৮॥

ধর্ম্মরাজ যম ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদাজ্ঞানুসারে সত্বর সেই শিলাকে আনয়ন করিয়া গয়াসুরের মস্তকে স্থাপন করিলেন; মস্তকোপরি গুরুতরা শিলা সন্ধারণ করিলেও গয়াসুর শিলার সহিত চলিতদেহ হইল অর্থাৎ নড়িতে লাগিল॥ ৩৮॥

দেবানূচেঽথ রুদ্রাদীন্ শিলায়াং নিশ্চলাঃ কিল।
তিষ্ঠধ্বং দেবাঃ সকলা স্থথেত্যুক্তাচতেস্থিতাঃ॥ ৩৯॥

শিলার সহিত গয়াসুরকে চলিতদেহ দেখিয়া তাহাকে স্থিরকরণার্থে দেবগণ ও রুদ্রগণকে পুনর্ব্বার ব্রহ্মা কহিলেন; হে রুদ্রাদি দেবগণ! তোমরা সকলে গয়াসুর মস্তকোপরি শিলাতে বিন্যস্ত ন্যায় অচল হইয়া অবস্থান কর; এই ব্রহ্মাজ্ঞা প্রাপ্তে দেবগণ সকলে তৎশিলোপরি নিশ্চলরূপে অবস্থিত হইলেন॥ ৩৯॥

দেবাঃ পাদৈর্ল্লক্ষয়িত্বা তথাপি চলিতোঽসুরঃ।
ব্রহ্মাথ ব্যাকুলো বিষ্ণুং গতঃ ক্ষীরাব্ধিশায়িনং।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা নত্বা চাদৃত্য তৎপ্রভুং॥ ৪০॥

দেবগণ তৎশিলাকে স্বীয় স্বীয় পদচিহ্নে লক্ষিত করিয়া গাঢ় ভারভরে অবস্থিতি করিলেন, তথাপি গয়াসুর চলিত দেহ হইল, অর্থাৎ শিলার সহিত সকল দেবগণের ভার তাহার পক্ষে কোনমতে ভারবোধ হইল না; তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ সন্নিধানে গমন করতঃ প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৪০॥

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রহ্মাণ্ডস্য পতে নাথ নমামি জগতাং পতিং।
গতিং কীর্ত্তিমতাং নৃণাং ভুক্তি মুক্তি প্রদায়কং ॥ ৪১ ॥

একান্ত চিত্তে ব্রহ্মাদি দেবগণ নারায়ণকে স্তুতিবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে নাথ? হে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপতে! তুমি জগতের পরিপালনকর্ত্তা; তুমি কীর্ত্তিমান মনুজদিগের গতি, তুমি ভোগ এবং মোক্ষপ্রদাতা অতএব তোমাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৪১ ॥

সনৎকুমারউবাচ।

বিশ্বক্সেনোঽব্রবীৎ বিষ্ণুং দেবত্বাং স্তৌতিপদ্মজঃ।
হরি রাহানয়স্ব ত্বং বিষ্ণুক্তঃ স তমানয়ৎ ॥ ৪২ ॥

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন, হে নারদ! ব্রহ্মার স্তুতিবাক্য শ্রবণে বিষ্ণু পার্ষদ বিশ্বক্সেন বিষ্ণুকে সংবাদ দিলেন, হে দেব! পদ্মযোনি ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমাকে স্তব করিতেছেন। তৎশ্রবণে হরি বিশ্বক্সেনকে কহিলেন; তুমি যাও শীঘ্র ব্রহ্মাদিকে এখানে আনয়ন কর; এতদ্বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে বিশ্বক্সেন অতি সত্বর ব্রহ্মাদিকে নারায়ণ সন্নিধানে আনয়ন করিলেন ॥ ৪২ ॥

অজমূচে হরিঃ কস্মাদাগতোঽসি বদস্বতৎ ॥ ৪৩ ॥

ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিকটে আগমন করিয়াছ তাহা বল ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

দেবদেবকৃতেযাগে প্রচচাল গয়াসুরঃ।
শিলায়াং দেবরূপিণ্যাং ন্যস্তায়াং তস্যমস্তকে ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন, হে দেবদেব! ভবদাজ্ঞানুসারে নিশ্চলার্থে গয়াসুরমস্তকে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করণান্তর তাহাকে চলিত দেখিয়া

ধর্ম্মরাজ তৎশিরোপরি দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলাকে সংস্থাপন করাতেও সেই গয়াসুর ধর্ম্মশিলার সহিত পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার চলিত হইতেছে ॥ ৪৪ ॥

রুদ্রাদিষুচ দেবেষু সংস্থিতেষসুরোচলৎ।
ইদানীং নিশ্চলার্থং হি প্রসাদং কুরুমাধব ॥ ৪৫ ॥

হে ভগবন্! অনন্তর রুদ্রাদিদেবগণ তাহার উপর সংস্থিত হইলেন, তথাপি সে নিশ্চল হইল না, অর্থাৎ পুনর্ব্বার নড়িতে লাগিল। হে মাধব! হে লক্ষ্মীপতে! সংপ্রতি গয়াসুরের নিশ্চলার্থে আপনি প্রসন্ন হইয়া অন্য কোন উপায় আজ্ঞা করুন ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মণোবচণং শ্রুত্বা হ্যাকৃষ্য স্বশরীরতঃ।
মূর্ত্তিং দদৌ নিশ্চলার্থং ব্রহ্মণে ভগবান্ হরিঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মার এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ ভগবান্ নারায়ণ, গয়াসুরের নিশ্চলার্থ আপনার শরীর হইতে এক বিস্মাপনীয় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই প্রকাণ্ড বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি গয়াসুরের মস্তকোপরি শিলাতে স্থাপনা করিলে সে অবশ্য নিশ্চল হইবে; যেহেতু বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিকে সঞ্চালন করিতে গয়াসুর কোনমতেই সক্ষম হইবে না ॥ ৪৬ ॥

আনীয়মূর্ত্তিং ব্রহ্মাপি শিলায়াং সমধারয়ৎ।
তথাপি চলিতং বীক্ষ্য পুনর্দ্দেব মথাগমত ॥ ৪৭ ॥

নারায়ণের শরীরোদ্ভবা প্রচণ্ড মূর্ত্তিকে আনয়ন করতঃ গয়াসুর শিরস্থিত ধর্ম্ম শিলাতে সংস্থাপন করিলেন, তথাপি সে স্থির না হইয়া চলিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার ক্ষীরোদতীরে গিয়া ভগবানকে কহেন। হে প্রভো! আপনার আজ্ঞামত ভবদ্দত্ত মহামূর্ত্তি স্থাপন করাতেও গয়াসুর চলিতেছে, এক্ষণে যে কর্ত্তব্য হয় তাহা করুন্ ॥ ৪৭ ॥

আগত্য বিষ্ণুঃক্ষীরাব্ধেঃ শিলায়াং সংস্থিতোহভবৎ।
জনার্দ্দনাভিধানেন পুণ্ডরীকেতি নামতঃ।
শিলায়াং নিশ্চলার্থং হি স্বয়মাদি গদাধরঃ॥ ৪৮॥

ব্রহ্মবাক্য শ্রবণানন্তর নারায়ণ গয়াসুরের নিশ্চলার্থ ক্ষীরসমুদ্র হইতে আগত হইয়া জনার্দ্দন, পুণ্ডরীক, এবং আদিদেব গদাধর এই নাম ত্রয় ধারণ পূর্ব্বক গয়াসুরের শিরস্থিত শিলার উপর ঐ তিনমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিলেন॥ ৪৮॥

নিশ্চলার্থং পঞ্চধাসীৎ শিলায়াং প্রপিতামহঃ।
পিতামহেহথ ফল্গ্বীশঃ কেদার কনকেশ্বরঃ।
ব্রহ্মাস্থিতঃস্বয়ং তত্র গজরূপী বিনায়কঃ॥ ৪৯॥

সর্ব্বলোক পিতামহ প্রজাপতি গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, পিতামহ, ফল্গ্বীশ, কেদার, কনকেরশ্বর এই পঞ্চরূপে স্বয়ং অবস্থান করিলেন এবং বিঘ্ননায়ক গণপতিও গজরূপে অবস্থিত হইলেন॥ ৪৯॥

গয়াদিত্য শ্চোত্তরার্কো দক্ষিণার্ক স্ত্রিধারবিঃ।
লক্ষ্মী সীতাভিধানেন গৌরী বৈ মঙ্গলাহ্বয়া॥ ৫০॥

গয়াদিত্য, উত্তরার্ক, দক্ষিণার্ক, এই তিনরূপে সূর্য্য, আর সীতা নামে লক্ষ্মী এবং মঙ্গলা নামে গৌরী ঐ শিলাতে অবস্থিতি করিলেন॥ ৫০॥

গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী ত্রিসন্ধ্যেয়ং সরস্বতী।
ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ পূষা বসুবোঞ্চৌ মহাবলাঃ।
বিশ্বেদেবাশ্চাশ্বিনেয়ৌ মরুতো বিশ্বনায়কঃ।
স যক্ষোরগ গন্ধর্ব্বা স্তস্থুর্দেবাঃ স্বশক্তিভিঃ॥ ৫১॥

গায়িত্রী, সাবিত্রী, ত্রিসন্ধ্যা ও সরস্বতীদেবী গয়াসুরের মস্তকোপরি ধর্ম্ম-শিলাতে অবস্থিতা হইলেন। এবং দেবরাজ ইন্দ্র সুরগুরু বৃহস্পতি, সূর্য্যের অপরা মূর্ত্তি পূষা, মহাবলবান অষ্টবসু, বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বনেতা বায়ু, যক্ষ, নাগ, এবং গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণও স্বস্ব শক্তির সহিত, তথায় অবস্থিতি করিলেন॥ ৫১।

আদ্যেন গদয়া চাসৌ যস্মাদ্দৈত্য স্থিরীকৃতঃ।
স্থিত ইত্যেব হরিণা তস্মাদাদি গদাধরঃ॥ ৫২ ॥

সকলের আদি নারায়ণের গদাদ্বারা গয়াসুর স্থিরীকৃত হওয়াতে, এবং নারায়ণ তাঁহাকে স্থিরীকৃত করিয়া স্বয়ং অবস্থিত আছেন, একারণ গয়াধামে নারায়ণ আদি গদাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন॥ ৫২॥

উচে গয়াসুরো দেবান্ কিমর্থং বঞ্চিতোহ্স্মহং।
যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণে দত্তং শরীর মমলংময়া॥ ৫৩॥

সকল দেবগণের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া গয়াসুর তাঁহাদের কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগের দ্বারা আমি কি নিমিত্ত এরূপ বঞ্চিত হইলাম; কোনমতে আমি তোমাদের অনিষ্টকারী নহি, বরং প্রার্থনামতে যজ্ঞার্থ ব্রহ্মাকে আমার এই নির্ম্মল শরীর দান করিয়াছিলাম তথাপি আমার প্রতি তোমাদের এত আশঙ্কা কেন?॥ ৫৩॥

বিষ্ণোর্ব্বচন মাত্রেণ কিং নস্যং নিশ্চলোহ্স্মহং।
যৎসুরৈঃ পীড়িতোহত্যর্থং গদয়া হরিণা তথা॥ ৫৪॥

আমি বিষ্ণুর আজ্ঞামাত্রেই নিশ্চল হইয়াছি; তথাপি দেবগণ স্বীয় স্বীয় শরীর ভারদ্বারা এবং নারায়ণ গদা দ্বারা আমাকে অত্যন্ত পীড়িত কেন করিতেছেন॥ ৫৪॥

পীড়িতো যদ্যহং দেবাঃ প্রসন্নাঃ সন্তু সর্ব্বদা।
গদাধরাদয়স্তুষ্টাঃ প্রোচুর্দৈত্যং গয়াসুরম্॥ ৫৫॥

আমি যদিও নিরপরাধী তথাপি অপরাধীর ন্যায় তোমাদিগের দ্বারা যে পীড়িত হইলাম তাহাতে আমি কাতর নহি, অতএব আপনারা আমাকে নির্যাতন করিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকুন। গয়াসুরের এই নম্র বাক্য শ্রবণে গদাধরাদি সমস্ত দেবগণ তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৫৫॥

বরং ব্রুহি প্রসন্নাঃস্মো দেবানূচে গয়াসুরঃ ॥ ৫৬ ॥

হে গয়াসুর! আমরা সর্ব্ব দেবগণে তোমার ভক্তিগর্ভ সবিনয় বাক্যে প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আমাদিগের নিকট অভিলষিত বর যাচ্ঞা কর; এক্ষণে তুমি যে বর চাহিবে আমরা তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। এতদ্দেব-বাক্য শ্রবণে গয়াসুর সর্ব্ব দেবমুখ বিষ্ণুর নিকট বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন ॥ ৫৬ ॥

যাবৎ পৃথ্বী পর্ব্বতাশ্চ যাবচ্চন্দ্রার্ক তারকাঃ।
তাবচ্ছিলায়াং তিষ্ঠন্তু ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
অন্যাশ্চ সকলা দেবা মন্নাম্না ক্ষেত্র মস্তুবৈ ॥ ৫৭ ॥

হে দেব! পৃথিবী ও সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকল, এবং চন্দ্র সূর্য্য, তারকাদি সকল বস্তু যাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বিশ্বরাজ্যে বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার শিরঃস্থিতা শিলাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবগণ সকলে অবস্থিতি করুন্। সর্ব্বলোক নিস্তারক এই পবিত্র ক্ষেত্র আমার নামে বিখ্যাত হউক্ ॥ ৫৭ ॥

পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশ মেকং গয়াশিরঃ।
তন্মধ্যে সর্ব্বতীর্থানি প্ররক্ষন্তু হিতং নৃণাম্ ॥ ৫৮ ॥

হে দেব! পঞ্চক্রোশ পরিমিত এই গয়াক্ষেত্র, তন্মধ্যে এক ক্রোশমাত্র গয়াশির, মনুষ্যদিগের হিতার্থে আপনারা সর্ব্ব তীর্থ আনিয়া ইহাতে স্থাপন করুন্ ॥ ৫৮ ॥

স্নানাদি তর্পণং কৃত্বা পিণ্ডদানাৎ ফলাধিকম্।
সহাত্মনি সহস্রঞ্চ কুলানাঞ্চোদ্ধরেন্নরঃ ॥ ৫৯ ॥

মনুষ্য সকল এই গয়াক্ষেত্রে আসিয়া স্নান তর্পণাদি করিয়া পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে সমধিক ফললাভ করিবে, এবং গয়াশিরে পিণ্ডদান দ্বারা আপনার সহিত সহস্র পুরুষের উদ্ধারে সক্ষম হইবে, আপনারা প্রসন্ন হইয়া এক্ষণে আমাকে এই বর প্রদান করুন ॥ ৫৯ ॥

ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপেণ যূয়ং তিষ্ঠন্তু সর্ব্বদা।
গদাধরঃ স্বয়ং লোকাৎ ভূয়াৎ সর্ব্বাঘনাশনাৎ ॥ ৬০ ॥

হে দেবগণ! তোমরা সকলেই ব্যক্তরূপেই হউক্ বা অব্যক্ত রূপেই হউক্ এই ক্ষেত্রে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করুন্। এবং বৈকুণ্ঠাখ্য স্বীয় ধাম হইতে আসিয়া সর্ব্বপাপ বিনাশ কারণ স্বয়ং গদাধর এই গয়াধামে অবস্থিত হউন্ ॥ ৬০ ॥

শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং যেষাং ব্রহ্মলোকং প্রয়ান্তুতে।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং বিনশ্যতু চ সেবিনাম্ ॥ ৬১ ।

মম শিরস্যুপরি যে সকল মনুষ্যের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান হইবে তাহারা সকলেই যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে। এবং এই ক্ষেত্রসেবী দিগের ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাতক যেন বিনষ্ট হয়, এই মাত্র বর আমার অভিলষিত ॥ ৬১ ॥

নৈমিষং পুষ্করং গঙ্গাং প্রয়াগং চাবিমুক্তকম্।
এতান্যন্যানি তীর্থানি দিবি ভুব্যন্তরীক্ষতঃ।
সমায়ান্তু সদনৃণাং প্রযচ্ছন্তু হিতং সুরাঃ ॥ ৬২ ॥

হে সুরাঃ! নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থ, গঙ্গা, প্রয়াগ এবং বারাণসী ইত্যাদি তীর্থ, তদ্ভিন্ন পৃথিবীতে ও স্বর্গে বা অন্তরীক্ষগত অন্যান্য যে সকল তীর্থ আছে, সমস্ত এই গয়াধামে সমাগত হইয়া মনুষ্য সকলের কল্যাণ প্রদান করুন, ইহাও আমার এক প্রার্থনীয় বর ॥ ৬২ ॥

তেদেবাস্তানিতীর্থানি প্রযচ্ছন্তুহিতং নৃণাম্।
পিতৃণাং ব্রহ্মলোকঞ্চ ভুক্তিমুক্তিফলং তথা ॥ ৬৩ ॥

হে দেবগণ! ঐ সকল তীর্থ জনসকলের হিতপ্রদ ও ভোগমোক্ষ ফলপ্রদ হউক্। আর শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষের পিতৃগণ ব্রহ্মলোকগামী হউক্ ॥ ৬৩ ॥

একোবিষ্ণুস্ত্রিধামূর্ত্তির্যাবৎ সংকীর্ত্ত্যতেবুধৈঃ।
তাবদ্গয়াসুরক্ষেত্রং খ্যাতিমেতু সদাভুবি।
ব্রহ্মহত্যাধিকং পাপং বিনাশয়তু সেবিতুং ॥ ৬৪ ॥

এক নারায়ণের মূর্ত্তিত্রয় অর্থাৎ গদাধর জনর্দ্দান, পুণ্ডরীক নাম যাবৎ সাধুগণের কীর্ত্তনীয় থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এই গয়াক্ষেত্র বিখ্যাত থাকিবে। এই ক্ষেত্রসেবী মনুষ্যদিগেব ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপ বিনষ্ট হইবে, এই মাত্র বর আমার আকাঙ্ক্ষিত ॥ ৬৪ ॥

কিং বহূক্ত্যা সুরেশানা যুষ্মাস্বেকাপি দেবতা।
চেন্ন তিষ্ঠেদহংচাপি সময়ঃ প্রতিপাল্যতাম্ ॥ ৬৫ ॥

হে দেবেশগণ! শ্রবণ কব, আমি অধিক উক্তি দ্বারা আর কি বলিব? তোমাদিগেব এই সমস্ত দেবতার মধ্যে কোন এক দেবতা যদি এই গয়াধামে কদাচিৎ কোন এক সময় অবস্থিত না থাকেন, তবে আমি আপনার প্রতিজ্ঞাকে অবশ্য প্রতিপালন কবিব, ইহা নিশ্চয় জানিবেন, অর্থাৎ আসুর স্বভাব প্রকাশ করিব, আপনাদিগেব নিকট আব কোনমতে এরূপ আবদ্ধ হইয়া থাকিব না। অতএব আপনারা সকলে আপন আপন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন॥ ৬৫ ॥

গয়াসুর বচঃশ্রুত্বা প্রোচুর্ব্বিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাঃ।
ত্বয়াযৎ প্রার্থিতং সর্ব্বং তদ্ভবিষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

ভগবান বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ গয়াসুরের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন। হে গয়াসুর! তুমি আমাদিগেব নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে তৎসমুদায়ই সুসিদ্ধ হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই॥ ৬৬॥

পিতৃণাং বৈকুলসমাত্মানং পিণ্ডদানতঃ।
শ্রাদ্ধাদিনা নয়িষ্যন্তি ব্রহ্মলোক মনাময়ং ॥ ৬৭ ॥

গয়াশিরে পিণ্ডদান ফলে পিতৃপিতামহাদি শতপুরুষকে এবং শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ আপনাকেও অনাময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত কবাইবে॥ ৬৭॥

অস্মৎ পাদানর্চ্চয়িত্বা যাস্যন্তি পরমাংগতিং ॥ ৬৮ ॥

হে দৈত্যবর গয়াসুর! এই গয়াক্ষেত্রে আমাদিগের আবির্ভাব সূচক পাদ চিহ্ন থাকিল, ইহাতে পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করণ পূর্ব্বক অস্মদাদির পাদার্চ্চনা করিলে, নর সকল পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরমপদে অভিগমন করিবে ॥ ৬৮ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

দেবৈর্দত্তবরোদৈত্যো হর্ষিতো নিশ্চলো ভবৎ ॥ ৬৯ ॥

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! এইরূপ দেবগণকর্ত্তৃক বরপ্রাপ্ত হইয়া গয়াসুর মহাহর্ষিতচিত্তে একেবারে নিশ্চল হইল ॥ ৬৯ ॥

স্থিতেষু চৈব দেবেষু ব্রাহ্মণেভ্যোদদাবজঃ।
গ্রামাংশ্চ পঞ্চ পঞ্চাশৎ পঞ্চক্রোশীং গয়াংতথা ॥ ৭০ ॥

গয়াসুর মস্তকোপরি শিলাতে দেবগণ সংস্থিত হইলে পব ব্রহ্মা যজ্ঞ সিদ্ধ্যর্থে পূর্ব্ব কল্পিত ব্রাহ্মণগণকে তাহাদিগের অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ পঞ্চক্রোশী গয়ার মধ্যে পঞ্চপঞ্চাশৎ গ্রাম বৃত্তি স্বরূপ প্রদান করিলেন ॥ ৭০ ॥

গৃহানৃকৃত্বা দদৌ দিব্যান্ সর্ব্বোপস্করঃ সংযুতান্।
কামধেনুং কল্পবৃক্ষং পারিজাতাদিকাংস্তরুন্।
মহানদীং ক্ষীরবহাং ঘৃতকূল্যাং তথৈবচ।
মধুশ্রবাং মধুকুল্যাং দধ্যাজ্যাঢ্য সংরাসিচ।
সুবর্ণ দীর্ঘিকাশ্চৈব বহূনন্নাদি পর্ব্বতান্।
ভক্ষ্যভোজ্য ফলাদীংশ্চ সর্ব্বং ব্রহ্মা সৃজংদদৌ ॥ ৭১ ॥

ঐ সকল গয়াক্ষেত্রবাসী বিপ্রগণকে ব্রহ্মা গ্রামে গ্রামে গৃহ সকল নির্ম্মাণ করতঃ সম্যক্ গৃহোপযোগী উপকরণ যুক্ত করিয়া দান করিলেন। এবং কামধেনু, কল্পবৃক্ষ, পারিজাতাদি তরুনিচয়, ক্ষীরবাহিনী নদী, ঘৃতকূপ, মধুশ্রবা,

মধুকূপ ও দধি ঘৃতাঢ্য সরোবর সকল, আর সুবর্ণ দীর্ঘিকা, এবং বিহুবধ অন্নপর্ব্বত, নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্যাদি ও প্রচুর ফলাদি সৃষ্টি করিয়া ঐ ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া কহিলেন॥ ৭১ ॥

নযাচয়ধ্বং বিপ্রেন্দ্রা অন্যাক্তা দদাবজ্ঞঃ।
দত্বাযযৌ ব্রহ্মলোকং নত্বাহ্যাদি গদাধরম্ ।। ৭২ ॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সকলে মদ্দত্ত এই বৃত্তিতেই জীবন যাপন করিবে, আর কোন লোকের নিকট কোন দ্রব্য যাচ্ঞা করিও না এবং কেহ দান করিলেও প্রতিগ্রহণ করিবে না। এই মাত্র কহিয়া আদি ব্রহ্মা গদাধরকে প্রণাম করতঃ স্বীয় ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন॥ ৭২ ॥

ধর্ম্মারণ্যে তত্রধর্ম্মো যমাদ্‌যজ্ঞে যযাচিরে।
ধর্ম্মযাগেচ লোভাদ্বৈ প্রতি গৃহ্যধনাদিকং ।। ৭৩ ।।

অনন্তর কিয়ৎকালাতীতে ধর্ম্মারণ্যে ধর্ম্ম এক মহাযজ্ঞ করেন, সেই ধর্ম্ম-যজ্ঞে ঐ সকল গয়াবাসী বিপ্রগণ লোভপ্রযুক্ত যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মের নিকট ধন যাচ্ঞা করতঃ ধর্ম্মদত্ত ধন প্রতিগ্রহণ পূর্ব্বক আপন আপন গৃহে আগমন করেন॥ ৭৩ ॥

ততোব্রহ্মা সমাগত্য ব্রাহ্মণাংস্তান্ শশাপহ।
কৃতবৃন্তো যতোলোভং মদ্দত্তেঽখিলেষ্বপি।
তস্মাৎতৃষ্ণাধিকা যুয়ং দ্বিজা বিদ্যা বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত হইয়া সরোষচিত্তে সেই সকল ব্রাহ্মণগণকে অভিশপ্ত করিয়া কহিলেন। হে দ্বিজগণ! যখন আমার প্রদত্ত অপরিসীম ভোগ্য বস্তু সকল প্রাপ্ত হইয়াও তোমরা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অপরের নিকট দান গ্রহণ করিলে, তখন তোমাদিগের কোনমতে আর বিষয় তৃষ্ণার নিবারণ হইবে না। তোমরা অত্যন্ত লোভাকৃষ্ট হইবে, আর তোমারদিগের বংশে অদ্যাবধি কেহই

বিদ্বান্ হইবে না, অর্থাৎ মৎশাপে সকলেই বিদ্যা সৌষ্টব বর্জ্জিত হইবেক ॥ ৭৪ ॥

অন্নাদীনাং পর্ব্বতা যে তেচ পাষাণ পর্ব্বতাঃ।
নদ্যাদয়ো বারিবাহা মৃদাদ্যাঃ প্রচুরাগৃহাঃ।
কামধেনুঃ কল্পবৃক্ষা মল্লোকমুপতিষ্ঠতাং। ৭৫।

যে সকল অন্নময়াদিপর্ব্বত আছে তাহারা পাষাণময় হইবে; আর দুগ্ধাদি বাহিনী নদী সকল বারিবাহিনী হইবে;প্রচুর রত্নময় সোপস্করযুক্ত গৃহ সকল কেবল মৃৎ পাষাণময় হইবে। একণে কামধেনু ও কল্পবৃক্ষ আমার ব্রহ্মলোকে গমন করুক্। ৭৫।

সনৎকুমার উবাচ।

এবং শপ্তা ব্রাহ্মণাস্তে প্রার্থয়ন্তোহব্রুবন্নজং
ত্বয়াযদ্দত্তমখিলং তৎসর্ব্বং শাপতোগতং।
জীবনার্থ প্রসাদং নো ভগবন্ কর্ত্তুমর্হসি। ৭৬।

সনৎকুমার কহিতেছেন। ব্রহ্মা কর্তৃক এরূপ অভিশপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণেরা জীবিকার্থে প্রার্থনাসূচক বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মাকে কহিলেন। হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া যে সকল বস্তু পূর্ব্বে দান করিয়াছিলেন, তব শাপে সে সমস্তই নিষ্ফল হইল, অর্থাৎ আমরা আপন দোষেই তাহাতে বঞ্চিত হইলাম; সংপ্রতি আমারদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে অপর কোন উপায় নির্দিষ্ট করিয়া দিন্ নতুবা আমাদিগের পরিণামে কি গতি হইবে ॥ ৭৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মা প্রোবাচেদং দয়ান্বিতঃ।
তীর্থোপজীবিকা যূয় মাচন্দ্রার্কং ভবিষ্যথ। ৭৭।

অনন্তর ঐ সকল কাতর ব্রাহ্মণদিগের বিনয়ান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন। হে বিপ্রগণ! অদ্যাবধি যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎ তোমরা তীর্থোপজীবী ব্রাহ্মণ হইয়া কালযাপন করিবে, অর্থাৎ যে

সকল লোক তীর্থার্থী হইয়া গয়াক্ষেত্রে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিতে আসিবে, তাহাদিগের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া ধন গ্রহণ করিবে, অদ্যাবধি এই মাত্র তোমাদিগের উপজীব্য হইল ॥ ৭৭ ॥

লোকাঃ পুণ্যাঃ গয়ায়াং যে শ্রাদ্ধিনো ব্রহ্মলোকাগাঃ।
হব্যক ব্যৈধ নৈঃ শ্রাদ্ধৈস্তেষাং কুলশতং ব্রজেৎ।
যুষ্মান্ যে পূজয়িষ্যন্তি তৈরহং পূজিঃ সদাঃ। ৭৮।

এই গয়াধামে যে সকল পুণ্যবান লোকব্রহ্মলোক গমনকামনায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে আসিবে, তাহারা হব্য কব্য ও ধনদ্বারা তোমাদিগকে পূজা করিয়া সন্তোষ করিলে, তাহাদিগের শতকুল উদ্ধার হইবে, যেহেতু তোমাদিগের পূজাতেই আমি পূজিত হইব ॥ ৭৮ ॥

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এই মর্য্যাদা স্থাপিত হইল যে গয়া শ্রাদ্ধকৃৎ ব্যক্তি পূজাদি দ্বারা গয়াস্থব্রাহ্মণদিগকে অর্থাৎ গয়ালী ব্রাহ্মণদিগকে সন্তোষ সম্পাদন না করিলে তীর্থশ্রাদ্ধের ফললাভ করিতে পারিবে না, এবং আপনিও ব্রহ্মলোক গমনোপযোগ্য হইবে না, সুতরাং এই তীর্থই তাহাদিগের উপজীবিকার কারণ হইল। ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিয়া ব্রহ্মা স্বধামে গমন করিলেন ॥ ৭৮ ॥

আক্রান্তং দৈত্যজঠরং ধর্ম্মেণ বিরজাদ্রিণা।
নাভিকূপ সমীপেতু দেবী চ বিরজাস্থিতা। ৭৯।

পূর্ব্বে গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার নিমিত্ত তাহার জঠরদেশে ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক সংস্থাপিত যে বিরজপর্ব্বত, তদ্দ্বারা তদুদর অত্যন্ত আক্রান্ত হয়, অদ্যাবধি তাহার নাভিকূপের সন্নিহিত বিরজা দেবীও অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন, তৎস্থানের নাম নাভিগয়া ॥ ৭৯ ॥

তত্র পিণ্ডাদিকং দত্ত্বা ত্রিসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ ॥ ৮০ ॥

সেই নাভিগয়াতে পিণ্ডাদি দান করিলে মনুষ্যদিগের একবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হয় ॥ ৮০ ॥

মহেন্দ্র গিরিণাতস্য কৃতৌ পাদৌ সুনিশ্চলৌ।
তত্র পিণ্ডাদিকৃৎ সপ্ত কুলান্যুদ্ধরতে নরঃ॥ ৮১॥

মহেন্দ্র পর্ব্বতদ্বারা তাহার পাদদ্বয় নিশ্চল হইয়াছে, সেই পাদ গয়াতে পিত্রাদির পিণ্ডদানকৃৎ পুরুষের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হয়॥ ৮১॥

পিণ্ড নির্ব্বাপণং যেষাং গয়াশীর্ষে ভবেন্নৃণাং।
নরকাৎ স্বর্গলোকাপ্তিঃ স্বর্লোকাৎ পরমাং গতিম্॥ ৮২॥

যে সকল ব্যক্তির গয়াশিরে পিণ্ডপ্রদান করা হয়, তাহারা পূর্ব্বকর্ম্ম বশে যদি সে ব্যক্তি নরকে থাকে, তথাপি পিণ্ডদান মাত্রে তৎক্ষণাৎ নরকার্ণব হইতে উদ্ধৃত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া বহুসংখ্যক্ বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করতঃ পশ্চাৎ স্বর্গলোক হইতে তদ্বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়॥ ৮২॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্যে গয়াসুর
নিশ্চলং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভঃ।

নারদউবাচ।

কথং শিলা সমুৎপন্না যয়াক্রান্তো গয়াসুরঃ।
কিংরূপং কিঞ্চমাহাত্ম্যং তস্যাঃ কিং বদনামচ॥ ১॥

অনন্তর দেবর্ষি নারদ মহাযোগী সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ভগবন্! দেবরূপিণী যে শিলারদ্বারা গয়াসুর পূর্ব্বে আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই শিলার কিপ্রকারে উৎপত্তি হয়, তাহার স্বরূপ রূপ কিপ্রকার এবং

পূর্ব্বে তাহার নামই বা কি ছিল? বিশেষতঃ তাহার, কিদৃশী মহিমা ইহা বিস্তারিত করিয়া বলুন॥ ১॥

সনৎকুমার উবাচ।

আসীদ্ধর্ম্ম মহাতেজাঃ সর্ব্ববিজ্ঞান পারগঃ।
বিশ্বরূপাচ তৎপত্নী ভর্ত্তৃব্রত পরায়ণা॥ ২॥

ঐ প্রশ্ন শুনিয়া সনৎকুমার বলিলেন হে নারদ। তুমি সাবহিতচিত্তে শ্রবণ কর, আমি এতদ্বৃত্তান্ত সকল তোমাকে বিস্তার করিয়া কহিতেছি। পুরাকল্পে বিজ্ঞানশাস্ত্র পারদর্শী, মহাতেজস্বী ধর্ম্মনামধারী কোন এক পুরুষ ছিলেন, পতিব্রতধর্ম্ম পরায়ণা বিশ্বরূপা নামে তাহার পত্নী॥ ২॥

তস্যাং ধর্ম্মাৎ সমুৎপন্না কন্যা ধর্ম্মব্রতা সতী।
সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্না লক্ষ্মীরিব গুণাধিকা॥ ৩॥

সেই ধর্ম্মের বীর্য্যে বিশ্বরূপার গর্ভে এক কন্যা উৎপন্না হয়, ঐ কন্যা সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা এবং সত্যধর্ম্মপরায়ণা লক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্ব গুণাধিকা ছিলেন॥ ৩॥

তস্যাং যেতুগুণাহ্যাসং স্তেতিষ্ঠন্তি জগত্ত্রয়ে।
ধর্ম্মোধর্ম্ম ব্রতায়াস্তু ত্রিষুলোকেষু মার্গয়ন্॥
নানুরূপং বরংলেভে ধর্ম্মোথ বরসিদ্ধয়ে॥ ৪॥

এই জগৎত্রয় মধ্যে যে সকল গুণ বিস্তৃতরূপে অবস্থিত আছে, সে সমস্ত গুণই একাধর্ম্মব্রতাতে অবস্থান করিয়াছিল, ধর্ম্ম এতৎ লোকত্রয়মধ্যে অনুসন্ধান করতঃ ধর্ম্মব্রতার অনুরূপ এমন কোন বরপ্রাপ্ত হইলেন না, যে তাহাকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন॥ ৪॥

তপঃ কুরু বরার্থং ত্বং তথেত্যুক্তা বনংযযৌ।
কন্যাসাচ তপস্তেপে সর্ব্বেষাং দুষ্করঞ্চযৎ॥ ৫॥

অনন্তর ধর্ম্ম চিন্তিত হইয়া স্বীয় কন্যাকে কহিলেন, মাতঃ! উপযুক্ত

পতিলাভার্থে তুমি তপস্যা কর, ইহা বলিয়া তিনি বনগমন করিলেন। এতৎ পিতৃবাক্যাবগতি করিয়া ধর্ম্মব্রতাও তথাস্তু বলিয়া নিবিড়ারণ্য মধ্যে তপস্যার্থে গমন করেন, এবং সর্ব্বলোকের দুষ্কর যে তপস্যা, সেই তপোধর্ম্মে সংলগ্না হইলেন ॥ ৫ ॥

বায়ুভক্ষা শ্বেতকল্পে যুগানা মযুতং পুরা
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো মরীচির্নাম বিশ্রুতঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং কর্ত্তুং সব্রহ্মণেরিতঃ
পর্য্যটন্ পৃথিবীং সর্ব্বাং কন্যারত্নং দদর্শসঃ ॥ ৬ ॥

পূর্ব্ব শ্বেতবরাহ কল্পে শুদ্ধ বায়ুভক্ষণ করিয়া ধর্ম্মব্রতা অযুতযুগ পরিমাণে কঠিনরূপে ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। একদা ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি নাম বিখ্যাত ঋষি; তিনি ব্রহ্মার আজ্ঞায় সংসারধর্ম্ম যাজনার্থ সদৃশী ভার্য্যা লাভ করিবার প্রয়াসে পৃথিবী-পর্য্যটন করিতে করিতে হঠাৎ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া নবযৌবন সম্পন্না তপোরতা কন্যারত্ন ধর্ম্মব্রতাকে দর্শন করিলেন ॥ ৬ ॥

রূপযৌবন সম্পন্নাং পরমে তপসিস্থিতাং।
পপ্রচ্ছাথ মরীচিস্তাং কাত্বং কস্যাসিতদ্বদ ॥ ৭ ॥

রূপযৌবন সম্পন্না, এবং পরম তপস্যাতে সংস্থিতা ধর্ম্মব্রতাকে দেখিয়া মরীচি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরাঙ্গি! তুমি কে? এবং কাহার কন্যা আমাকে বল ॥ ৭ ॥

রূপেণানেন মাংভীরু কিমোহয়সি সুব্রতে।
ব্রহ্মাত্মজোহহং বিখ্যাতং মরীচির্ব্বেদপারগঃ ॥ ৮ ॥

হে ভীরু! হে সুব্রতে! তুমি পরমাসুন্দরী, তোমার এই পরম রূপ-লাবণ্য দ্বারা আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছ, আমি সর্ব্ব বেদপরায়ণ ব্রহ্মার পুত্র মরীচি নামে বিখ্যাত ঋষি ॥ ৮ ॥

মরীচির্ব্বচনং শ্রুত্বা কন্যা প্রোবাচ তং মুনিং।
অহং ধর্ম্মব্রতা নাম ধর্ম্মপুত্রী তপোস্থিতা ॥ ৯ ॥

এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ ঐ কন্যা সেই মহামুনি মরীচিকে আত্ম-পরিচয় দিয়া কহিতেছেন। হে মুনে! আমি ধর্ম্মের তনয়া, আমার নাম ধর্ম্মব্রতা, সংপ্রতি পত্যর্থে তপোধর্ম্মে সংযুক্ত হইয়াছি ॥ ৯ ॥

পতিব্রতার্থং বিপ্রেন্দ্র চরামি পরমং তপঃ।
ধর্ম্মব্রতা মরীচিস্তা মুবাচ প্রীতিপূর্ব্বকং ॥ ১০ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! আমি পতিব্রতাধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত এই দুষ্কর তপস্যা করিতেছি. অর্থাৎ এই কঠিন তপঃপ্রভাবে আমি আত্ম অনুরূপ পতিলাভ করিব ইত্যভিপ্রায়; ধর্ম্মব্রতার মনঃস্থিত অভিলষিত বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি মরীচি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন ॥ ১০ ॥

পতিব্রতাদর্শনাম্মে ভবিষ্যসি শুভব্রতে।
পতিব্রতেচ্ছয়া পৃথ্বীবিচবামিহ্যহর্ন্নিশং ॥ ১১ ॥

হে শুভব্রতে! আমার দর্শনেই তুমি পতিব্রতা হইবে, তজ্জন্য তোমাকে আর কঠিনতর তপস্যার ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না, হে ধর্ম্মপুত্রি! আমিও পতিব্রতা স্ত্রীলোভের আকঙ্ক্ষায় এই পৃথিবীর সমস্ত স্থানে অন্বেষণ করিয়া নিরন্তর বিচরণ করিতেছি ॥ ১১ ॥

ত্বঞ্চেৎ পতিব্রতাজাতা ভজেত্বাং ভজমাংবরং।
লোকেন তাদৃশীকন্যা মমতুল্যো নতেবরঃ ॥ ১২ ॥

হে শুচিস্মিতে! আমি অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম ইহলোকে তুমি যাদৃশী পতিব্রতা জন্মিয়াছ, এমন পতিব্রতা কন্যা আর নাই, এবং তোমার অনুরূপ বরও আমার তুল্য জন্মে নাই, সুতরাং পরস্পরের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমাকে ভজনা করি, এবং তুমিও আমাকে ভজনা কর ॥ ১২ ॥

ধর্ম্মব্রতে ধর্ম্মপত্নী তস্মাত্ত্বং ভজমেহধুনা

ধর্ম্মব্রতা মুনিং প্রাহ ধর্ম্মং যাচয় সুব্রত ॥ ১৩ ॥

অতএব হে ধর্ম্মব্রতে। হে ধর্ম্মপুত্রি! আমরা পরস্পর উভয়েই সমান-গুণে শোভিত হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে তুমি আমাকে বরণ প্রদান করতঃ আমার ধর্ম্মপত্নী হও, আমিও তোমার পাণিগ্রহণ করি, ইহাতে উভয়েরি পরমাপ্রীতি জন্মিবে। মহামুনি মরীচির এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মব্রতা কহিলেন, হে সুব্রত মরীচে! যদিও দম্পতীর সমগুণ সঙ্গম সুখদ বটে, তথাপি সর্ব্বসম্মত কন্যা পিতৃদত্তা হইলে অতিশয় শুভকরী হয়, একারণ আমার পিতা ধর্ম্মের নিকট গিয়া অপনি যাচ্ঞা করুন ॥ ১৩ ॥

তৎশ্রুত্বা ধর্ম্মমগমন্মুনিং ধর্ম্মোদদর্শহ।

তেজঃপুঞ্জবরং নত্বা হ্যাসনার্ঘ্যাদিনার্চ্চয়েৎ ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মব্রতার বাক্য শ্রবণ করতঃ মহামুনি মরীচি ধর্ম্মের নিকট উপস্থিত হইলেন; মহাতেজঃপুঞ্জ জাজ্বল্যমান জ্বলদগ্নির ন্যায় ঋষিকে দেখিয়া ধর্ম্ম গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া যথাবিধি আসন দানানন্তর অর্ঘ্যাদিদ্বারা পূজা করিলেন ॥ ১৪ ॥

কিমর্থমাগতঃ পৃষ্টো মরীচি ধর্ম্মমব্রবীৎ।

কন্যার্থং ভ্রমতা পৃথ্বীং দৃষ্টাতে কন্যকা বরা।

মহ্যং কন্যাঙ্কতাং দেহীশ্রেয়স্তব ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

অনন্তর ধর্ম্ম মরীচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার সন্নিধানে আপনার কি হেতু আগমন হইয়াছে, তাহা আজ্ঞা করুন্। ধর্ম্মকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনি কহিলেন। হে ধর্ম্ম! আমি আত্মসদৃশী কন্যার পাণিগ্রহণ করণাকাঙ্ক্ষায় কন্যান্বেষণ পরায়ণ হইয়া এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি, কিন্তু কুত্রাপি পতিব্রত পরায়ণা কন্যা প্রাপ্ত হইলাম না, সংপ্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং রূপ গুণবিশিষ্টা ধর্ম্মব্রতা নাম্নী তোমার কন্যাকে তপোবনে দেখিয়া ম্বৎপাণি

গ্রহণার্থী হইয়া তব সন্নিধানে আগমন করিলাম। অতএব তুমি আমাকে সেই কন্যারত্ন প্রদান কর, তাহাতে তোমার পরম মঙ্গল হইবে॥ ১৫॥

অর্ঘাদিনা সমভ্যর্চ্চ্য ধর্ম্মঃ প্রোচেতথেত্তিতং।
ধর্ম্মব্রতাং সমানীয় দত্তবাংস্তাং মরীচয়ে॥ ১৬॥

মহামুনি মরীচির বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম পরমহর্ষে তথাস্তু বলিয়া ধর্ম্মব্রতাকে আনয়ন করতঃ অর্ঘ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া মরীচিকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন॥ ১৬॥

বরং চ দত্তবাংস্তস্মৈ তদ্বাক্যঞ্চ তথাকরোৎ।
অগ্নিহোত্রেণ সহিতং স্বাশ্রমং তাং দ্বিজোনয়ৎ॥ ১৭॥

ধর্ম্মের পবিত্র ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া মরীচি তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করতঃ এবং তদ্বাক্যানুযায়ি বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি কন্যাপাণি গ্রহণ কার্য্য সমাপ্যানন্তর অগ্নিহোত্র সহিত ধর্ম্মব্রতাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন॥ ১৭॥

রেমেমুনিস্তয়া সার্দ্ধং যথাবিষ্ণুঃ শ্রিয়াসহ।
পার্ব্বত্যাচ যথাশম্ভুঃ সরস্বত্যা যথাম্বুজঃ॥ ১৮॥

যেমন লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ, পার্ব্বতীর সহিত শঙ্কর, সরস্বতীর সহিত ব্রহ্মা নিত্য বিহারী, মহামুনি মরীচিও সেইরূপ ঐ ধর্ম্মব্রতার সহিত পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ১৮॥

জজ্ঞেপুত্রশতং তস্যাং মরীচে র্বিষ্ণুনোপমম্॥ ১৯॥

কালে ধর্ম্মব্রতার গর্ভে মরীচির একশত নিরুপম পুত্র জন্মে; সেই সকল পুত্রের উপমা বিষ্ণুর সহিত তুল্য হয়॥ ১৯॥

মরীচিঃ ফলপুষ্পার্থং বনংগত্বা সমাগতঃ।
শ্রান্তঃ কদাচিৎ তাং পত্নীমুবাচেতি পতিব্রতাং।
ভুক্তাতুশয়নস্থস্য পাদসম্বাহনং কুরু॥ ২০॥

কদাচিৎ ফল পুষ্পাহরণ নিমিত্ত মরীচি বনগমন করিয়াছিলেন, তথা হইতে ফল পুষ্পাদি আহরণ করিয়া আসিয়া ঋষি অতিশয় শ্রান্তিযুক্ত হইয়া গৃহে সমাগত হন; অনন্তর ভোজনাবসানে ঋষি শয়িত হইয়া পতিপরায়ণা ধর্ম্মব্রতাকে এই কথা কহিলেন। অয়ি ধর্ম্মব্রতে! আমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছি কিয়ৎকাল তুমি আমার পদসেবা কর॥ ২০॥

ধর্ম্মব্রতা তথেত্যুক্ত্বা শয়নস্থস্য সা মুনেঃ।
পাদসম্বাহনং চক্রে ঘৃতেনাভ্যজ্য তৎপরা॥ ২১॥

ভর্ত্তৃবাক্য শ্রবণান্তর ধর্ম্মব্রতা তৎপরা হইয়া শয়নস্থ মুনির পাদদ্বয়কে ঘৃতাভ্যক্ত করতঃ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন॥ ২১॥

নিদ্রায়মাণেঽথ মুনৌ ব্রহ্মা তং দেশমাগতঃ।
ইয়েষদৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং মনসার্চ্চয়িতুং প্রভুং।
পাদসম্বাহনং কুর্য্যাম্ কিং পূজ্যোঽয়ং জগৎগুরুঃ॥ ২২॥

পদসেবা করিতে করিতে মুনি নিদ্রাগত হইলেন, এমত সময়ে মরীচির আশ্রমে পরমেষ্ঠী প্রজাপতি আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রহ্মাকে স্বাশ্রমে আগত দেখিয়া পতিব্রতা ধর্ম্মপুত্রী তখন জগৎ প্রভুকে অর্চ্চনা করিতে মানস করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মনে ইহাও আলোচিত হইল, যে এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য? পতির আজ্ঞানুসারে তৎপদসেবা কর্ম্মই করিব, বা সমাগত জগৎগুরু এই পূজ্যপাদ ভগবান ব্রহ্মাকেই যথাবিধি পূজা করিব॥ ২২॥

তাৎপর্য্য। ধর্ম্মব্রতা তখন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে যদি সংসার ধর্ম্মোচিত যথাবিধি অতিথি সংকার করিতে তৎপর হই, তবে পতিব্রত ধর্ম্ম রক্ষা করা হয় না, এবং পতির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রে বিশেষ অপরা[illegible] শ্রবণ আছে, তদ্দোষে পতিত ও অভিশপ্ত করিলেও করিতে পারেন, যদি পতি সেবাতেই নিযুক্ত থাকি, তবে অতিথির অর্চ্চনা করা হয় না; সুতরাং গৃহস্থ-ধর্ম্মের সম্বন্ধে দোষ করা হয়, "সর্ব্বত্রাভ্যাগতোগুরুঃ" শাস্ত্রে কহিয়া-ছেন, বিশেষতঃ ইনিও সামান্য অভ্যাগত নহেন, সকলের পূজ্য, জগৎগুরু ব্রহ্ম অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, কিরূপে বিনার্চ্চনায় বিদায় করি? এতদুভ[illegible]

সঙ্কটে পতিতা ধর্ম্মব্রতা আত্ম মনে চিন্তা করিয়া পরিণামে ইহাই স্থির করিলেন; যে ব্রহ্মা জগৎমান্য এবং পতিরও পিতা পরম গুরু হন, ইহাঁর সেবায় ঋষির ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব পতির শুশ্রূষায় ক্ষান্ত হইয়াও ব্রহ্মার পূজা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইত্যঙ্গনা সমুত্তস্থৌ নত্বাসাচ গুরোগুরুম্।
অর্ঘ্য পাদ্যাদিকং দত্বা ব্রহ্মাণং সমপূজয়ৎ।
সৎকৃতায়াস্তু শয্যায়াং বিশ্রাম মকরোদজঃ॥ ২৩॥

ধর্ম্মব্রতা ইহাই বিচারসঙ্গত বোধে এবং ব্রহ্মাকে গুরুর গুরু জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ পতি আমার গুরু, পতির গুরু ব্রহ্মা ইহা নিশ্চয় করিয়া জগৎগুরু ব্রহ্মাকে পাদ্যার্ঘ্যাদিদ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন; ব্রহ্মাও যথাবিধি তৎকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ধর্ম্মব্রতার প্রদত্ত সুখশয্যাতে উপবেশন করতঃ শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন॥ ২৩॥

এতস্মিন্নন্তরে ভর্ত্তা সমুত্তস্থৌচ তল্পতঃ।
ধর্ম্মব্রতামপশ্যন্ স বিপ্রঃ ক্রুদ্ধঃ শশাপতাম্॥ ২৪॥

ইতিমধ্যে ধর্ম্মব্রতার ভর্ত্তা মহামুনি মরীচির নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ আত্মশয্যাতলে ধর্ম্মব্রতাকে না দেখিয়া মহাক্রোধে আপন পত্নীকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন॥ ২৪॥

পাদসম্বাহনং ত্যক্ত্বা যস্মাদাজ্ঞাং বিহায় মে।
গতান্যত্র ততঃ পাপাচ্ছাপদগ্ধা শিলাভব॥ ২৫॥

রে দুর্ম্মতে! তুমি যে পতিব্রতা হইয়া মমাজ্ঞা হেলন পূর্ব্বক আমার পাদসেবা পরিত্যাগ করতঃ স্থানান্তরেগমন করিয়াছিলে, সেই পাপে এবং আমার শাপে তুমি দগ্ধা হইয়া শিলারূপা হও॥ ২৫॥

ভর্ত্রা ধর্ম্মব্রতাশপ্তা মরীচিং প্রাহ সা রুষা॥ ২৬॥

ধর্ম্মব্রতা পতিকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া তখন মহা ক্রোধে মরীচিকে কহিলেন॥ ২৬॥

শয়ানে ত্বয়ি সংপ্রাপ্তে ব্রহ্মা ত্বজ্জনকো গুরুঃ।
ত্বয়োত্থায় হি কর্ত্তব্যং স্বগুরোঃ পূজনং সদা।
ময়াতু ধর্ম্মচারিণ্যা তবকার্য্যে কৃতে মুনে।
অদোষাহং যতঃশপ্তাঃ তস্মাচ্ছাপং দদামিতে ॥ ২৭ ॥

হে মুনে! তুমি শয্যাতলে শায়িত হইলে আপনার পিতা ব্রহ্মা, যিনি আপনার পরম গুরু, তিনি আমাদের আশ্রমে আগত হন, তাহাতে আপনারই উচিত যে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করতঃ ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহার পূজাদি করা, কিন্তু তৎকালে আপনা হইতে তাহা সম্পন্ন না হওয়াতে আমি আপনার ধর্ম্মরক্ষার্থিনী ধর্ম্মচারিণী ধর্ম্মপত্নী বিধায়ে আমার দ্বারা আপনার করণীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে; ইহাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা দূরে থাকুক, অভিশপ্ত করা কি উচিৎ হইয়াছে? আমি কোনক্রমে আপনার নিকট অপরাধিনী নহি, যেমন নির্দ্দোষাপত্নীকে অকারণ অভিশপ্তা করিলেন, তদ্রূপ আমিও আপনাকে প্রতিশপ্ত করিতেছি ॥ ২৭ ॥

ত্বঞ্চশাপং মহাদেবাদ্ভর্ত্তুঃ প্রাপ স্যস্যসংশয়ঃ।
ব্যাকুলং তং পতিং দৃষ্ট্বা ব্যাকুলাগাৎ প্রজাপতিং ॥ ২৮ ॥

হে মুনে! সর্ব্বলোকের ভরণকর্ত্তা মহাদেব হইতে তুমিও অসংশয় শাপ প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মব্রতার এই শাপে মরীচি যখন অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, তখন পতিকে ব্যাকুল দেখিয়া পতিব্রতা ধর্ম্মপুত্রীও ব্যাকুলা হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

নত্বাশয়ানং ব্রহ্মাণমগ্নিং প্রজ্জ্বাল্য চেন্ধনৈঃ।
গার্হপত্যে স্থিতাচক্রে তপঃ পরম দুষ্করং ॥
পত্ন্যা শপ্তোমরীচিশ্চ তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ২৯ ॥

যে স্থানে স্বদত্ত শয্যাতে ব্রহ্মা নিদ্রিত আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ব্রহ্মা নিদ্রিত, সুতরাং তদ্বৃত্তান্ত জানাইতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ বহু কাষ্ঠ সঞ্চয়দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া তন্মধ্যে গার্হপত্য ব্রতে স্থিতা ধর্ম্মব্রতা অতিশয় কঠিনরূপে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এবং মরীচিও ভার্য্যা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া সুদারুণ তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥

পতিব্রতায়াস্তপসা মরীচেস্তপসা তথা।
সন্তাপিতং জগৎসর্ব্বং সদেবাসুর মানুষং।
ইন্দ্রাদয়শ্চ সংতপ্তা গতাস্তে শরণং হরিম্ ॥ ৩০ ॥

তৎকালে পতিব্রতা ধর্ম্মপুত্রীর তপস্যা এবং মরীচিরও তপস্যা প্রভাবে দেবাসুর মনুষ্যাদি সহ সমস্ত জগৎ সন্তাপিত হইল; তন্নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণেরা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া জগৎ পরিত্রাণ কারণ জগদাশ্রয় জনার্দ্দন হরিসন্নিধানে গিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৩০ ॥

উচুঃ ক্ষীরাম্বুধৌ সুপ্তং সংতপ্তা স্তপসা হরে।
পতিব্রতায়াস্তপস ত্রৈলোক্যং রক্ষ কেশব ॥ ৩১ ॥

ক্ষীর সমুদ্রশায়ী নারায়ণকে দেবতাগণেরা বহুবিধ প্রকারে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে হরে! আমরা পতিব্রত ধর্ম্ম পরায়ণা ধর্ম্মব্রতার তপস্যায় অতিশয় সন্তাপিত হইয়াছি; অতএব হে কেশব! আপনি জগৎ পরিপালন কর্ত্তা এবং সর্ব্বসন্তাপহর্ত্তা আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই ভুবনত্রয়কে রক্ষা করুন্ ॥ ৩১ ॥

ইন্দ্রাদীনাং বচঃশ্রুত্বা বিষ্ণুর্ধর্ম্মব্রতাং যযৌ ॥ ৩২ ॥

ভগবান্ নারায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া গার্হপত্য ব্রতেস্থিতা ধর্ম্মব্রতার নিকটে সত্বর গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

এতস্মিন্নেবকালেতু প্রবুদ্ধো ভগবানজঃ।
উচুর্ধর্ম্মব্রতাং দেবা অগ্নিস্থাং সহকেশবাঃ ॥ ৩৩ ॥

ধর্ম্মব্রতা সন্নিধানে যে সময় দেবগণের সহিত ভগবান বিষ্ণু সমাগত হন, সেই সময়েই ভগবান ব্রহ্মাও তথায় নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ নারায়ণ সন্নিধানে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সহ সমস্ত দেবগণেরা অগ্নি মধ্যস্থিতা তপস্বিনী ধর্ম্মব্রতাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

অগ্নিমধ্যে তপঃকর্ত্তুং কস্যশক্তিঃ পতিব্রতে।
ত্বয়াকৃতং যৎপরমং সর্ব্বলোক ভয়ঙ্করম্॥ ৩৪॥

হে পতিব্রতে! তুমি যেরূপ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর অদ্ভুত তপস্যা করিতেছ, অগ্নিমধ্যে সংস্থিত হইয়া ঐরূপ সুদারুণ তপস্যা করে, এমন শক্তি জগতীতলে কার আছে? ॥ ৩৪ ॥

বরং বরয় ধর্ম্মজ্ঞে হ্যস্মত্তে যদভীপ্সিতম্।
বিষ্ণ্বাদীনাং বচঃশ্রুত্বা দেবান্ ধর্ম্মব্রতা ব্রবীৎ॥ ৩৫॥

হে ধর্ম্মজ্ঞে! আমরা তোমার এই ভয়ানক তপঃপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদানার্থ তৎ সন্নিধানে সমাগত হইয়াছি, এক্ষণে আমাদের নিকট তুমি অভিলষিত বর যাচ্ঞা কর। নারায়ণাদি নির্জ্জরগণের সানুকম্প বচন শ্রবণে হৃষ্টান্তঃকরণে ধর্ম্মব্রতা দেবগণ প্রতি এই কথা বলিলেন॥ ৩৫॥

ভর্ত্তৃশাপ মশক্তাহং নিবর্ত্তয়িতু মোজসা।
দত্তোমরীচিনা শাপোমহ্যং স ব্যপগচ্ছতু॥ ৩৬॥

হে দেবগণ! আমার পতি মহামুনি মরীচি আমাকে অভিশপ্তা করিয়াছেন, কিন্তু আমি সেই শাপ নিবারণে অসমর্থা; যদি আপনারা আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তবে আমার প্রতি দত্ত শাপের অপনয়ন করিয়া যাহাতে সেই ভয়ঙ্কর পতিশাপে আমাকে দগ্ধ করিতে না পারে তাহা করুণ॥ ৩৬॥

ধর্ম্মব্রতাবচঃশ্রুত্বা প্রোচুরেতাং সুরাঃপুনঃ।
ধর্ম্মব্রতে ধর্ম্মপুত্রি শাপোঽয়ং পরমর্ষিণা।
দত্ত স্তেন নিরাকর্ত্তুং শক্যো দেব দ্বিজাতিভিঃ॥ ৩৭॥

দেবগণ ধর্ম্মব্রতার এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ পুনর্ব্বার ধর্ম্মব্রতাকে কহিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মব্রতে! হে ধর্ম্মতনয়ে! তোমার ভর্ত্তা তোমাকে যে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিতে কোন দেবতা বা কোন ব্রাহ্মণের শক্তি নাই। অর্থাৎ এমত শক্তিমান কেহই নাই যে তৎ শাপের নিরাকরণ করিতে পারেন॥ ৩৭॥

তস্মাদন্যং বরংব্রূহি যতোধর্ম্মস্য সংস্থিতিঃ।
ভবেদ্বৈত্রিষুলোকেষু বেদোক্তস্য শুভব্রতে॥ ৩৮॥

মহর্ষির অখণ্ডশাপের খণ্ডন কদাচ হইতে পারিবে না। হে শুভব্রতে! একারণ তুমি এতদ্বর ব্যতীত অপর কোন বর প্রার্থনা কর, যাহাতে ত্রিলোক মধ্যে বেদোক্ত ধর্ম্মের সংস্থিতি হয়॥ ৩৮॥

দেবানাং বচনং শ্রুত্বা দেবান্ ধর্ম্মব্রতাব্রবীৎ।
ভর্ত্তুঃশাপান্মোচয়িতুং নশক্তাশ্চ যদামরাঃ।
মহ্যং বরং প্রযচ্ছধ্বং এবং বিধমনুত্তমম্॥ ৩৯॥

দেবতাদিগের বচন শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মব্রতা পুনর্ব্বার দেবগণ প্রতি কহিতেছেন। হে অমরবৃন্দ! যখন ভর্ত্তার শাপ হইতে আমাকে পরিমুক্তা করিতে আপনারা সক্ষম হইলেন না, তখন এরূপ এক অনুত্তম বরপ্রদান করুন্ যাহাতে আমার এবং জগতের উপকার হয়॥ ৩৯॥

শিলাহং প্রভবিষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডে পাবনী শুভা।
নদীনদ সরস্তীর্থে দেবাদিভ্যোতি পাবনী॥ ৪০॥

হে দেবগণ! যখন আপনারাও আমাকে মহর্ষির শাপ হইতে পরিমোচিতা করিতে পারিলেন না, তখন অবশ্যই শিলা হইতে হইবে, কিন্তু এই প্রার্থনা করি যে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার দেহোদ্ভবা শিলার অপেক্ষা পবিত্রা যেন কোন শিলাই না হয়। এবং গঙ্গাদি পুণ্যানদী সকল হইতে ও সিন্ধুভৈরব শোণাদি পবিত্র নদ সকল হইতে, ও মানস সরোবর ও বিন্দু সরোবরাদি সকল সরস্তীর্থ হইতে, আর চন্দ্রাগ্নি সূর্য্যাদি পবিত্রকারক দেবতা হইতে, মদ্দেহোদ্ভবা শিলা যেন অতি পাবনী হয়। অর্থাৎ মচ্ছিলা স্বয়ং পবিত্রা এবং অন্যের পবিত্র কারিণী হয়, এক্ষণে এই মাত্র বর আমার প্রার্থনা॥ ৪০॥

ঋষ্যাদিভ্যো মুনিভ্যশ্চ মুখ্যদেবেভ্য এবচ।
ত্রৈলোক্যে যানি লিঙ্গানি ব্যক্তাব্যক্তাত্মকান্যপি।
তানি তিষ্ঠন্তু মদ্দেহে তীর্থরূপেণ সর্ব্বদা॥ ৪১॥

হে দেবগণ! যত ঋষি, মুনি, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি প্রধান প্রধান দেবতা হইতেও যেন সেই শিলা পবিত্রা হয়। এতদ্ভিন্ন ত্রিলোক মধ্যে প্রকাশ বা অপ্রকাশ রূপে যে সকল শিবলিঙ্গও দেবপ্রতিমা আছেন, তাঁহারা সকলেই তীর্থরূপে এই শিলায় আসিয়া যেন সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন্॥ ৪১॥

তীর্থান্যপিচ সর্ব্বাণি নক্ষত্র প্রমুখা স্তথা।
তিষ্ঠন্তিদেবাঃ সকলাঃ দেব্যশ্চ মুনয়স্তথা॥ ৪২॥

এতদ্বিশ্বরাজ্য মধ্যে যে সকল পবিত্রতীর্থ আর পবিত্রনক্ষত্রগণ ও দেব দেবীগণ, এবং সমস্ত মুনিগণ, সকলে মদ্দেহোদ্ভবা শিলাতে যেন নিত্য অধিষ্ঠান করেন॥ ৪২॥

বারাণসী প্রয়াগশ্চ পুরুষোত্তম সংজ্ঞকং।
গঙ্গাসাগর সংজ্ঞঞ্চ নিত্যং তিষ্ঠন্তু ফল্গুনি।
স্থাস্যন্তিচ মরিষ্যন্তি যান্তু ব্রহ্মপুরীং নরাঃ॥ ৪৩॥

কাশী, প্রয়াগ, পুরুষোত্তম এবং গঙ্গাসাগরসংজ্ঞমাদি সকল তীর্থ নিত্য ফল্গুতীর্থে আসিয়া অধিবাস করুন্। আর মম শিলোপরিস্থিত হইয়া যে সকল মনুষ্য মৃতহইবে, তাহারা যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে॥ ৪৩॥

শিলাস্থিতেষু তীর্থেষু স্নানং কৃত্বাথ তর্পণং।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং যেষাং ব্রহ্মলোকং প্রযান্তুতে॥ ৪৪॥

এই মদ্দেহ সম্ভূতা শিলাস্থিত তীর্থে স্নান তর্পণ করতঃ পিণ্ডদান পূর্ব্বক যে সকল ব্যক্তি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে, তাহারা সকলে যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে, এবং যাহাদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান হইবে তাঁহারাও যেন্ ব্রহ্মলোক গামী হন্॥ ৪৪॥

গদাধরাধিষ্ঠিতং তৎসর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমং।
মুক্তির্ভবতি পিতৃণাং করণাং শ্রাদ্ধতঃ সদা॥ ৪৫॥

হে দেবগণেরা! গদাধরাধিষ্ঠান জন্য আমার এই শিলাদেহ যেন সর্ব্বতীর্থ হইতে উত্তম তীর্থহয়। গদাধরের সাক্ষাতে যে সকল ব্যক্তির পিতৃলোকের

উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান হইবে, সেই সকল উদ্দেশ্য পিতৃকগণের এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তাদিগেরও যেন অবশ্য মুক্তি লাভ হয় ॥ ৪৫ ॥

জরায়ুজাণ্ডজাবাপি স্বেদজাবাপি চোদ্ভিদঃ।
ত্যক্তাদেহং শিলায়াংতে যান্তুবিষ্ণু স্বরূপতাঃ ॥ ৪৬ ॥

জরায়ুজ, বা অণ্ডজ, কি স্বেদজ, অথবা উদ্ভিজ্জ যে কোন জীব মদ্দেহোদ্ভবা শিলাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে তাহারা যেন বিষ্ণুর সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬ ॥

যথার্চ্চিতে হরৌসর্ব্বে যজ্ঞাঃ পূর্ণাভবন্তি হি।
তথাশ্রাদ্ধং তপর্ণঞ্চ স্নানঞ্চাক্ষয় মস্তিহ ॥ ৪৭ ॥

যেমন সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর নারায়ণের অর্চ্চনায় সকল যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, মদ্দেহোদ্ভবা শিলাতে সম্পাদিত স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধও যেন সেইরূপ অক্ষয় ফলপ্রদ হয় ॥ ৪৭ ॥

মমদেহে সুরেশানাং যে জপন্তি শ্রুতাদিকং।
অচিরেণাপি তে সিদ্ধাঃসিদ্ধি ভাজো ভবন্তবৈ ॥ ৪৮ ॥

হে সুরেশ্বরেরা! আমার এই শিলাদেহে যে সকল সিদ্ধগণেরা বেদাধ্যয়ন রূপ মন্ত্রাদি জপ করিবেন, তাঁহারা অচিরকালের মধ্যে যেন সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৮ ॥

পিতৃণাং কুলসাহস্রমাত্মনা সহিতং নরঃ।
শ্রাদ্ধাদিনা সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং নয়েদ্ধ্রুবং ॥ ৪৯ ॥

আমার এই শিলাশরীরের উপর যে ব্যক্তি পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধাদি করিবেন, সেই ব্যক্তি ঐ শ্রাদ্ধফলে যেন আপনার সহিত পিতৃকুলের সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করতঃ বিষ্ণুলোকে নীত হয়েন ॥ ৪৯ ॥

যাবত্যোহি সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদ্যাশ্চ হ্রদাঃশুভাঃ।
সমুদ্রাদ্যাঃ সরোমুখ্যা মানসাদ্যাঃসুরেশ্বরাঃ।
নৃণাংশ্রাদ্ধং বিদধতাং মুক্তয়ে নিবসন্তু মে ॥ ৫০ ॥

গঙ্গাপ্রভৃতি যাবতীয় শ্রেষ্ঠা নদী, সমুদ্রাদি যাবৎ শ্রেষ্ঠ হ্রদ আর মানস সরোবরাদি যাবৎ পুণ্যসরোবর আছেন, তাঁহারা শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষদিগের মুক্তির নিমিত্তে আমার এই শিলাদেহে আসিয়া অবস্থান করেন্॥ ৫০॥

শরীরেণ সমায়ান্তু কুচিন্নোযান্তু দেবতাঃ।
একোবিষ্ণুস্ত্রিধা মূর্ত্তির্যাবৎ সংকীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ॥ ৫১॥

হে বিবুধগণেরা! আমার এই শিলাদেহে সমস্ত দেবগণেরা স্বশরীরে আসিয়া অবস্থান করুন্। এস্থান হইতে আর অন্য কোন স্থানে কখন গমন করিতে পারিবেন না। এবং মন্ত্ররূপী এক বিষ্ণু যাবৎকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তিত হইবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত রূপত্রয়বিশিষ্ট হইয়া এক বিষ্ণু এস্থানে সর্ব্বদা থাকিবেন॥ ৫১॥

যাবৎ শিলায়াং সর্ব্বাণি তীর্থানি সহদৈবতৈঃ।
সদাতিষ্ঠন্তু মুনয়ো গন্ধর্ব্বাণাং গণাশ্চ যে॥ ৫২॥
সর্ব্বদেব স্বরূপাচ নাম্নেয়ং দেবরূপিণী।
যাবদ্ভবতি ব্রহ্মাণ্ডং তাবত্তিষ্ঠতু বৈ শিলা॥ ৫৩॥

হে দেবগণেরা! যে কালপর্য্যন্ত শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষেরা পুরোহিতোচ্চারিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত দেবগণের সহিত তীর্থ সকল মদ্ শিলাদেহে অবস্থিত হইবেন এবং সমস্ত মুনিগণ ও সমস্ত গন্ধর্ব্ব-গণেরাও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। মদ্দেহ সম্ভবা সর্ব্বদেবস্বরূপা এই শিলা দেবরূপিণী শিলা নামে বিখ্যাত হইবে। যাবৎকাল এই ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে, আমারও এই শিলাশরীর তাবৎকাল অক্ষয়রূপে অবস্থিতা হইবে॥ ৫২॥ ৫৩॥

মমদেহেহশ্মরূপেচ যে জপন্তি তপন্তি চ।
জুহ্বত্যগ্নৌতু তেষাং বৈ তদক্ষযোপতিষ্ঠতাং। ৫৪॥

আমার সেই পাষাণ রূপ কলেবরোপরি যে সকল ব্যক্তি জপ তপস্যাদি এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাদিগের সেই সকল কর্ম্ম যেন অক্ষয় হয়॥ ৫৪॥

অক্ষয়ন্তু ভবেচ্ছ্রাদ্ধং জপহোমতপাংসিচ।
শিলাপর্ব্বতরূপেণ ময়ি তিষ্ঠতু সর্ব্বদা॥ ৫৫ ॥

আমার এই শিলাশরীরে শ্রাদ্ধ ও জপ হোম তপস্যাদি যেন অক্ষয় ফলপ্রদ হয়, এবং সকল তীর্থশিলা পর্ব্বত রূপে আমাতে সর্ব্বদা অবস্থান করেন্॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ লক্ষয়িত্বা পদংময়ি।
পঞ্চাগ্নয়ঃ কুমারাদ্যা বহুরূপেণ সংস্থিতাঃ। ৫৬ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই দেবত্রয় আমাকে পদচিহ্নে লক্ষিত করিয়া যেন অবস্থান করেন্। পঞ্চাগ্নি ও সনৎকুমারাদি ব্রহ্মপুত্রগণ বহুরূপে আমাতে অবস্থিত হউন্॥ ৫৬ ॥

মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপেণ পদরূপেণ দেবতাঃ।
শিলায়াং ক্রোশমাত্রেণ মূর্ত্তিরূপস্থিতা ভুবি॥ ৫৭ ॥

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে, অথবা পদচিহ্নরূপে দেবতারা সকলেই মমশিলার মধ্যে একক্রোশ মাত্র পরিমাণ স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকুন্॥ ৫৭ ॥

তাংদৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকশ্চ মহাপাতক নাশিনীম্।
পূতোধর্ম্মাধিকারী চ শ্রাদ্ধকৃৎ ব্রহ্মলোক ভাক্॥ ৫৮ ॥

মমদেহোৎপন্না সেই শিলাকে দর্শন করিয়া সকল লোক পবিত্ররূপে যেন সর্ব্বধর্ম্মে অধিকারী হয়। আর সেই শিলাপৃষ্ঠে শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে। এক্ষণে আপনারা এই মাত্র আমাকে বর প্রদান করুন্॥ ৫৮ ॥

ধর্ম্মব্রতাবচঃ শ্রুত্বাদেবাঃ প্রোচুঃ পতিব্রতাং।
ত্বয়াযৎ প্রার্থিতং সর্ব্বং তদ্ভবিষ্যত্যসংশয়ং॥ ৫৯ ॥

দেবগণ ধর্ম্মব্রতার এই প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করতঃ তাহাকে কহিলেন। হে পতিব্রতে! ত্বৎকর্ত্তৃক যে সকল বর প্রার্থিত হইল, সে সমস্তই সংপূর্ণ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই॥ ৫৯ ॥

গয়াসুরস্য শিরসি ভবিষ্যসি যদাস্থিরা।
তদাপাদাদি রূপেণ স্থাস্যামস্ত্বয়ি সুস্থিরাঃ ॥ ৬০ ॥

হে শুভব্রতে! তুমি গয়াসুর মস্তকেতে যৎকালে সুসংস্থাপিতা হইয়া স্থির থাকিবে, সেইকালে আমরাও স্ব স্ব পদচিহ্ন দ্বারা স্থিরভাবে তোমার শিলাদেহের উপর অবস্থিত হইব ॥ ৬০ ॥

বরং শিলায়ৈ দত্ত্বৈবং তথৈবান্তর্দ্দধুঃ সুরাঃ ৬১ ॥

দেবগণ ধর্ম্মব্রতাকে এইরূপ বরপ্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া অন্তর্হ্নত হইলেন ॥ ৬১ ॥

ফলিতার্থ এই যে দেবতারা সর্ব্বজ্ঞ, সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে এককারণের দ্বারা একবিষয়ের সমাপ্তি করেন না, যেহেতু ইহার পর গয়াসুরও এইরূপ বর গ্রহণ করিবে, সেই আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব্বেই ধর্ম্মশিলাকে পবিত্র করিয়া রাখিলেন; অর্থাৎ পরে তাঁহারা উভয় পবিত্রকেই সমবেত করিবেন, কিন্তু পিণ্ডদানাদি এই পবিত্রা-শিলাতেই হইবে, পরম্পরা সমন্ধে গয়াসুরের মস্তক গয়াক্ষেত্র নামে পিণ্ড প্রদানের আধার ভূমি স্বরূপ বিখ্যাত হইবে, যেহেতু ধর্ম্মাংশ ব্যতীত এতদ্রূপ মহৎ কর্ম্মসম্পাদন কি প্রকারে হইতে পারে? গয়াসুর যদি সহস্র পবিত্র হয় তথাপি তমোংশভূত; কেবল গয়াসুরকে বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মশিলা স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি সত্বাংশে মোক্ষোপায়ীভূত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়াছেন এইমাত্র। এস্থলে ধর্ম্মব্রতার সন্তোষ লাভার্থ বেদোক্ত ধর্ম্মসংস্থাপনোপযোগি, শুদ্ধ বরপ্রদান মাত্র করা হইল ॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্যে ধর্ম্মব্রতায়া বরোপলম্ভনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। ৩ ॥

এতদ্দ্বারা বায়ুপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্য প্রস্তাবে ধর্ম্মব্রতার বর প্রাপ্তি নামে তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল ॥ ৩ ॥

চতুর্থাধ্যায়ারম্ভঃ।

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

বক্ষেশিলায়া মাহাত্ম্যং শৃণুনারদ মুক্তিদং।
যস্যাগায়ন্তি দেবাশ্চ মাহাত্ম্যং মুনিপুঙ্গব ॥ ১ ॥

মহাযোগী সনৎকুমার দেবর্ষিনারদকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে নারদ! অতঃপর তোমাকে ধর্ম্মশিলার মুক্তিপ্রদাতৃত্ব মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর. যাঁহার মাহাত্ম্য সর্ব্বদা দেবগণ ও মুনিগণ সকলে গান করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

শিলাস্থিতা পৃথিব্যাং সা দেবতা জাতিপাবনী।
বিচিত্রাখ্যং শিলাতীর্থং ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতং ॥ ২ ॥

হে নারদ! দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলা পৃথিবীতলে সংস্থিতা হইলে পর. ত্রিলোক মধ্যে শিলাতীর্থনামে ঐ বিচিত্র তীর্থ বিখ্যাত হয় ॥ ২ ॥

তস্যাঃ সংস্পর্শমা স্লোকাঃ সর্ব্বেহরি পুরং যযুঃ।
শূন্যেলোকত্রয়ে জাতে শূন্যাযমপুরীহ্যভূৎ ॥ ৩ ॥

ঐ ধর্ম্মশিলা স্পর্শমাত্রে লোকসকল মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে লাগিল, ক্রমে এই ত্রিভুবন লোকশূন্য প্রায় হইয়া উঠিল এবং পাপাদি শূন্য হেতু যমপুরীও শূন্যপ্রায় হইল ॥ ৩ ॥

যমইন্দ্রাদিভির্গত্বা উচে ব্রহ্মাণ মচ্যুতং।
অধিকারং গৃহাণত্বং যমদণ্ডং পিতামহ ॥ ৪ ॥

যখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্রগুণ বিশিষ্টা ধর্ম্মশিলা স্পর্শমাত্রে পাপিগণ কি পুণ্যবান, সকল লোকেই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে লাগিল, তখন

যমরাজা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ব্রহ্ম লোকে গমন করতঃ এই অদ্ভুত বিস্মাপনীয় বিষয় ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন। হে ব্রহ্মন্! আমাকে আপনিই যমত্বাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই অধিকার আপনি পুনর্গ্রহণ করুন্ এবং যে যমদণ্ড দিয়াছিলেন, সেই যমদণ্ডও গ্রহণ করুণ যেহেতু সংপ্রতি আমি হতাস্পদ হইতেছি॥ ৪॥

যমমূচে ততোব্রহ্মা স্বগৃহে ধারয়স্বতাম্।
ব্রহ্মোক্ত ধর্ম্মরাজস্তু গৃহেতাং সমধারয়ৎ॥ ৫॥

যমবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা যমকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ধর্ম্মশিলাকে লইয়া আপনগৃহে রক্ষা কর, তাহাকে যেন আর অন্য কোন লোকে দর্শন বা স্পর্শন করিতে না পারে। এতদ্রূপায় সমন্বিত ব্রহ্মবাক্য শ্রবণান্তর যমরাজা ঐ শিলাকে লইয়া স্বগৃহে সংস্থাপন করিলেন॥ ৫॥

যমোঽধিকারং তং চক্রে পাপীনাং শাসনাদিকং।
এবংবিধা গুরুতরা শিলাজগতি বিশ্রুতা॥ ৬॥

অনন্তর যম আপন অধিকার ও যমদণ্ড পুনর্গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ববৎ পাপীদিগের শাসনাদি করিতে লাগিলেন। অতএব এবম্ভূত গুরুতরা মহীয়সী শিলা সমস্ত জগত বিখ্যাতা হন॥ ৬॥

যথাব্রহ্মা যথাবিষ্ণু র্যথা দেবো মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মাণ্ডেচ যথামেরু স্তথেয়ং দেবরূপিণী॥ ৭॥

যেরূপ ব্রহ্মা জগৎপূজ্য, যেরূপ মুক্তিপ্রদাতা নারায়ণ, যেরূপ সর্ব্বজ্ঞানোপদেষ্টা মহাদেব যেরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যরূপ সুমেরুগিরি, সেইরূপ ঐ দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলাও সর্ব্বোৎকৃষ্টা হয়েন॥ ৭॥

গয়াসুরস্য শিরসি গুরুত্বাৎ ধারিতাযতঃ।
দ্বয়ঃ পবিত্রয়ো র্যোগঃ পিতৃণাং মোক্ষদায়কঃ॥ ৮॥

গুরুতরভারবিশিষ্টা এবং গুরুতরা অতি পবিত্রা, ঐ শিলাকে, গয়াসুরের

মস্তকোপরি দেবগণ সংস্থাপনা করায় এবং গয়াসুরও স্বয়ং তপঃপ্রভাবে পরমপবিত্র হওয়ায়, উভয় পবিত্রের সংযোগে গয়াক্ষেত্র পিতৃলোকের পরমমোক্ষ দায়ক হইল॥ ৮॥

পবিত্রয়োর্দ্বয়োর্যোগে হয়মেধমজোঽকরোৎ।
ভাগার্থমাগতান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণ্বাদীনাং ব্রবীৎশিলা॥ ৯॥

হে নারদ! এই উভয় পবিত্রের মিলন হেতু, উহা উৎকৃষ্টস্থান জানিয়া ব্রহ্মা তথায় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন; সেই ব্রহ্মকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞকালীন স্বস্বভাগ গ্রহণার্থে সমাগত নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণ প্রতি ধর্ম্মশিলা এই কথা বলিয়াছিলেন॥ ৯॥

শিলাস্থিতেঃ প্রতিজ্ঞাংতাং কুর্ব্বন্তু পিতৃমুক্তয়ে।
তথেত্যুক্ত্বা শিলায়াং তে দেবা বিষ্ণ্বাদয়ঃস্থিতাঃ॥ ১০॥

হে দেবগণ! গয়াসুর মস্তকে আমার শিলা দেহকে সংস্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন জন্য এই শিলার স্থিতিস্থানকে পিতৃলোকের মুক্তির হেতু করুন্। এতৎ ধর্ম্মব্রতার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ তথাস্তু বলিয়া শিলাতে সকলেই অবস্থিত হইলেন॥ ১০॥

শিলারূপেণ মূর্ত্তাশ্চ পদরূপেণ দেবতাঃ।
ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপেণ স্থিতাঃ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞয়া॥ ১১॥

কোন কোন দেবতা প্রত্যক্ষশিলা মূর্ত্তি ধারণ করতঃ প্রতিমা রূপে, কোন কোন দেবতা পদচিহ্ন রূপে অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপে সমস্ত দেবতা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ঐ ধর্ম্মশিলার উপরে অবস্থিতি করিলেন॥ ১১॥

দৈত্যস্য মুণ্ডপৃষ্ঠেতু যস্মাৎসা সংস্থিতাশিলা।
তস্মাৎ স মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃপিতৄণাং ব্রহ্মলোকদঃ॥ ১২॥

দৈত্যবর গয়াসুরের মুণ্ডপৃষ্ঠে সেই ধর্ম্মশিলা সংস্থিত হইয়াছে, এজন্য গয়াসুরের মুণ্ড পৃষ্ঠে সংস্থিত পর্ব্বতমাত্রই পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রদায়ক হয়॥ ১২॥

আচ্ছাদিতং শিলারূপং প্রভাসেনাদ্রিণাযতঃ
ভাসিতো ভাস্করেণেতি প্রভাসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মশিলার যে এস্থান পর্ব্বতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, শিলা সংস্পর্শ হেতু সেই সকল পর্ব্বতও তীর্থ তুল্য মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, এ জন্য তথায় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করা যায়; প্রভাসিত ভাস্কর পর্ব্বতদ্বারা শিলারূপ আচ্ছাদিত হওয়াতে তাহার নাম প্রভাস তীর্থ হয় ॥ ১৩ ॥

প্রভাসাদ্রিংবিনির্ভিদ্য শিলাঙ্গুষ্ঠা বিনির্গতঃ।
অঙ্গুষ্ঠোত্থিত ঈশোপি প্রভাসেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪ ॥

প্রভাস পর্ব্বতকে ভেদ করিয়া ধর্ম্ম শিলার অঙ্গুষ্ঠ দেশ বিনির্গত হইয়াছে এবং সেই অঙ্গুষ্ঠ হইতে উত্থিত যে শিব মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে তাঁহাকেই প্রভাসেশ্বর শাস্ত্রে বলিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

শিলাঙ্গুষ্ঠৈক দেশো যা সাচ প্রেতশিলা স্মৃতা।
পিণ্ডদানাদ্যত স্তস্যাং প্রেতত্বান্মুচ্যতে নরঃ ॥ ১৫ ॥

ঐ ধর্ম্ম শিলার অঙ্গুষ্ঠ দেশের এক স্থানের নাম প্রেতশিলা বলিয়া জানিও। সেই প্রেতশিলাতে পিণ্ডদান করিলে জীব সকল প্রেতত্ব হইতে পরিমুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥

মহানদী প্রভাসস্য সঙ্গমে স্নানকৃন্নরঃ।
রামোদেব্যা সহস্নাতোবামতীর্থং ততঃস্মৃতম্ ॥ ১৬ ॥

প্রভাস পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃতা যে মহানদী, সেই মহানদীর সঙ্গমে স্নান কৃৎপুরুষের মুক্তি হয়। রঘুকুল তিলক শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত ঐ মহানদীতে স্নান করিয়াছিলেন, এজন্য তাহার নাম রাম তীর্থ ॥ ১৬ ॥

প্রার্থিতোহথ মহানদ্যা রামঃস্নাতো ভবেদ্যতঃ।
রামতীর্থং ততোভূত্বা ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ১৭ ।

সীতাব সহিত শ্রীরামচন্দ্র যৎকালীন স্নান করেন, তৎকালীন রামের

নিকট ঐ মহানদী আপনার তীর্থত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; অতএব নদী কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্র প্রার্থিত হওয়াতে ত্রিলোক বিখ্যাত রামতীর্থ নামে ঐ মহানদীরও খ্যাতি লাভ হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

জন্মান্তর শতংসাগ্রং যৎকৃতং দুষ্কৃতংময়া ।
তৎসর্ব্বং বিলয়ংযাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ ॥ ১৮ ॥

রামতীর্থাবগাহনের এই মন্ত্র, যে শত শত জন্মান্তরে আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, রাম তীর্থাভিষেক ফলে আমার সেই সকল পাপ ধ্বংস হউক্ ॥ ১৮ ॥

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ মহানদীতে যে ব্যক্তি অবগাহন করিবেন, তাঁহার শত শত জন্মের পাতক ক্ষালন হইবেক, গয়াক্ষেত্রে রামতীর্থাভিষেকের মাহাত্ম্যাতিশয় উক্ত আছে ॥ ১৮ ॥

মন্ত্রেণানেন যঃস্নাত্বা শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত মানবঃ ।
রামতীর্থে পিণ্ডদস্তু বিষ্ণুলোকং প্রযাত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

ঐ মন্ত্র পাঠ করতঃ স্নান করিয়া যে ব্যক্তি রামতীর্থে পিতৃলোকর শ্রাদ্ধ করে, সেই পিণ্ডদান কর্ত্তা পুরুষের মহৎপদ বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুলোকে গমন হয় ॥ ১৯ ॥

তথেত্যুক্ত্বা স্থিতোরামঃ সীতয়া ভরতাশ্রমে ॥ ২০ ॥

তথাস্তু বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র মহানদীকে তীর্থত্বে পরিকল্পিতা করিয়া, সীতার সহিত ভরতাশ্রমে গিয়া অবস্থান করেন ॥ ২০ ॥

রাম রাম মহাবাহো দেবানা মভয়ঙ্কর ।
ত্বাং নমস্যেহং দেবেশ মমনশ্যতু পাতকং । ২১ ॥

হে রাম ! হে রাম ! হে মহাবাহো ! তুমি দেবতাদিগের অভয় দাতা আমি তোমাকে নমস্কার করি । হে দেবেশ ! তুমি আমার সমস্ত পাতক বিনাশন কর ॥ ২১ ॥

মন্ত্রেণানেন যঃস্নাত্বা শ্রাদ্ধংকৃত্বা সপিণ্ডকং।
প্রেতত্বাত্তস্য পিতরো বিমুক্তাঃ পিতৃতাং যযুঃ ॥ ২২ ॥

এতৎ মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ যে ব্যক্তি পিতৃলোকের উদ্দেশে রামতীর্থে পিণ্ডদান করে, তাহার পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২২ ॥

আপস্ত্বমসি দেবেশ জ্যোতিষাং পতিরেবচ।
পাপং নাশয় মে দেব মনোবাক্কায় কর্ম্মজম্ ॥ ২৩ ॥

অনন্তর প্রভাসেশ্বর সন্নিধানে গিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবেক। হে দেবেশ! তুমি আপস্বরূপ, এবং সর্ব্বজ্যোতিঃ ভাস্করের ন্যায়, হে দেব! আমার মানসিক, বাচিক, এবং কায়িক কর্ম্মজনিত সমুদয় পাপকে বিনাশ কর ॥ ২৩ ॥

নমস্কৃত্য প্রভাসেশং ভাসমানং শিবংব্রজেৎ।
তঞ্চশম্ভুং নমস্কৃত্য কুর্য্যাদ্‌যম বলিংতত ॥ ২৪ ॥

ঐ মন্ত্রে প্রভাসেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তদনন্তর দীপ্তিমান প্রভাসেশ্বর সন্নিহিত শম্ভুসন্নিধানে গিয়া শিবকে প্রণাম করতঃ তথায় পিণ্ডদান রূপ যম বলি প্রদান করিতে হইবেক ॥ ২৪ ॥

রামে বনগতে শৈল মাগত্য ভরতঃস্থিতঃ।
পিতুঃ পিণ্ডাদিকং কৃত্বা রামং সংস্থাপ্যতত্রচ। ২৫।

পূর্ব্বে যে ভরতাশ্রম উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিশেষ কারণ কহিতেছি শ্রবণ কর। শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিলে পর, ভরত ঐ স্থানস্থিত পর্ব্বতে আসিয়া সীতারসহিত শ্রীরামের মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করেন, এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে সেই শৈলে পিণ্ডাদি প্রদানও করিয়াছিলনে ॥ ২৫ ॥

রামংসীতাং লক্ষ্মণঞ্চ মুনীন্ স্থাপিতবান্ প্রভুঃ।
ভরতস্যাশ্রমে পুণ্যে নিত্যং পুণ্যতমৈর্বৃতং ॥ ২৬ ॥

প্রভু ভরত; নিরন্তর পুণ্যতম জনে পরিবৃত ঐ পবিত্র ভরতাশ্রমে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি এবং বহুতর মুনিগণের মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন॥ ২৬ ॥

মতঙ্গস্য পদং তত্রদৃশ্যতে সর্ব্বমানুষৈঃ।
স্থাপিতং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং লোকস্যাস্য নিদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

ইদানীং সমস্ত মনুষ্যগণ যে মতঙ্গের পদচিহ্ন দর্শন করেন, তৎকালে ভরত সর্ব্বলোকের নিদর্শনার্থ সম্যক্ ধর্ম্ম স্বরূপ সেই মতঙ্গ পদাঙ্ককেও তৎপীঠে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

মতঙ্গস্য পদেশ্রাদ্ধী সর্ব্বাং স্তারয়তে পিতৃন্।
রামতীর্থে নরঃস্নাত্বা রামংসীতাং সমর্চ্চ্যচ।
রামেশ্বরং প্রণম্যাথ নদেহী জায়তে পুনঃ। ২৮।

মতঙ্গপদে পিণ্ড প্রদান করিলে শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ আপনার সমস্ত পিতৃলোককে নিস্তার করেন। আর রামতীর্থে স্নান করতঃ রাম সীতার অর্চ্চন ও রামেশ্বরকে প্রণাম করিলে আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না॥ ২৮ ॥

স্নাত্বা নত্বা চ রামেশং রামং সীতা সমন্বিতং।
তত্রশ্রাদ্ধং সপিণ্ডঞ্চ কৃত্বা বিষ্ণু পুরংব্রজেৎ।
পিতৃভিঃ সহধর্ম্মাত্মা কুলানাঞ্চ শতৈঃসহ ॥ ২৯ ॥

রাম তীর্থে স্নান করতঃ সীতাসমন্বিত শ্রীরামকে এবং রামেশ্বর শিবকে প্রণাম করিয়া তথায় সপিণ্ডকশ্রাদ্ধ করিলে, সেই ধর্ম্মাত্মা শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ এক শত কুলের সহিত এবং পিতৃগণের সহিত বিষ্ণুপুরী বৈকুণ্ঠে গমনকরেন॥ ২৯ ॥

শিলায়া জননং ভূয়ঃ সমাক্রান্তুং নগেনচ।
ধর্ম্মরাজেন সংপ্রোক্তো নগচ্ছতি নগঃস্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥

ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মশিলার জঘনদেশকে পুনর্ব্বার আক্রান্ত করাতে গয়াসুর এককালীন গমন শক্তি রহিত হইয়া নিশ্চল হয়, এজন্য তাহা নগতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

যমরাজ ধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবস্থিতৌ।
তাভ্যাংবলিং প্রযচ্ছামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥ ৩১॥

গয়াসুরের নিশ্চলার্থ ধর্ম্মশিলার উপরে যমরাজ ও ধর্ম্মরাজ এই উভয়ে অবস্থিত আছেন; অতএব তাঁহাদিগের উভয়ের তৃপ্ত্যর্থে এবং পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্তে এই বলি প্রদান করি॥ ৩১॥

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যমরাজার ও ধর্ম্মরাজের তৃপ্তি সম্পাদন নিমিত্ত পিণ্ডদান রূপ বলি প্রদান করিলে, সেই পিণ্ড পিতৃলোকের মুক্তির হেতু হয়।

দ্বৌশ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বত কুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি স্যাতামেতাবহিংসকৌ॥ ৩২॥

বৈবস্বত কুলসম্ভব শ্যাম ও শবল নামে কুক্কুরদ্বয়, তাহাদিগের দুই জনকে এই বলি প্রদান করি; মদ্দত্ত বলিভোজন করতঃ আমরঅহিংসকরূপে তাঁহারা বিচরণ করুন্। অর্থাৎ শ্রাদ্ধ কর্ম্মের বিঘ্নাপহারক হউন্। এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কুক্কুরদ্বয়কে পিণ্ডদানরূপ বলিপ্রদান করিলে নির্ব্বিঘ্নে তৎস্থান কৃত শ্রাদ্ধের সম্পূর্ণতা লাভ হয়॥ ৩২॥

যমোসি যমদূতোসি বায়সোসি মহাবল।
সপ্তজন্ম কৃতংপাপং বলিং ভুক্ত্বা বিনাশয়॥ ৩৩॥

হে মহাবল বায়স! তুমিই যম, তুমিই যমদূতস্বরূপ হও। মদ্দত্ত বলি ভোজন করতঃ আমার সপ্ত জন্মকৃত পাতক বিনাশ কর॥ ৩৩॥

ঐন্দ্রবারুণ বায়ব্যাং যাম্য নৈঋ‌ৰ্ত্য সংস্থিতাঃ।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়াস্থিতং॥ ৩৪॥

অনন্তর পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ দিক্ এবং বায়ু ও নৈঋৎ কোণাদি বিদিক-স্থিত আত্মঘোষ অর্থাৎ কাক সকল! আমার প্রদত্ত পিণ্ড যাহা ভূমিতলে সমর্পিত হইল, তাহা তোমরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর॥৩৪॥

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতের উক্তদিক্‌বিদিকস্থিত কাক সকলকে ভূমিতে পিণ্ডদান রূপ বলি প্রদান করিবে, যেহেতু তাহাদিগের তুষ্টি জন্মিলেই তৎস্থানস্থ দেবতাদিগের পরিতুষ্টি হয়॥ ৩৪॥

শিলায়া দক্ষিণে হস্তে স্থাপিতঃ কুণ্ডপর্ব্বতঃ।
তিমিবাদিত্য ঈশানভর্গা এতে মহেশ্বরাঃ।
বহ্নির্দ্বৌ বরুণৌ রুদ্রা শ্চত্বারঃ পিতৃমোক্ষদাঃ॥ ৩৫॥

ধর্ম্মশিলার দক্ষিণ হস্তে কুণ্ডনামে যে পর্ব্বত স্থাপিত হয়, সেই পর্ব্বতে তিমিরাদিত্য, ঈশান ও ভর্গ, এই দেবত্রয় তথাকার মহেশ্বর হন; আর গার্হপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিদ্বয়, মিত্র বরুণ এই বরুণ দ্বয়, এবং রুদ্র চতুষ্টয়, ইত্যাদি দেবতা সকল পিতৃলোকের মোক্ষ প্রদান হেতু নিত্য ঐ কুণ্ডপর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন॥ ৩৫॥

ভরতাশ্রম মাসাদ্য তন্নমেৎ পূজয়েন্নরঃ।
পাপেভ্যশ্চোপ পাপেভ্যো মুচ্যতে পিতৃভিঃ সহ॥ ৩৬॥

পূর্ব্বোক্ত ভরতাশ্রমে পুনর্ব্বার গিয়া রামাদিকে প্রণাম পূর্ব্বক পূজাদি করিলে পিতৃগণের সহিত সেই কৃতপ্রণামী ব্যক্তি মহাপাপ ও উপপাপাদি হইতে মুক্ত হয়॥ ৩৬॥

যত্রকুত্রাপি দেবর্ষে ভরতস্যাশ্রমে নরঃ।
স্নাতঃ শ্রাদ্ধাদিকুং কুর্য্যাত্তৎকল্পেপিনহীয়তে॥ ৩৭॥

হে নারদ! মনুষ্য মাত্রে রাম তীর্থে স্নান করতঃ ভরতাশ্রমের যে কোন স্থানে হউক্ পিণ্ডদান পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি করিলে, সেই শ্রাদ্ধাদির ফল এক কল্পেও ক্ষয় হয় না। অর্থাৎ অক্ষয় ফলের নিমিত্ত হয়॥ ৩৭॥

গয়ায়াং চাক্ষয়ং শ্রাদ্ধং জপহোম তপাং সিচ।
সর্ব্বমানস্ত্য মাহুবৈ য়দ্দত্তং ভরতাশ্রমে॥ ৩৮॥

গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ তর্পণ, জপ, হোম তপস্যাদি যে কোন কর্ম্ম করা যায় তাহা অক্ষয় হয়, সেইরূপ ভরতাশ্রমে যে কিছু দানাদি কর্ম্ম করা যায় তাহাও অনন্তফলের নিমিত্ত হয়, ইহা মহর্ষিগণ কহেন ॥ ৩৮ ॥

চতুর্যুগ স্বরূপেণ চতস্রো রবিমূর্ত্তয়ঃ।
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা পূজিতাস্তা মানবঃ পুরুষোত্তমং।
পিতৃভিঃ সহ ধর্ম্মাত্মা সযাতি পরমাংগতিং ॥ ৩৯ ॥

ঐ শিলাতে চতুর্যুগ স্বরূপ সূর্য্যদেবের চারি মূর্ত্তি আছে, সেই চতুর্মূর্ত্তি-বিশিষ্ট পুরুষোত্তম ভাস্করকে দর্শন স্পর্শন ও পূজাদি যে করে, সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষ পিতৃগণের সহিত পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। ৩৯ ॥

শিলায়া বামপাদেপি তথাভ্যুদ্যন্তকোগিরিঃ।
স্থাপিতঃ পিণ্ডদস্তত্র পিতৃন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ ॥ ৪০ ॥

ধর্ম্মশিলার বামপাদে সংস্থাপিত অভ্যুদ্যন্তক নামে পর্ব্বত, তাহাতে পিণ্ডদান করিলে, পিণ্ডদ পুরুষ পিতৃগণকে ব্রহ্মলোকে নীত করেন ॥ ৪০ ॥

নৈমিষারণ্য পার্শ্বেতু ঈজেব্রহ্মা সুরৈঃসহ।
মুখ্য সংজ্ঞং হি তত্তীর্থং দেবাস্তত্র পদৈঃস্থিতাঃ ॥৪১॥

ঐ পর্ব্বত পার্শ্বে নৈমিষারণ্যনামে তীর্থ, দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ঐ স্থানেই যজ্ঞ সম্পন্ন করেন; ঐ নৈমিষাখ্যতীর্থ প্রধান বলিয়া উক্ত আছে, তৎস্থানে পদচিহ্ন দ্বারা দেবতারা সকলে নিত্য অবস্থিত আছেন ॥ ৪১ ॥

এষু তেষুপদেষ্বেব তীর্থেষু মুনি সত্তম।
যৎ কিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম তৎপ্রণশ্যতি নারদ ॥ ৪২ ॥

হে মুনিসত্তম নারদ! সেই সকল পদচিহ্নেতে এবং পূর্ব্বোক্ত সকল তীর্থে পিণ্ডদানাদি করিলে মনুষ্যদিগের পূর্ব্বকৃত যে কিঞ্চিৎ অশুভ কর্ম্ম থাকে, তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ৪২ ॥

তন্নৈমিষবনং পুণ্যং সেবিতং পুণ্য পৌরুষৈঃ।
তত্রব্যাসঃ শুকঃ পৈলঃ কণ্বোবেধাঃ শিবোহরিঃ।
তেষাং দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে পাতকৈ র্নরঃ॥ ৪৩॥

পুণ্যবান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত নৈমিষারণ্যাখ্য পুণ্য স্থান; সেই স্থানে ব্যাসদেব, শুকদেব, পৈল, কণ্ব, প্রভৃতি ঋষিগণ, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগের দর্শনমাত্র মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়॥ ৪৩॥

বামহস্তে শিলায়াস্তু তথা চোদ্যন্তকো গিরিঃ।
স পর্ব্বতঃ সমানীতো হ্যগস্ত্যেন মহাত্মনা।
তত্রব্রহ্মা হরশ্চৈব তপশ্চোগ্রঞ্চ চক্রতুঃ॥ ৪৪॥

ঐ ধর্ম্মশিলার বামহস্তে উদ্যন্তক নামে পর্ব্বত মহাত্মা অগস্ত্য কর্ত্তৃক আনীত হইয়া সংস্থাপিত হয়। তাহাতে ব্রহ্মা ও শিব, দুই জনে ঘোরতর রূপে তপস্যা করিয়াছিলেন॥ ৪৪॥

তত্রাগস্ত্যস্য হি বরং কুণ্ডং ত্রৈলোক্য দুর্ল্লভং।
যত্র মুন্যষ্টকঃ সিদ্ধঃ তপস্তপ্ত্বা শিবং গতঃ॥ ৪৫॥

ঐ স্থানে অগস্ত্যমুনির কৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্য দুর্ল্লভ একটী কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ড সন্নিধানে অষ্টজন সিদ্ধ মুনি তপস্যা করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৪৫॥

কুণ্ডে মুন্যষ্টকং নত্বা পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ॥ ৪৬॥

মহর্ষি অগস্তকৃত মহাকুণ্ডে অষ্টজন মুনিকে প্রণাম করিলে, মানব পিতৃলোক সকলকে ব্রহ্মপুরে নীত করেন, অর্থাৎ প্রণামকর্ত্তার পিতৃলোকেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন॥ ৪৬॥

অগস্ত্যেনাথ দেবর্ষে উদয়াদ্রি মহাত্মনা।
শিলায়াং বামহস্তেপি স্থাপিতো গিরিরাট্ শুভঃ॥ ৪৭

ঐ মহাত্মা অগস্ত্য কর্ত্তৃক ধর্ম্মশিলার বামহস্তে, উদয় গিরি নামে আরো এক কল্যাণকর পর্ব্বত স্থাপিত হন্। তাহারও আশ্চর্য্য মহিমা শ্রবণ কর॥ ৪৭॥

বাদিত্রাদ্যৈ র্দিব্যগীতৈ রাঢ্যো বাদিত্রকো গিরিঃ।
তত্র বিদ্যাধরোনাম গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
সমেতোদ্যাপি বাদিত্র গীতানি সহগীয়তে॥ ৪৮॥

ঐ পর্ব্বতের একভাগে গীতবাদ্যাদি প্রচুররূপে হইয়া থাকে; একারণ তাহার নাম বাদিত্র পর্ব্বত; সেই স্থানে বিদ্যাধর নামে প্রধান গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রবন্ধে অদ্যাপিও গীতাদি করিয়া থাকেন॥ ৪৮॥

মোহনশ্চ সুনীথশ্চ শৈলূজো মোহনোত্তমঃ।
পর্ব্বতো নারদধ্যানী সংগীতিঃ পুষ্পদন্তকঃ।
হাহা হুহু প্রভৃতয়ো গীত নাদং প্রচক্রিরে॥ ৪৯॥

ঐ বাদিত্র গিরিবরে গন্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মোহন, সুনীথ, শৈলূজ, মোহনোত্তম, পর্ব্বত, নারদধ্যানী, সংগীতি, পুষ্পদন্ত, এবং হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ গীতধ্বনি করিয়া থাকেন॥ ৪৯॥

তথা চিত্ররথো নাম সর্ব্ব গন্ধর্ব্ব সংবৃতঃ।
গায়ন্তি মধুরাণ্যেব গীতান্যদ্রৌ মহৎসবং॥ ৫১॥

এবং সর্ব্ব গন্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠ চিত্ররথ গন্ধর্ব্বগণ বেষ্টিত হইয়া ঐ পর্ব্বতে মহোৎসবযুক্ত সুমধুর স্বরে মনোহর গীত গাইয়া থাকেন॥ ৫০॥

অতঃসঃ পর্ব্বতোদেবৈঃ সেব্যতেঽদ্যাপি নিত্যশঃ॥ ৫১॥

এই গীতবাদিত্র সংযুক্ত হেতু অদ্যাপিও ঐ পর্ব্বত দেবগণ কর্ত্তৃক নিত্য পরিসেবিত হইয়াছে॥ ৫১॥

ধর্ম্মজায়াস্তনৌ দেবো হরো ভস্মাঙ্গরাগবান্।
পার্ব্বত্যা সহিতো রুদ্রঃ পর্ব্বতে গীতনাদিতে।
মোদিতে পূজিতেধ্যেয়ঃ পিতৃণাং পরমাংগতিং॥ ৫২॥

ধর্ম্মকন্যা ধর্ম্মব্রতা, তাহার অঙ্গভূতা ধর্ম্মশিলার উপরে ভস্ম প্রলেপিত গাত্র হইয়া মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত নিত্য অবস্থান করেন। ঐ গীত নাদিতপর্ব্বতে পার্ব্বতীর সহিত শঙ্কর যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক মোদিত, ও পূজিত হন, এবং তাঁহাকে তদবস্থায় যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদিগের পিতৃগণের পরমাগতি লাভ হয়॥ ৫২॥

গয়ায়াং পরমাত্মাহি গোপতির্ব্বা গদাধরঃ।
হীয়তে বৈষ্ণবীমায়া তথা রুদ্রার্চ্চয়া মুনে॥ ৫৩॥

হে মুনে! গয়াধামে বিশ্বপতি পরমাত্মা গদাধর নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে যেমন বৈষ্ণবী মায়ার নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ তত্রস্থিত রুদ্র মূর্ত্তির দর্শনে ও পূজনে মায়ার ধ্বংশ হইয়া থাকে॥ ৫৩॥

শিলায়া দক্ষিণে হস্তে ভস্মকূটো গিরির্ধৃতঃ।
ধর্ম্মরাজেন তত্রাস্তে অগস্ত্যঃ সহ ভার্য্যয়া॥ ৫৪॥

ধর্ম্মশিলার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক ভস্মকূট নামে এক পর্ব্বত স্থাপিত হইয়াছে। সেই পর্ব্বতোপরি লোপামুদ্রার সহিত অগস্ত্য ঋষি নিত্য বাস করেন॥ ৫৪॥

অগস্ত্যস্য পদে স্নাতঃ পিণ্ডদো ব্রহ্মলোকদঃ।
ব্রহ্মণস্তু বরংলেভে মাহাত্ম্যং ভুবিদুর্ল্লভং॥ ৫৫॥

তথায় স্নান করিয়া অগস্ত্যপদে পিণ্ডদান করিলে, পিণ্ডদাতার পিতৃলোকেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ঐ ভস্মকূট পর্ব্বতে মহর্ষি অগস্ত্য জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা হইতে পরম মাহাত্ম্য লাভ করেন, এবং পৃথিবীতলে যে বর দুর্ল্লভ সেই সুদুর্ল্লভ বর প্রাপ্তও হইয়াছিলেন॥ ৫৫॥

লোপামুদ্রাং ততোভার্য্যাং পিতৃণাং পরমাংগতিং।
তত্রাগস্ত্যেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৫৬॥

মহামুনি অগস্ত্য ঐ স্থানে পতিব্রত পরায়ণা বিদর্ভরাজ দুহিতা লোপামুদ্রাকে পত্নীলাভ করিয়াছিলেন, ভস্মকূট গিরি অতি পবিত্র, অতি-

পুণ্যক্ষেত্র, একারণ তথায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকের পরমাগতি হয়, এবং ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত অগস্ত্যেশ্বর শিবকে দর্শন করিলে মনুষ্য সকল ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়॥ ৫৬॥

অগস্ত্যঞ্চ সভার্য্যঞ্চ পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ।
দণ্ডিনাথ স্তপস্তেপে সীতাদ্রে দক্ষিণে গিরৌ॥ ৫৭।

লোপামুদ্রার সহিত অগস্ত্যকে তথায় দর্শন করিলে, পিতৃগন্ ব্রহ্মপুরাখ্য তদ্বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন্। এবং ঐ স্থলে সীতাচল নামে আরো এক পর্ব্বত আছে, তাহার দক্ষিণ শৃঙ্গে দণ্ডিনাথ নামক উগ্রতপা ঋষি সুদারুণ তপস্যা করেন॥ ৫৭॥

বটো বটেশ্বর স্তত্র স্থিতশ্চ প্রপিতামহঃ।
তদগ্রে রুক্মিণীকুণ্ডঃ পশ্চিমে কপিলানদী॥ ৫৮॥

এবং ঐ স্থানে অক্ষয়বট ও বটেশ্বর নামে জগৎপিতা ব্রহ্মা অবস্থিতি করেন, তাঁহার সম্মুখে রুক্মিণীকুণ্ড ও তাহার পশ্চিমে কপিলা নাম্নী নদী আছে॥ ৫৮॥

কপিলেশো নদীতীরে অমাসোম সমাগমে।
কপিলায়াং নরঃস্নাত্বা কপিলেশং সমর্চ্চ্যচ।
কৃতেশ্রাদ্ধে পিণ্ডদানে পিতরোমোক্ষ মাপ্নুয়ুঃ॥ ৫৯॥

কপিলা নদীতীরে কপিলেশ্বর নামে শিব আছেন। সোমবারে অমাবস্যা যোগ হইলে যে ব্যক্তি কপিলাতে স্নান করতঃ কপিলেশ্বরের অর্চ্চনা, করিয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করেন, তাঁহার পিতৃলোকেরা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন্॥ ৫৯॥

অগ্নিধারা গিরিবরা দাগতোদ্যন্তকাদনু।
তত্র সারস্বতং কুণ্ডং সরস্বত্যা প্রকল্পিতং॥ ৬০॥

ঐ স্থলে উদ্যন্তক নামে গিরিবর হইতে অগ্নিধারা নাম্নী নদী নির্গত হইয়াছে। তৎ স্থানে সরস্বতী কর্ত্তৃক সারস্বত নামে, এক কুণ্ডও প্রকল্পিত হয়॥ ৬০॥

শুক্রস্তত্র সুতৈঃসার্দ্ধং সণ্ডামর্কাদিভিঃ প্রভুঃ।
তত্র তত্র মুনীন্দ্রাণাং পদেষু মুনি সত্তম।
শ্রাদ্ধং পিণ্ডাদি কৃৎস্নাতঃ পিতৄং স্তারয়তে নরঃ॥ ৬১॥

হে মুনিসত্তম নারদ! ঐ সারস্বত কুণ্ড সন্নিধানে সণ্ডামর্কাদি পুত্রগণের সহিত শুক্রাচার্য্য নিত্য অধিষ্ঠান করেন। সেই স্থানে শুক্রাদি মুনিগণের পদ চিহ্নও আছে; সরস্বতী কুণ্ডে কোন মানব স্নান করতঃ সেই সকল মুনিদিগের পদাঙ্কে শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদান করিলে তাহার পিতৃলোক সকলের সংসার যন্ত্রণা হইতে নিস্তার হয়॥ ৬১॥

শিলায়া বামহস্তেপি গৃধ্রকূটো গিরির্ধৃতঃ।
গৃধ্ররূপেণ সংসিদ্ধা স্তপস্তপ্তা মহর্ষয়ঃ॥৬২॥

ধর্ম্মশিলার বামহস্তে গৃধ্রকূট নামে এক পর্ব্বত সন্ধারিত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতবরে মহর্ষিগণ গৃধ্ররূপ ধারণ করতঃ তপস্যা দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়া পরম সিদ্ধ হইয়াছিলেন॥ ৬২॥

যতোগিরি গৃধ্রকূট স্তত্র গৃধ্রেশ্বরঃ স্থিতঃ।
দৃষ্ট্বা গৃধ্রেশ্বরং নত্বা যাতঃশম্ভোঃ পদং নরঃ ৬৩॥

গৃধ্ররূপে মহর্ষিগণ তথায় তপস্যা করিয়াছিলেন, একারণ সেই পর্ব্বতের নাম গৃধ্রকূট হয়, ঐ পর্ব্বতে গৃধ্রেশ্বর নামে শিব অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে দর্শন ও নমস্কার করতঃ নর পিণ্ডাদি প্রদান করিলে শিবলোক প্রাপ্ত হয়॥ ৬৩॥

তত্রগৃধ্রে গুহায়াঞ্চ পিণ্ডদঃ শিবলোকভাক্।
তত্র গৃধ্রেবটং নত্বা প্রাপ্তকামো দিবং ব্রজেৎ॥ ৬৪॥

ঐ গৃধ্র পর্ব্বত গুহাতে পিণ্ডদান করিলে পিণ্ডদব্যক্তি শিবলোক প্রাপ্ত হয়। এবং গৃধ্র পর্ব্বতোপরি যে বটবৃক্ষ আছে, তাহাকে দর্শন ও নমস্কার করিলে মনোভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে॥ ৬৪॥

ঋণমোক্ষং পাপমোক্ষং শিবং দৃষ্ট্বা শিবং ব্রজেৎ।
শূলক্ষেত্রঞ্চ তত্রাস্তে পিণ্ডদঃ স্বর্ণয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৬৫ ॥

এবং ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয় ও সর্ব্বপাপে পরিত্রাণ পায়, আর তত্রস্থ শিব দর্শনে শিব সন্নিধানে গমন করে। এই স্থানে শূলক্ষেত্র নামে আর এক তীর্থ আছে, ঐ ক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে, পিণ্ডদ ব্যক্তির পিতৃলোকের স্বর্গধাম প্রাপ্তি হয় ॥ ৬৫ ॥

এই সকল শিলাতীর্থ ধর্ম্মশিলার হস্তপদাদির উপর বিন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু এক এক অঙ্গে বহু সংখ্যক পর্ব্বত স্থাপনানুসারে পর্ব্বতোপরি পর্ব্বতস্থাপন বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে! এ[illegible]শিলার তাৎপর্য্য এই যে, হস্তাঙ্ঘ্রির অগ্রমূল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে গঠন বিভাগক্রমে গিরিস্থাপন হয়, অর্থাৎ কোন পর্ব্বত পাদমূলে, কোন পর্ব্বত জংঘোপরি, কোন পর্ব্বত বা পদাগ্রে ইত্যাদি ক্রমে সংস্থাপিত হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

আদিপালেন গিরিণা সমাক্রান্তং শিলোদরং।
তত্রাস্তে গজরূপেণ বিঘ্নেশো বিঘ্ননাসনঃ।
তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে বিঘ্নৈঃ পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ ॥ ৬৬ ॥

আদিপাল নামক যে পর্ব্বত, তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মশিলার উদর দেশ সমাক্রান্ত হইয়াছে! ঐ পর্ব্বতোপরি সর্ব্ব বিঘ্ননাশন বিঘ্নে[illegible] গণপতি হস্তীরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই বিঘ্নরাজ গণেশকে, দর্শন করিলে মনুষ্যগণ সম্যক্ বিঘ্ন হইতে মুক্ত হয় এবং তৎ সন্নিধানে শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানে পিতৃগণকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায় ॥ ৬৬ ॥

নিতম্বে মুণ্ডপৃষ্ঠস্য দেবদারু বনং ত্বভূৎ।
মুণ্ডপৃষ্ঠারবিন্দাদ্রী দৃষ্ট্বা পাপং বিনাশয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

মুণ্ড পৃষ্ঠের নিতম্বদেশে দেবদারু বন আছে, অর্থাৎ গয়মস্তকোপরি ধর্ম্মশিলার নিতম্ব স্থলে দেবদারু বন কল্পিত হইয়াছে, এবং তথায় অরবিন্দ নামে এক পর্ব্বত আছে, সেই মুণ্ডপৃষ্ঠ ও অরবিন্দ পর্ব্বত. আর দেবদারু বন সন্দর্শন করিলে লোকের সমস্ত প্রকার পাতক নষ্ট হয় ॥ ৬৭ ॥

গয়ানাভৌ সুষুম্নায়াং পিণ্ডদঃ স্বর্ণয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৬৮ ॥

গয়াসুরের নাভিমণ্ডলে নিবদ্ধ যে সুষুম্না নাড়ী, তৎপ্রদেশে পিণ্ডদান করিলে পিণ্ডদপুরুষ, স্বীয় পিতৃগণকে স্বর্গস্থানে নীত করেন, অর্থাৎ তৎপিতৃলোকেরা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন্ ॥ ৬৮ ॥

শিলায়া বামপাদেতু স্থাপিতঃ প্রেতপর্ব্বতঃ।
ধর্ম্মরাজেন পাপেভ্যো গিরিঃ প্রেতশিলাহ্বয়ঃ ॥ ৬৯ ।

ধর্ম্মশিলার বামপাদে পুনর্ব্বার ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সমস্ত পাপের সহিত প্রেত-নামক পর্ব্বত সংস্থাপিত হয়। একারণ ঐ পর্ব্বতের নাম প্রেতশিলা ॥ ৬৯ ॥

পাদেন দূরেনিঃক্ষিপ্তঃ শিলায়াঃ পাপভাবতঃ।
গতঃ শিলায়াঃ সংসর্গাৎ প্রেতকূটঃ পবিত্রতাং ॥ ৭০ ॥

ইতঃপূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক ঐ প্রেতশিলা গয়াসুরের পাদদেশে পাপ ভাব সমস্তের সহিত স্থাপিত হইয়াছিল, তৎকালে পাপের গুরুত্ব হেতু পদাঘাতের দ্বারা দূরে নিঃক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু পরমপবিত্রা ধর্ম্মশিলার এমনি মাহাত্ম্য যে তৎ সংসর্গ জন্য ঐ পাপময় প্রেতকূট অপবিত্র হইযাও পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া নিশ্চলভাবে স্থাপিত রহিয়াছে ॥ ৭০ ॥

প্রেতকুণ্ডশ্চ তত্রাস্তে দেবাস্তত্র পদেস্থিতাঃ।
তত্র পিণ্ডাদিকং দত্বা প্রেতত্বা মোচয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৭১ ॥

এই প্রেতশিলাতে প্রেতকুণ্ড আছে; সেইকুণ্ড সমীপে সমস্ত দেবগণ পদচিহ্ন রূপে অবস্থিতি করিয়াছেন। সেই সকল পদচিহ্নে যে ব্যক্তি পিতৃ-লোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিয়া পিণ্ডদান করেন, তাঁহাদিগের পিতৃলোকেরা প্রেতত্ব হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৭১ ॥

পৃথক্ স্থিতাশ্চ বহবো বিঘ্নকারিণএবতে।
শ্রাদ্ধাদিকারিণাং নৃণাং তীর্থেপিতৃ বিমুক্তয়ে ॥
প্রেতাবাসুক/রূপেণ করগ্রহণ কারকাঃ ॥ ৭২ ॥

গয়াক্ষেত্রে পিতৃ বিমুক্তির নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিতে হইলে সেই শ্রাদ্ধের বিঘ্নকারী বহুসংখ্যক প্রেতপুরুষ রূপান্তরে ঐ ক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্ তীর্থে অবস্থিত আছেন; সেই সকল প্রেতপুরুষগণ মহা ধনুর্দ্ধর রূপে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষদিগের নিকট কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব শ্রাদ্ধ বিঘ্ন বিনাশ জন্য কর স্বরূপ কিঞ্চিৎ ধনদানে তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে হয়॥ ৭২॥

শিলা সমীপে যে বিপ্রাঃ প্রেতরূপা ভয়ানকাঃ।
সর্ব্বেতে যমলোকাত্তু পৃথিব্যাং পর্য্যটন্তিবৈ॥ ৭৩॥

প্রেতশিলা সমীপে যে সকল ব্রাহ্মণ ভয়ঙ্কর প্রেতরূপ ধারণ করতঃ ভ্রমণ করেন, তাঁহারা সকলে যথার্থই প্রেত, যমলোক হইতে সমাগত হইয়া পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে পর্য্যটন করিতেছেন মাত্র॥ ৭৩॥

পাদাঙ্কিতাং মুণ্ডপৃষ্ঠাং মহাদেবনিবাসিনীং।
তাংদৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকাশ্চ মুক্তাঃ পাপোপপাতকৈঃ॥ ৭৪॥

সর্ব্বদেব পদাঙ্কিতা এবং মহত্তম দেবতাদিগের নিবাসস্থানভূতা মুণ্ডপৃষ্ঠাখ্যা প্রেতশিলাকে, দর্শন করিলে লোক সকল পাতক ও উপপাতকাদি হইতে বিমুক্ত হয়॥ ৭৪॥

গয়াশিরসি পুণ্যেচ সর্ব্বপাপৈর্বিবর্জ্জিতে।
প্রেতাদি বর্জ্জিতং যস্মাত্ততোতিপাবনং বরং॥ ৭৫॥

মস্তক প্রদেশ অতি পুণ্য ক্ষেত্র, সেই স্থান সকল পাপ ও প্রেতাদি বর্জ্জিত; সুতরাং সকলস্থান হইতে গয়াশির পরম পবিত্রতম স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৭৫॥

কীকটেষু গয়াপুণ্যা পুণ্যরাজগৃহং বনং।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং নদীপুণ্যা পুনঃপুনা॥ ৭৬॥

অপবিত্র কীকটদেশে সকলি অপবিত্র স্থান; তন্মধ্যে কেবল গয়াধাম পুণ্যতম, আর রাজগৃহ অর্থাৎ জরাসন্ধালয় ও তত্রস্থানও পুণ্যস্থান, যাহাতে

চ্যবন মুনির আশ্রম এবং পুনঃ পুনানাম্নী নদীও পুণ্যতমা হয়েন। এই পুনঃপুনানদীকে এক্ষণে পুন্‌পুনা বলিয়া সকলে খ্যাত করেন ॥ ৭৬ ॥

বৈকুণ্ঠো লোহদণ্ডাচ গৃধ্রকূটশ্চ শোণকঃ ।
অত্র শ্রাদ্ধাদিনা সর্ব্বান্ পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ ॥ ৭৭ ॥

এবং তত্রস্থিত বৈকুণ্ঠাখ্য স্থান ও লোহদণ্ডানাম্নী নদী আর গৃধ্রকূট নামক পর্ব্বৎ অপর শোন নামা নদ কীকটের মধ্যে এই কয়েক স্থানও পুণ্যতম। ইহাতে শ্রাদ্ধাদি করিলে তৎফল দ্বারা পিতৃলোকদিগের ব্রহ্মলোকতা প্রাপ্তি হয় ॥ ৭৭ ॥

ক্রৌঞ্চরূপেণ হি মুনি র্মুণ্ডপৃষ্ঠে তপোকরোৎ ।
তস্য পাদাঙ্কিতো যস্মাৎ ক্রৌঞ্চপাদস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৮ ॥

ক্রৌঞ্চনামক ঋষি বকরূপ ধারণ করিয়া মুণ্ডপৃষ্ঠস্থ যে জলাশয়ে পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন সেই স্থানকে তৎপাদাঙ্কিত হেতু সকলে ক্রৌঞ্চপাদ তীর্থ বলিয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

স্নাতো জলাশয়ে তত্র নয়েৎ স্বর্গং স্বকং কুলং ।
বলিঃ কাক শিলায়াঞ্চ কাক মোক্ষণ মোক্ষদঃ ॥ ৭৯ ॥

ক্রৌঞ্চপাদ তীর্থস্থিত জলাশয়ে স্নাত হইয়া পিতৃতর্পণ করিলে, তাহার স্বীয়কুল অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষগণের স্বর্গ লাভ হয়। আর কাকশিলাতে কাকসকলকে বলি প্রদান পূর্ব্বক কাক মোক্ষণে সকলের মোক্ষপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

মুণ্ডপৃষ্ঠস্য সানৌহি লোমশোলোমহর্ষণঃ ।
দ্বাবেতৌ পরমং তপ্ত্বা তপঃসিদ্ধিপবঙ্গতৌ ॥ ৮০ ॥

মুণ্ড পৃষ্ঠস্থ পর্ব্বতের শৃঙ্গে লোমশ ও লোমহর্ষণ নামে দুই মহা মুনি ঘোরতর তপস্যা করিয়া পূর্ব্বে পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥

আহূতাস্তু সরিচ্ছ্রেষ্ঠা লোমশেন মহানদীঃ।
সুরাবতী বেত্রবতী চন্দ্রভাগা সরস্বতী ॥
কাবেরী সিন্ধুরাবাচ চন্দনাচ সরিদ্বরা।
বাশিষ্ঠী সরযূর্গঙ্গা যমুনা গণ্ডকীন্দিরা ॥
মহাবৈতরণী নাম্নী নিক্ষরাচ দিবৌকসঃ ॥ ৮১ ॥

মহামুনি লোমশ, স্বীয় তপঃ প্রভাবে অতিশ্রেষ্ঠা মহানদী সকলকে আপন আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন। যথা সরাবতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, কাবেরী, সিন্ধু, রাবা, চন্দনা, বাশিষ্ঠী, সরযূ, গঙ্গা, যমুনা, গণ্ডকী ইন্দিরা, মহানদীবৈতরণী, নিক্ষরা পুষ্করিণী, অপর স্বর্গস্থিতা ও আকাশ নিঃসৃতা যে সকল শ্রেষ্ঠানদী তাহাদিগকেও আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৮১

সারব্যলকনন্দাচ উদীচী কনকাহ্বয়া।
কৌশিকী ব্রহ্মদা জ্যেষ্ঠা সর্ব্বাঘৌঘ বিমোচিনী ॥ ৮২ ॥

আর সারবী, অলকনন্দা, উদীচী, কনকা, কৌশিকী, ব্রহ্মদা, জ্যেষ্ঠা এই শ্রেষ্ঠা সরিৎগণ সকলপ্রকারের পাপনাশিনী, লোমশ কর্তৃক ইহাঁরাও সকলে আহূতা হইয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥

কৃষ্ণবেণ্বা চর্ম্মণ্বতী দ্বেনদ্যৌ মুক্তিদায়িকে।
আহ্বর্ত্তে সরিতাং শ্রেষ্ঠে লোমহর্ষণ সাহসাৎ ॥
তপসস্তু প্রভাবেন নর্ম্মদা মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৮৩ ॥

কৃষ্ণবেণ্বা আর চর্ম্মণ্বতী এই দুই নদী সকল মুক্তি দায়িকা নদী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, মুনিশ্রেষ্ঠ লোমহর্ষণ স্বীয়তপঃ প্রভাবে আপন আশ্রমে তাঁহাদের আনয়ন করিয়া ছিলেন। এবং মহামান্যা নর্ম্মদাকেও আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ ৮৩ ॥

তাসু সর্ব্বাসু যঃ স্নাত্বাপিণ্ডদঃ স্বর্ণয়েৎ পিতৃন্ ॥ ৮৪ ॥

লোমস ও লোমহর্ষণ এই উভয় মুনি কর্তৃক আনীতা তীর্থময়ী নদী সকলে

স্নান করতঃ যে ব্যক্তি তথায় পিণ্ডদান করেন, তিনি তৎকর্ত্তৃক তাঁহার পিতৃগণকে স্বর্গ ধামে লইয়া যান ॥ ৮৪ ॥

ব্রহ্মযোনিং প্রবিশ্যাথ নির্গচ্ছেদ্‌যস্তু মানবঃ
পরংব্রহ্ম সযাতীহ বিমুক্তো যোনি সঙ্কটাৎ ॥ ৮৫ ॥

যে ব্যক্তি ঐ গয়াধামে পর্ব্বতোপরি ব্রহ্ম যোনিতে প্রবেশ করতঃ অনায়াসে বহির্নির্গমন করিতে পারেন, সে ব্যক্তি ইহ সংসারে জন্ম সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া পরংব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৮৫ ॥

নিষ্করায়াং পুষ্করিণ্যাং স্নাতঃ শ্রাদ্ধাদিকং নরঃ।
কুর্য্যাৎ ক্রৌঞ্চপদে দিব্যে নিয়মা দ্বাসর ত্রয়ং ॥
সর্ব্বান্ পিতৄন্ নয়েৎস্বর্গং পঞ্চপাপিন এবচ ॥ ৮৬ ॥

নিষ্করা নাম্নী পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া যে লোক পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করে; এবং দিব্য ক্রৌঞ্চপদে নিয়ম দ্বারা দিবসত্রয় পিণ্ডদান পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি করে। সে ব্যক্তি পাতক পঞ্চের দ্বারায় পাতকী হইলেও তাহার পিতৃলোকেরা স্বর্গস্থান প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮৬ ॥

জনার্দ্দনো ভস্মকূটে তস্যহস্তে তু পিণ্ডদঃ।
আত্মনো হপ্যথবান্যেষাং সব্যেনাপি তিলৈর্ব্বিনা।
জীবতা দধিসংমিশ্রং সর্ব্বেতে বিষ্ণুলোকগাঃ ॥ ৮৭ ॥

তিল ব্যতিরিক্ত শুদ্ধ দধিতে মিশ্রিত করিয়া আপনার বা জীবিত অন্য কোন ব্যক্তির উদ্দেশে ভস্মকূটস্থিত ভগবান জনার্দ্দনের দক্ষিণ হস্তে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পিণ্ডদান করিলে, মরণান্তর তাঁহারা সেই পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোক গমন করেন ॥ ৮৭ ॥

অস্যমন্ত্র।

যস্তু পিণ্ডোময়াদত্ত স্তবহস্তে জনার্দ্দন।
যদুদ্দিশ্য ত্বয়াদেব তস্মিন পিণ্ড মৃতে প্রভো ॥ ৮৮ ॥

হে প্রভো! হে দেব জনার্দ্দন! আমি যদুদ্দেশে তব হস্তে এই পিণ্ডদান

করিলাম, মরণানন্তর যেন তাঁহারা আপনার হস্ত হইতে ঐ পিণ্ড প্রাপ্ত হন ॥ ৮৮ ॥

অন্যচ্চ।

এষপিণ্ডোময়াদত্ত স্তবহস্তে জনার্দ্দন।
অন্তকালে গতে মহ্যং ত্বয়াদেয়ো গয়াশিরে ॥ ৮৯ ॥

হে জনার্দ্দন! আমি যে আপন পিণ্ড তব হস্তে প্রদান করিলাম, আমার জীবনান্তর হইলে আপনি আমার উদ্দেশে গয়াশিরে এই পিণ্ড সমর্পণ করিবেন ॥ ৮৯ ॥

অথ নমস্কার।

জনার্দ্দন নমস্তুভং নমস্তে পিতৃ মোক্ষদ।
পিতৃমাতৃ নমস্তুভং নমস্তেপিতৃরূপিণে ॥ ৯০ ॥

পিণ্ডদানানন্তর এই মন্ত্রে জনার্দ্দনকে নমস্কার করিবে। হে জনার্দ্দন! আপনি পিতৃলোকের মোক্ষ প্রদান কর্ত্তা, আপনাকে নমস্কার করি, আপনি জগৎপিতা ও জগৎমাতা স্বরূপ অতএব আপনাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার আপনি পিতৃ দেবস্বরূপ, এ হেতু আপনাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি ॥ ৯০ ॥

স্তুতি বাক্য।

গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয় মেব জনার্দ্দন।
ত্বাংদৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষ মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ ॥ ৯১ ॥

হে জনার্দ্দন! আপনি স্বয়ং পিতৃরূপে গয়াতে অবস্থান করিতেছেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ আপনাকে দর্শন করিয়া সকল লোক দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, হইতে মুক্ত হয় ॥ ৯১ ॥

পুনর্নমস্কার।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ঋণত্রয় বিমোচক।
লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেস্তু পিতৃণাং মোক্ষদোভব ॥ ৯২ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে ঋণত্রয় পরিমোচক জনার্দ্দন ! হে লক্ষ্মীকান্ত ! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করুন ॥ ৯২ ॥

এই সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভগবান্ জনার্দ্দনকে স্তুতি বন্দনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করতঃ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন গয়াতে পিণ্ডদান করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৯২ ॥

বামজানূর্দ্ধ সংপাত্য নত্বাভীমো জনার্দ্দনং ।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা ভ্রাতৃভি ব্র্ক্ষলোক ভাক্ ॥ ৯৩ ॥

বামজানুর উর্দ্ধ ভাগ সংপাতন পূর্ব্বক অর্থাৎ বামজানু ভূমিসংলগ্ন করিয়া কুন্তীপুত্র ভীমসেন ঐ জনার্দ্দনকে এইরূপ স্তুতি বন্দনাদি করিয়া ঐ স্থানে পিতৃলোকোদ্দেশে পিণ্ডদান পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের সহিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯৩ ॥

পিতৃভিঃ সহধর্ম্মাত্মা কুলানাঞ্চ শতেনচ ॥ ৯৪ ॥

ধর্ম্মাত্মা ভীমসেন ঐ পিণ্ডদান ফলে অসংখ্য পিতৃগণের সহিত পরমা শান্তিলাভ করিয়াছেন, অতএব সকলেরই ভীমগয়ায় শ্রাদ্ধ করা বিধেয় ॥ ৯৪ ॥

শিলায়াং ব্যক্তরূপেণ ব্যক্তাব্যক্তাত্মনাস্থিতঃ ।
লক্ষ্মীশো বিবুধৈঃ সার্দ্ধং তস্মাদ্দেবময়ী শিলা ॥ ৯৫ ॥

ঐ ধর্ম্মশিলাতে ব্যক্তাব্যক্তরূপী লক্ষ্মীপতি নারায়ণ সমস্ত দেবগণের সহিত আদি গদাধররূপে সর্ব্বদা আছেন ; এ নিমিত্ত ঐ শিলাকে সর্ব্বদেবময়ী শিলা বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্যে ধর্ম্মশিলোপাখ্যানে
চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভঃ।

নারদ উবাচ।

মহাযোগী নারদ ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে বিনয় সহকারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

কথমব্যক্ত রূপেণ স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ
কথং ব্যক্ত স্বরূপেণ ব্যক্তাব্যক্তাত্মনাস্থিত ॥ ১ ॥

হে সনৎকুমার! ব্যক্ত স্বরূপ ভগবান্ আদিদেবগদাধর কি প্রকারে এই গয়াক্ষেত্রে অব্যক্তরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এবং তাঁহার ব্যক্তাব্যক্তরূপই বা কি প্রকার অর্থাৎ প্রকাশাপ্রকাশ রূপই বা কি? ॥ ১ ॥

কথং গদা সমুৎপন্না যথাহ্যাদি গদাধরঃ।
গদালোল কথঞ্চাসীৎ সর্ব্বপাপ ক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ২ ॥

ভগবান্ প্রথমতঃ যে গদা ধারণ করিয়া আদিগদাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই গদা কোথা হইতে কি প্রকারে উৎপন্না হইল; এবং সর্ব্বলোকের সর্ব্বপাপ ক্ষয়কারী গদালোল তীর্থই বা কি প্রকারে হইল? ॥ ২ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

নারদের প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া মহাযোগী সনৎকুমার প্রশ্নানুযায়ী সমুদয় বাক্যের উত্তর দিতেছেন। ২।

গদোনামা সুরোহ্যাসী বজ্রাদ্বজ্রতরো দৃঢ়ঃ।
প্রার্থিতো ব্রহ্মণে প্রাদাৎ স্বশরীরাস্থি দুস্ত্যজং ॥ ৩ ॥

হে দেবর্ষে! পূর্ব্বে গদ নামে মহাবলবান্ এক অসুর ছিল, তাহার শরীর ইন্দ্রের বজ্রাপেক্ষাও কঠিন ছিল। জগদ্ধাতা ব্রহ্মা গদাসুরকে দৃঢ়তর জানিয়া দেবতাদিগের ভাবিবিপদাশঙ্কা নিবারণার্থে দান[illegible] পরোপকারী সেই গদাসুরের নিকট গিয়া তাহার অস্থি প্রার্থনা করেন; গদাসুর সর্ব্ব-লোকোপকারার্থে আত্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় অস্থি ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছিল॥ ৩॥

ব্রহ্মোক্ত বিশ্বকর্ম্মাপি গদাঞ্চক্রেঽদ্ভুতাং তদা।
তদস্থৌ বজ্রনিষ্পেষৈঃ কুন্দৈঃ স্বর্গেহ্যধারয়ৎ॥ ৪॥

ব্রহ্মা সেই অস্থি প্রাপ্ত হইয়া গদাস্ত্র নির্ম্মাণার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ করেন, বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার অনুমতিমতে বজ্র নিষ্পেষ কুন্দ দ্বারা ছেদ ভেদ করতঃ সেই অস্থিতে অদ্ভুতাকার গদাস্ত্র নির্ম্মাণ করেন; ব্রহ্মাও সেই বজ্রকল্প গদাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে রক্ষা করিয়াছিলেন॥ ৪॥

অথকালেন মহতা মনৌ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
হেতিরক্ষো ব্রহ্মপুত্র তপস্তেপে সুদারুণং।
দিব্যবর্ষ সহস্রাণাং শতং বায়ুমভক্ষয়ৎ॥ ৫॥

হে ব্রহ্মপুত্র নারদ! বহুকাল অতীত হইলে পর স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হেতি নামক কোন এক রাক্ষস, দেবমানে শত সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করে। প্রথমে অনেকানেক কঠিন ব্রতধারণ করিয়া পরিশেষে দিব্যমানে একশত বৎসর কেবল বায়ু ভক্ষণ মাত্র করিয়া ছিল॥ ৫॥

ঊর্দ্ধমুখশ্চোর্দ্ধবাহুশ্চ পাদাঙ্গুষ্ঠ ভরেণ হি।
একেনাতিষ্ঠদব্যগ্র শীর্ণ পর্ণানিলাশনঃ॥ ৬॥
ব্রহ্মাদীং স্তপসাতুষ্টান্ বরং বব্রে বরপ্রদান্॥ ৭॥

ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে বৃদ্ধাঙ্গুলিরঅগ্রভাগে ধরা স্পর্শমাত্র করতঃ দণ্ডায়মান থাকিয়া গলিতপত্র ভোজন ও অবশেষে বায়ুভোজনে জীবন ধারণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় নিয়মে হেতি তপস্যা করে॥ ৬॥ অনন্তর তাহার

কঠোর তপস্যাতে পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বর প্রদানার্থে তৎসন্নিধানে সমাগত হন; তদ্দৃষ্টে হেতি রাক্ষস, বরপ্রদ ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল॥ ৭॥

দেবৈর্দৈত্যৈশ্চ শস্ত্রাস্ত্রৈর্বিবিধৈর্মনুজাদিভিঃ।
কৃষ্ণেশানস্য চক্রাদ্যৈরবধ্যঃস্যাং মহাবলাঃ॥ ৮॥

হে মহাবলাঃ! দেবগণ ও দৈত্যগণ ও গন্ধর্ব্বাদি উপদেবগণ, এবং মনুষ্যাদি প্রাণিগণ অস্ত্রদ্বারা যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। আর বিষ্ণুর চক্র ও মহাদেবের ত্রিশূলাস্ত্র প্রভৃতিতেও যেন আমি অবধ্য হই; অস্মৎপ্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনারা এই বর প্রদান করুন॥ ৮॥

তথেত্যুক্তান্তর্হিতাস্তে হেতি র্দেবানথাজয়ৎ।
ইন্দ্রত্ব মকরোদ্ধেতি র্ভীতা ব্রহ্মহরাদয়ঃ॥ ৯॥

এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে পর ব্রহ্মাদি দেবগণ হেতির প্রার্থনানুসারে তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। লব্ধবর হইয়া হেতি রাক্ষস, কালে যুদ্ধদ্বারা সমস্ত দেবগণকে জয় করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে দূরীকৃত করতঃ স্বর্গে স্বয়ং ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিল; হেতির পরাক্রমে স্বয়ং মহাদেব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই ভীত হইয়াছিলেন॥ ৯॥

হরিস্তে শরণং জগ্মু রূচুর্হেতিং জহীতিতান্।
উচে হরিরবধ্যোয়ং হেতি র্দেবাসুরৈঃ সুরাঃ॥ ১০॥

হেতির দৌরাত্ম্যে দেবগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করেন; হে প্রভো! এক্ষণে হেতিকে আপনি সংহার করুন, তাহা হইলেই আমাদিগের নিষ্কৃতি হয়। দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্ববিপত্তঞ্জন নারায়ণ তাঁহাদিগকে কহেন। হে দেবগণ! তোমাদিগের অসদৃশ বর প্রদান জন্যই সেই হেতি রাক্ষস সুরাসুর যক্ষ গন্ধর্ব্বাদির অবধ্য হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তাহাকে বিনাশ করা অতি কঠিন॥ ১০॥

মহাস্ত্রং মে প্রযচ্ছধ্বং হেতিং হন্মি হি য়েন তং ॥ ১১ ॥

হে দেবগণ! হেতি রাক্ষস দেবাদির সমুস্ত মহাস্ত্র দ্বারা অবধ্য হইয়াছে, এক্ষণে সহজে তাহাকে বধ করিবার সাধ্য কাহারই নাই, তোমরা অপর কোন প্রবল মহাস্ত্র আমাকে প্রদান কর, যাহার দ্বারা আমি সহজে সেই হেতিকে হত করিতে পারি ॥ ১১ ॥

ইত্যুক্তাস্তে ততোদেবা গদাস্তাং হরয়েদদুঃ ॥ ১২ ॥

নারায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ গদাস্থি নির্ম্মিতা গদা, যাহা গুপ্তভাবে স্বর্গে ছিল, সেই গদা আনিয়া ভগবানকে প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

দধারতাং গদামাদৌ দেবৈরুক্তোগদাধরঃ।
গদয়া হেতি মাহত্য দেবেভ্য স্ত্রিদিবং দদৌ ॥ ১৩ ॥

দেব বাক্যানুসারে নারায়ণ প্রথম সেই গদা ধারণ করিলেন, একারণ ব্রহ্মাদি দেবতারা তাঁহাকে আদিগদাধর বলিয়া বিখ্যাত করেন। সেই গদাঘাতে ভগবান হেতিকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে স্বর্গ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

গদামাদাববষ্টভ্য গয়াসুর শিরঃশিলাং।
নিশ্চলার্থং স্থিতো যস্মা তস্মাদাদিগদাধরঃ ॥ ১৪ ॥

হেতি বধানন্তর ভগবান ঐ গদা ধারণ পূর্ব্বক গয়াসুরকে নিশ্চল করনার্থে তৎশিরঃস্থিত শিলাতে অবস্থিতি করেন; একারণ গয়াক্ষেত্রে তাঁহাকে অদ্যাপি সকলে আদিগদাধর বলিয়া খ্যাত করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

ক্ষালনার্থং গদা যত্র বিষ্ণুনা লোলিতাঽভবৎ।
বভুব তদ্গদা লোলং তীর্থং পরম পাবনং ॥ ১৫ ॥

হেতি বধান্তর রক্তরঞ্জিত গদা ক্ষালনার্থ যে সরোবর সৃজন করেন, সেই সরোবর পরম পবিত্র গদালোল তীর্থ নামে বিখ্যাত ॥ ১৫ ॥

শিলাসৌ মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃ প্রভাসো নগপর্ব্বতঃ।
উদ্যন্তো গীত নাদশ্চ ভস্মকুটো গিরির্ম্মহান্।
গৃধ্রকুটঃ প্রেতকুট শ্চাদিপালোঽরবিন্দকঃ॥ ১৬॥

গয়াসুর শিরঃস্থিত দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলা, আর মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্ব্বত, প্রভাষ পর্ব্বত, নগপর্ব্বত; উদ্যন্তকপর্ব্বত, গীতনাদ পর্ব্বত, ভস্মকূট পর্ব্বত, গৃধ্রকূট পর্ব্বত, প্রেতকূটপর্ব্বত, আদিপাল পর্ব্বত, অরবিন্দ পর্ব্বত, এই একাদশ শিলা ঐ ক্ষেত্রে উক্ত আছে। ১৬॥

পঞ্চলোকাঃ সপ্তলোকা বৈকুণ্ঠো লোহদণ্ডকঃ।
ক্রৌঞ্চপাদোঽক্ষয়বটঃ ফল্গুতীর্থং মধুশ্রবা॥
দধিকুল্যা মধুকুল্যা দেবিকাচ মহানদী।
বৈতরণ্যাদিনা ব্যক্তরূপেণাদিগদাধরঃ॥

পঞ্চলোক ও সপ্তলোক, বৈকুণ্ঠ, লোহদণ্ড, ক্রৌঞ্চপাদ, অক্ষয়বট, এবং ফল্গুতীর্থ, মধুশ্রবা, দধিকুল্যা, মধুকুল্যা, দেবিকা, মহানদী প্রভৃতি তীর্থরূপে অব্যক্তরূপী ভগবান আদি গদাধর গয়াক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য। গয়াধামে উপরিউক্ত যে যে সকল পর্ব্বত ও যে যে সকল নদী এবং আর আর উল্লিখিত যে যে স্থান, সে সমুদায়ই ভগবানের রূপ জানিবেন।

বিষ্ণোঃপদং রুদ্রপদং ব্রহ্মণঃ পদমুত্তমং।
কশ্যপস্য পদং দিব্যং দ্বৌহস্তৌ যত্র নির্গতৌ।
পঞ্চাগ্নীনাং পদান্যত্র ইন্দ্রাগস্ত্যপদে পরে।
রবেশ্চ কার্ত্তিকেয়স্য ক্রৌঞ্চ মাতঙ্গয়োরপি।
মুখ্য লিঙ্গানি সর্ব্বাণি ব্যক্তাব্যক্তাত্মনাস্থিতঃ॥ ১৮॥

ধর্ম্মশিলোপরি বিষ্ণুর পাদপদ্ম চিহ্ন, আর রুদ্রপাদ চিহ্ন, কশ্যপ মুনির পাদ চিহ্ন, যাহাতে পিণ্ডদানকালে পিণ্ড গ্রহণার্থ ঐ চিহ্ন হইতে হস্তদ্বয় বহির্গত হইয়াছিল। (তদাখ্যান পশ্চাৎ ব্যাখ্যাত হইবে,) এবং পঞ্চাগ্নিদিগের পাদচিহ্ন ও ইন্দ্রপাদ ও অগস্ত্য পাদচিহ্ন, সূর্য্য ও কার্ত্তিকেয়ের পাদচিহ্ন, আর২ দেবাদির

মুখচিহ্নাদি যে সকল আছে; সে সকল চিহ্ন রূপে ব্যক্তাব্যক্ত রূপী ভগবান গয়াধামে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

আদ্যো গদাধরশ্চৈব ব্যক্তঃ শ্রীমান্ গদাধরঃ।
গায়ত্রীচৈব সাবিত্রী সন্ধ্যা চৈব সরস্বতী।
গয়াদিত্যশ্চোত্তরার্কো দক্ষিণার্কোপি নৈমিষঃ।
শ্বেতার্কো গণনাথশ্চ বসবোষ্টৌ মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৯ ॥ *

প্রত্যক্ষমূর্ত্তিমান রূপে আদিদেবগদাধর গয়াক্ষেত্রে নিত্য অবস্থিত এবং গায়ত্রী, সাবিত্রী, সন্ধ্যা ও সরস্বতী দেবীও অবস্থিতি করেন, এতদ্ব্যতীত গয়াদিত্য, উত্তারার্ক, দক্ষিণার্ক, এই তিন সূর্য্যমূর্ত্তিরও অবস্থান আছে, নৈমিষারণ্য, শ্বেতার্ক নামে সূর্য্যের অপরামূর্ত্তি, ও গণনাথ নামে গণেশ-রূপ, আপঃ প্রভৃতি অষ্টবসুর মূর্ত্তি, আর মরীচ্যাদি মুনীশ্বর সকলেরই গয়াতে অবস্থিতি আছেন ॥ ১৯ ॥

রুদ্রাশ্চৈকাদশোনাম তথা সপ্তর্ষয়োপরে।
সোমনাথশ্চ সিদ্ধেশঃ কপর্দ্দীশো বিনায়কঃ।
নারায়ণো মহালক্ষ্মী ব্রহ্মা শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
মার্কণ্ডেয়েশঃ কোটীশো প্যঙ্গিরেশঃ পিতামহঃ।
জনার্দ্দনো মঙ্গলাচ পুণ্ডরীকাক্ষ উত্তমঃ।
ইত্যাদি ব্যক্তরূপেণ স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ ॥ ২০ ॥

*একাদশ রুদ্র, সপ্তঋষি, সোমনাথ, সিদ্ধেশ্বর, কপর্দ্দীশ্বর, বিনায়ক, গণেশ, নারায়ণ, মহালক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শ্রীপুরুষোত্তম অর্থাৎ জগন্নাথদেব, মার্কণ্ডেয়, কোটীশ, অঙ্গিরেশ, পিতামহ নামে ব্রহ্মার অপরামূর্ত্তি, জনার্দ্দন নামে নারায়ণ মূর্ত্তি মঙ্গলাদেবী ও পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু মূর্ত্তি, এই সকল মূর্ত্তি আদি গদাধরের ব্যক্তরূপ, অর্থাৎ এই সকল ব্যক্তরূপে আদি গদাধর গয়ায় অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২০ ॥

হেতির্য্যো রাক্ষসস্তত্র হতে বিষ্ণুপুরং গতঃ।
ব্রহ্মণা সহরুদ্রাদ্যৈঃ কারিতে নিশ্চলে সুরে।
তুষ্টাবাদ্য গদাপাণিং বেধা হর্ষেণ নির্বৃতঃ॥ ২১॥

হেতিনামক যে রাক্ষস গয়াধামে বাস করিত, সে বিষ্ণু কর্ত্তৃক হত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। অনন্তর ব্রহ্মারুদ্রাদি সহিত দেবগণ গয়াসুরকে নিশ্চল করিলে পর, হর্ষনির্বৃত চিত্তে ব্রহ্মা গয়াধামে আসিয়া আদিদেব গদাধরকে বিবিধ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ২১॥

ব্রহ্মোবাচ।

গদাধরং ব্যপগতকাল কল্মষং।
গয়াগতং গদিতগুণং গুণাতিগং।
গুহাগতং গিরিবর গেহ গোপিতং।
সুরার্চ্চিতং বরদ মহং নমামি তং॥ ২২॥

কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মা গদাধরকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। হে বরদ! তুমি আদি গদাধর, কাল এবং সমস্ত কলুষ কলাপ বর্জ্জিত, তুমি নির্গুণ অথচ গয়াগত হইয়া সগুণ হইয়াছ, তুমি সর্ব্বজীবান্তর্যামী গুহাশয়, তুমি গিরিকন্দরবাসী, ত্রিজগদাশ্রিত অথচ তোমার নির্ণীত বাস কুত্রাপি নাই। তুমি সমস্ত ত্রিদশগণার্চ্চিত অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করি॥ ২২॥

অহঃশ্রিয়ং ত্রিদশগণাদিষু শ্রিয়ং ভবেচ্ছ্রিয়ং।
দিতিভব দারুণ শ্রিয়ং। কলিশ্রিয়ং কলিমল-
মর্দ্দন শ্রিয়ং গদাধরং নৌমি তমাশ্রিত শ্রিয়ং॥ ২৩॥

হে গদাধর! তুমি এই জগতে সূর্য্য স্বরূপ এবং সমস্ত দেবগণের ঐশ্বর্য্য স্বরূপ, সংসারের শোভনীয় সকলের শোভাস্বরূপ, দৈত্যগণের যে শ্রী, তার শোভার স্বরূপও তুমি, আগত কলিমলাপহরণ শ্রীবিশিষ্ট অর্থাৎ পাপমর্দ্দক হও এবং বিজিত সাংগ্রামিক ঐশ্বর্য্য স্বরূপ, আবার তুমিই কলি ভবজনের কলিমল কলুষিত মন্দ শ্রী, এবং অস্মদাদি দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন ঐশ্বর্য্যরূপ সকল

শোভাই তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি॥ ২৩॥

দৃঢ়াদৃঢ়ং পরিদৃঢ় গাঢ়সংস্তুতং কিমদ্ভুতং সুদৃঢ়
মরূঢ়ি রূঢ়িগং তমাঢ্যগং দৃঢ়দুরিতাদ্য ঢৌকিতং
স্বঢৌকৃতং দৃঢ়তর গোত্র সুক্তিগং॥ ২৪॥

হে গদাপানে! হে আদি নারায়ণ প্রভো! তুমি দৃঢ় এবং অদৃঢ় সমস্তের আত্মা স্বরূপ, তুমি অতিশয় দৃঢ় অথচ বিস্মাপনীয়রূপ বিশিষ্ট, তোমার সম্যক্ গুণ গ্রহণ করতঃ গাঢ়রূপে স্তব করিতে কেহই শক্ত নহেন; যেহেতু তুমি গাঢ় সংস্তুত, তুমি যত দৃঢ়বস্তু আছে সে সকল হইতে পরম দৃঢ়, রূঢ়ি এবং অরূঢ়ি যৌগিকাদি সম্যক্ শব্দের এক বাচ্য, কিন্তু তুমি সকলের বহির্ভূত বস্তু, তুমি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উপরগামী, দৃঢ়তর দুরিতাদির অস্পৃশ্য, অথচ তুমিই স্বতন্ত্র হইতে সে সকলের উৎপাদক, তোমার এমন কোন বিশেষ নাম নাই যে তদ্দারা তোমাকে স্তব করা যায়, কিন্তু আবার তুমিই সর্ব্বনাম বিশিষ্ট॥ ২৪॥

বিদেহকং করণকলা বিবর্জ্জিতং বিয়ন্মরুদ্দিন-
করবারি ভূষিতং। গদাধর ধ্বনিমুখ বর্জ্জিতং
পরং নমাম্যহং সতত মনাদিমীশ্বরং॥ ২৫॥

হে গদাধর! তুমি বিদেহ অর্থাৎ দেহরহিত, মন আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় কলাপ বর্জ্জিত; তুমি শব্দাতীত অতীন্দ্রিয় ও জন্মরহিত, তুমি আকাশ ও বায়ু স্বরূপ, তুমি দিনকর মণ্ডলস্থ তৎকিরণ কলাপ মণ্ডিত, এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর অন্তরঙ্গম, অশব্দ, অস্পর্শ, অদৃশ্য, অক্লেদ্য অগন্ধবান অর্থাৎ কোন ধ্বনিদ্বারা তুমি অনুমিত নহ, তুমি মুখবর্জ্জিত অথচ সর্ব্বতোমুখ, তুমি পরাৎপর পরমপুরুষ অনাদি ঈশ্বর, তোমাকে সতত আমি নমস্কার করি॥ ২৫॥

মনোতিগং মতিগতি বর্জ্জিতং পরং সদাদ্বয়ং
শ্রুতিশিরঃ সংস্তুতং বুধৈঃ! চিদাত্মকং কলিগত
কারণাতিগং গদাধরং হৃদয়গতং নমামি তং॥ ২৬॥

হে বরদ! তুমি মন ও বুদ্ধির অতীত, তুমি স্থাণুবৎ নিশ্চল গতিরহিত, তুমি অদ্বিতীয় এক পরম পুরুষ, তোমাকে প্রাণরূপ জানিয়া জ্ঞানীরা স্তব করেন, তুমি জ্ঞানস্বরূপ তৎসৎ শব্দের বাচ্য সর্ব্বোপনিষদ্বেদ্য আত্মা, তুমি কলিগত সর্ব্বকারণ শূন্য দ্রষ্টা পুরুষ; সকলের হৃদিশায়ী দ্বন্দাতীত একোগম্য; অতএব সর্ব্বজীবের হৃদয়গত জানিয়া তোমাকে সতত নমস্কার করি ॥ ২৬ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

দেবৈঃ সার্দ্ধং ব্রহ্মণৈবং স্তুতশ্চাদি গদাধরঃ।
উচেবরান্ বৃণুষ্বত্বং বরং ব্রহ্মা তমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

সনৎকুমার বলিলেন। আদিদেব গদাধর ব্রহ্মা কর্তৃক ঐরূপ স্তুত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন; হে ব্রহ্মন্! আমি তৎকৃত স্তবে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর যাচঞা কর; এতদাজ্ঞা প্রাপ্তে ব্রহ্মা গদাধরকে কহিলেন ॥ ২৭ ॥

শিলায়াং দেবরূপিণ্যাং নতিষ্ঠাম ত্বয়া বিনা।
স্থাস্যামোহত্র ত্বয়াসার্দ্ধং নিত্যং ব্যক্তাদি রূপিণা ॥ ২৮ ॥

হে ভগবন্! পূর্ব্বে ধর্ম্মব্রতার প্রার্থনামত বর প্রদান জন্য তদ্দেহজাতা দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলাতে তোমার সঙ্গ ব্যতীত আমরা বাস করিব না, অর্থাৎ তোমার ব্যক্তাদিরূপের সহিত ঐ শিলোপরি আমরা নিত্য অবস্থান করিব, অতএব এই মাত্র অভিলষিত বরদান করুন, যে আপনিও আমাদিগের সহিত ধর্ম্মশিলাতে অবস্থিতি করিবেন ॥ ২৮ ॥

এবমস্তু শ্রিয়াসার্দ্ধং স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ।
লোকানাং রক্ষণার্থায় জগতাং মুক্তি হেতবে ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃত স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান আদি গদাধর, তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মীর সহিত সর্ব্বলোকের রক্ষার নিমিত্ত, এবং জগতের মুক্তির নিমিত্ত গয়াধামে আসিয়া ধর্ম্মশিলাতে সংস্থিত হইলেন। ২৯ ॥

সুব্যক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষো জনার্দ্দন ইতি শ্রুতঃ।
বেদৈরগম্যা যা মূর্ত্তি রাদিভূতা সনাতনী ॥

সুব্যক্তা শ্বেতকল্পে সা ভবিষ্যতি তথাপুনঃ।
বরাহকল্পেহুব্যক্তা ব্যক্তি মপ্যগমৎ পুরা ॥ ৩০ ॥

নারদাদি ঋষিগণ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে প্রভো! পূর্ব্বশ্রুত এই সনাতনী শ্রুতি আছে, তথাপি প্রণালিগত আপনার বর্ণনানুসারে সেই প্রবাদকে নূতন বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, অতএব সমস্ত পরিষ্কার করিয়া বলুন। সনৎকুমার বলিলেন বৎস! শ্রবণ কর, নারায়ণ পুণ্ডরীকাক্ষ ও জনার্দ্দনরূপে পূর্ব্বে সুব্যক্ত হইয়াছিলেন, ইহাও শ্রুতি সংবাদ আছে; কেননা সর্ব্ববেদের অগম্য আদিভূত নিত্যসিদ্ধ গদাধরাদি মূর্ত্তি নূতন কল্পিতা নহে, অপ্রকট থাকিয়া শ্বেতকল্পে পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইবেন। এবং যে মূর্ত্তি বরাহ কল্পে অব্যক্তা, তাহাও তৎপূর্ব্ব কল্পে সুপ্রকাশিতা ছিল ॥ ৩০ ॥

সন্তারণায় লোকানাং দেবানাং রক্ষণায়চ।
গয়াশিরসি সুব্যক্তৌ ভবিষ্যতি ন সংশয়ং ॥ ৩১ ॥

জন সকলের তারণের নিমিত্ত, এবং দেবতাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত সেই সকল রূপ ব্যক্তভাবে পুনর্ব্বার গয়াসুর মস্তকে ধর্ম্মশিলাতে প্রকটিত হইবে। ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য। গয়াধাম প্রকাশের পূর্ব্বে নারদকে সনৎকুমার এই আখ্যায়িকা করিয়াছিলেন। এ সকল পুরাতন কথা; কল্পে কল্পে এইরূপ ঘটনা হয়, অজ্ঞাত প্রযুক্ত লোকে পুরাতন প্রস্তাবকে নূতন বলিয়া বোধ করে, যথা প্রমাণং "যথেন্দু সূর্য্যৌগগণে উদয়াস্তময়া বিহ। তথা দেব নিকায়াস্ত সংভবন্তি যুগে যুগে", যেমন চন্দ্র সূর্য্য গগণমণ্ডলে নিত্য উদয়াস্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ দেবতারাও যুগে যুগে উদয়াস্তময় হন্ ॥ ৩১ ॥

যে দ্রক্ষ্যন্তি সদাভক্ত্যা দেবমাদি গদাধরং।
কুষ্ঠরোগাদ্বিনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি হরি মন্দিরে ॥ ৩২ ॥

যে সকল ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আদিদেব গদাধরকে দেখিবেন তাঁহারা কুষ্ঠরোগাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিবেন ॥ ৩২ ॥

যে দ্রক্ষ্যন্তি সদাভক্ত্যা দেবমাদি গদাধরং।
তে প্রাপ্স্যন্তি ধনং ধান্য মায়ুরারোগ্য মে বচ।
কলত্রপুত্র পৌত্রাদি গুণ কীর্ত্তি সুখানিচ ॥ ৩৩ ॥

যে সকল ব্যক্তি সদত ভক্তিপূর্ব্বক আদিদেব গদাধরকে দর্শন করিবেন তাঁহারা সকলে ধন, ধান্য, আয়ু, আরোগ্য, এবং মনোভিলষিত দারা, পুত্র, পৌত্র, গুণ, কীর্ত্তি এবং সুখাদি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রদ্ধয়া যে নমস্যন্তি রাজ্যং ব্রহ্ম পুরং তথা।
ভুঙ্ক্ত্বা ব্রজেয়ুঃ সততং পুণ্য পুঞ্জফলং নরাঃ ॥ ৩৪ ॥

যে সকল ভক্তিমান ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আদি দেব গদাধরকে নমস্কার করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে রাজ্য ও তৎপুণ্য জনিত পুঞ্জ ২ শুভ ফলভোগ করতঃ অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৪ ॥

গন্ধদানেন গন্ধাঢ্যং সৌভাগ্যং পুষ্পদানতঃ।
ধুপদানেন রাজ্যাপ্তি দীপাদ্দীপ্তিং প্রয়চ্ছতি ॥ ৩৫ ॥

গদাধরদেবকে গন্ধদান করিলে গন্ধাঢ্যতা প্রাপ্তি হয়, পুষ্পদানে সৌভাগ্য লাভ, ধূপদানে রাজ্যলাভ, দীপদানে কান্তির অতুল্য দীপ্তি প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৫ ॥

ধ্বজদানাৎ পাপহানি র্যাত্রাক্রদ্ব্রহ্মলোক ভাক্।
শ্রাদ্ধ পিণ্ডপ্রদো যস্ত বিষ্ণুং নেষ্যন্তি বৈপিতৃন্ ॥ ৩৬ ॥

গদাধর মন্দিরে ধ্বজা দান করিলে সর্ব্বপাপ নাশ হয়, এবং দর্শনাদির অভিলাষে যাত্রা করিলে ব্রহ্মলোক বাসে অধিকার হয়, আর পিতৃলোকোদ্দেশে গদাধর পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে, পিণ্ডদাতাদিগের পিতৃলোকসকল বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রদ্ধয়া যে নমস্যন্তি স্তোত্রেণাদি গদাধরং।
স্তোষ্যন্তিচ সমভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্নেষ্যন্তি মাধবং ॥ ৩৭ ॥

যে সকল ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আদিদেব গদাধরকে এই স্তোত্রদ্বারা স্তব করেন, আর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রণাম এবং গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক

পূজা করেন, তিনি আপন পিতৃলোকদিগকে তদ্বিষ্ণুর পরমপদে নীত করিবেন ॥ ৩৭ ॥

শিবোপি পরয়াপ্রীত্যা তুষ্টাবাদি গদাধরং ॥৩৮ ॥

যেহেতু পরমাত্ম শিব জগৎ গুরু হইয়াও এই বক্ষ্যমাণ স্তোত্র দ্বারা প্রীতিপূর্ব্বক আদি দেব গদাধরকে স্তব করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন —যথা ॥ ৩৮ ॥

শিব উবাচ।

অব্যক্তরূপো যো দেবো মুণ্ডপৃষ্ঠাদি রূপতঃ।
ফল্গুতীর্থাদি রূপেণ নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৩৯ ॥

অব্যক্তরূপী যে দেব মুণ্ডপৃষ্ঠাদিরূপে, এবং ফল্গু তীর্থাদিরূপে গয়াধামে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপেণ পদরূপেণ সংস্থিতঃ।
মুখ লিঙ্গাদি রূপেণ নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪০ ॥

যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপী, পদচিহ্নরূপে ও মুখ লিঙ্গাদিরূপে গয়াক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪০ ॥

অব্যক্ত রূপেণ যো দেবো জনার্দ্দনঃ স্বরূপতঃ।
মুণ্ডপৃষ্ঠে স্বয়ং জাতো নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪১ ॥

ব্যক্তরূপী যে দেব জনার্দ্দন স্বরূপে মুণ্ডপৃষ্ঠে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪১ ॥

শিলায়াং দেবরূপিণ্যাং স্থিতং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ।
পূজিতং সংস্তুতং দেবং নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪২ ॥

গয়াসুর মস্তকোপরি দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলাতে যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণ সহিত অবস্থিত, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক যিনি পরিপূজিত ও সংস্তুত হইয়াছেন, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥

যদ্দৃষ্ট্বা তথা স্পৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা প্রণম্যচ।
শ্রাদ্ধাদৌ ব্রহ্মলোকাপ্তি র্নমাম্যাদি গদাধরং॥ ৪৩॥

যাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধকালে পূজা প্রণামাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি। ৪৩॥

মহাদেবশ্চজগতো ব্যক্তস্যৈকংহিকারণং।
অব্যক্তং জ্ঞানরূপং তংনমাম্যাদি গদাধরং॥ ৪৪॥

যিনি ব্যক্তরূপে পরিদৃশ্যমান্ মহত্তত্বাদির এবং প্রকাণ্ডজগতের একমাত্র কারণ, বস্তুতঃ তিনি অব্যক্ত রূপী জ্ঞানস্বরূপ, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি॥ ৪৪॥

দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রাণাহঙ্কার বর্জ্জিতং।
জাগ্রৎ স্বপ্নাদি নির্ম্মুক্তং নমাম্যাদি গদাধরং॥ ৪৫॥

যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি বর্জ্জিত, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় রহিত, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি॥ ৪৫॥

নিত্যানিত্য বিনির্ম্মুক্তং সত্যমানন্দ মব্যয়ং।
তুরীয়ং জ্যোতিরাত্মানং নমাম্যাদি গদাধরং॥ ৪৬॥

যিনি নিত্য, অনিত্যাদি দোষে বিমুক্ত, সত্যস্বরূপ, শুদ্ধ আনন্দস্বরূপ, যিনি অব্যয়াত্মা স্বরূপ, তুরীয়াবস্থ, এবং জ্যোতীরূপ সেই বিভু, আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি॥ ৪৬॥

সনৎকুমার উবাচ।

এবং স্তুতো মহেশেন প্রীতোহ্যাদি গদাধরঃ।
স্থিতোদেবঃ শিলায়াং স ব্রহ্মাদ্যৈ র্দৈবতৈঃ সহ॥ ৪৭॥

সনৎকুমার নারদাদিকে কহিতেছেন, যে এইরূপে মহেশ্বর কর্ত্তৃক সংস্তুত, অর্থাৎ স্তব দ্বারা পরম প্রীত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত ঐ গয়াশিরসি ধর্ম্মশিলাতে গদাধর অবস্থিত হইলেন॥ ৪৭॥

সংস্থিতং মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রৌ দেবমাদি গদাধরং।
স্তুবন্তি পূজয়ন্তীহ ব্রহ্মলোকং প্রযান্তিতে॥ ৪৮॥

হে নারদ! গয়াসুর মুণ্ডপৃষ্ঠে পর্ব্বতোপরি সংস্থিত আদি দেব গদাধরকে যে সকল লোক স্তব এবং পূজা করেন, তাঁহারা সত্যাখ্য পরমপদ সেই ব্রহ্মলোকে গমন করেন॥ ৪৮॥

ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্ম মর্থার্থী চার্থমাপ্নুয়াৎ।
কামার্থী প্রাপ্নুয়াৎ কামং মোক্ষার্থী মোক্ষ মাপ্নুয়াৎ॥ ৪৯॥

ভগবান গদাধর ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, তাঁহার অর্চ্চন ফলে ধর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তির ধর্ম্মলাভ, অর্থাভিলাষীর অর্থপ্রাপ্তি, কামার্থীর কাম এবং মোক্ষার্থীর পরম মোক্ষলাভ হয়; যেহেতু ভগবান চতুর্ব্বর্গের ফলপ্রদ, কামনানুসারে অর্চ্চকের সম্যক্ অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন॥ ৪৯॥

বন্ধ্যাচ লভতে পুত্রং বেদবেদাঙ্গ পারগং।
রাজাবিজয় মাপ্নোতি শূদ্রশ্চ সুখ মাপ্নুয়াৎ॥ ৫০॥

বন্ধ্যাস্ত্রী গদাধরের প্রণামার্চ্চন ফলে বেদ বেদাঙ্গ পারগ পুত্র লাভ করে, সংগ্রামজিগীষু রাজারা গদাধর কৃপায় সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়েন, বৈশ্য শূদ্রাদিরা গদাধর পূজা করিয়া তৎপ্রসাদে পরম সুখলাভ করেন॥ ৫০॥

পুত্রার্থী লভতে পুত্রানভ্যর্চ্চ্যাদি গদাধরং।
মনসা প্রার্থিতং সর্ব্বং পূজাদৌ প্রাপ্নুয়াদ্ধরেঃ॥ ৫১॥

অপুত্রক ব্যক্তিরা যদি পুত্র কামনা করিয়া আদি গদাধরের পূজা করেন তবে তাঁহারা গদাধরার্চ্চন ফলে বহু পুত্র প্রাপ্ত হয়েন, গদাধররূপী ভগবান হরির পূজন বন্দন স্তবনাদি দ্বারা যে ব্যক্তি মানসে যাহা প্রার্থনা করে, তাহার সেই সকল অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তি হয়॥ ৫১॥

ইতিশ্রীবায়ুপুরাণে বায়ুপ্রোক্তসংহিতায়াং সুত শৌনক সংবাদে গয়ামাহাত্ম্যে আদি গদাধরাখ্যানং
পঞ্চমাধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভঃ।

অথ গয়াধাম যাত্রাবিধিঃ।

অনন্তর ষষ্ঠাধ্যায়ে গয়াক্ষেত্রযাত্রাদির অনুষ্ঠান এবং গয়াপ্রাপ্তির পর শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা ক্রম নিয়ম বিধি ও ফলাদি সম্যক্ বর্ণন করিয়াছেন তাহা ক্রমশঃ বিস্তার করিয়া কহিতেছি। যথা

সনৎকুমার উবাচ।

গয়াযাত্রাং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ মুক্তিদাং।
নিষ্কৃতিঃ পিতৃকর্ত্তৄণাং ব্রহ্মণা গীয়তে পুরা॥ ১॥

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন। বৎস নারদ! পিতৃ নিষ্কৃতিকারি ব্যক্তিদিগের মুক্তি প্রদায়িনী গয়াযাত্রার বিশেষ করিয়া বিধান কহিতেছি শ্রবণ কর, ইহা পূর্ব্বে ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন॥ ১॥

উদ্যত শ্চেদ্গয়ায়াং গন্তুং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
বিধায় কার্পটীবেশং কৃত্বা গ্রামং প্রদক্ষিণং॥ ২॥

গয়াধামে যদি কেহ গমনোদ্যত হন, তবে সেই ব্যক্তি প্রথমতঃ তীর্থ গমনীয় বিধিপূর্ব্বক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া তীর্থ যাত্রি বেশ ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় বাস গ্রামকে প্রদক্ষিণ করিবেন॥ ২॥

ততো গ্রামান্তরং গত্বা শ্রাদ্ধশেষস্য ভোজনং।
ততঃ প্রতিদিনং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহ বিবর্জ্জিতঃ॥ ৩॥

অনন্তর তীর্থ গন্তৃ শ্রাদ্ধকারী পুরুষ শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করতঃ ঐ দিন স্বগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া বাস করিবেন। তদনন্তর প্রতিগ্রহ বর্জ্জিত হইয়া গয়াভিমুখে প্রতিদিন গমন করিতে থাকিবেন॥ ৩॥

প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো নিয়তঃ শুচিঃ।

অহঙ্কারো বিমুক্তো যঃ সত্তীর্থ ফলমশ্নুতে ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহণে নিবৃত্ত, ও সন্তুষ্ট মানস, ও নিয়ত শুদ্ধচিত্ত এবং অহঙ্কারাদি দোষ বর্জ্জিত হয়, সেই ব্যক্তিই সমস্ত তীর্থের ফল লাভ করে। ৪ ॥

যস্যহস্তৌচ পাদৌ মনশ্চাপি সুসংযতং।

বিদ্যাতপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থ ফলমশ্নুতে ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তির হস্ত, পদ, ও মন স্ববশে অবস্থিত হয়, এবং যাহার ধর্ম্ম জ্ঞানোপযোগিনী বিদ্যা আছে, আর তপস্যা ও সৎকীর্ত্তি করণে যাহার মানস আছে, সেই ব্যক্তিই সম্যক্ তীর্থের ফল পায়। ৫ ॥

ততোগয়া প্রবেশেচ পূর্ব্বতোস্তি মহানদী।

তত্রতোয়ং সমুৎপাট্য স্নাতব্যং নির্ম্মলে জলে ॥ ৬ ॥

অনন্তর গয়াধামে প্রবেশ করতঃ তৎপূর্ব্বভাগে সংস্থিতা সুবিখ্যাতা যে ফল্গুনাম্নী মহানদী আছে তাহা হইতে সলিল উৎপাটন করিয়া, সেই নির্ম্মল জলে স্নান করিবেন। জলোৎপাটন পদে জল শূন্যা বালুকাময়ী নদীতে বালি খনন দ্বারা জল উৎপাদন করিবেন, ইত্যর্থে বিন্ধ পাদ বিনিঃসৃতা মহানদী ফল্গুই প্রসিদ্ধা ॥ ৬ ॥

দেবাদীং স্তর্পয়িত্বাথ শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাবিধি।

স্ব স্ব বেদ শাখোদিত মর্ঘ্যাবাহন বর্জ্জিতং ॥ ৭ ॥

সেই নির্ম্মল ফল্গু জলে স্নানানন্তর পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিয়া, যথা বিধি স্বীয় স্বীয় বেদশাখোক্ত মন্ত্র দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবেন। কিন্তু তীর্থ শ্রাদ্ধানুসারে পিতৃ দেবগণের আবাহন অর্ঘ্য বিবর্জ্জন করিবেন গয়ায় এই বিধি ॥ ৭ ॥

অপরেদ্যুঃ শুচির্ভূত্বা গচ্ছেদ্বৈ প্রেত পর্ব্বতে।

ব্রহ্মকুণ্ডে ততঃ স্নাত্বা দেবাদীং স্তর্পয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮ ॥

ফল্গু শ্রাদ্ধের পর দিবস, শুচি হইয়া প্রেত পর্ব্বতে গমন করণানন্তর তথায়

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতঃ সুবুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি তজ্জলে দেব পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদনার্থ তর্পণ করিবেন ॥ ৮॥

কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং সপিণ্ডানাং প্রযতঃ প্রেত পর্ব্বতে।
প্রাচীনাবীতিনার্ভ্যর্চ্চ্য দক্ষিণাভিমুখঃ স্মরন্ ॥ ৯ ॥

তর্পণানন্তর সংযত ইন্দ্রিয়বান হইয়া ঐ প্রেত শিলাতে সপিণ্ড বর্গের শ্রাদ্ধ করিবেন, তৎপূর্ব্বে আচমন পূর্ব্বক, বিপরীতোত্তরীয়বান হইয়া দক্ষিণাভিমুখে এই মন্ত্রে দেবগণকেও পিতৃগণকে স্মরণ করতঃ আবাহন করিবেন ॥ ৯ ॥ যথা—

"কব্যবাহোনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা স্তথা।
অগ্নিস্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ।
আগচ্ছন্তু মহাভাগা অস্মাভী রক্ষিতাস্ত্বিহ" ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থঃ। কব্যবাহ অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, যম এবং অগ্নিস্বাত্তা বর্হিষদ, সোমপা, ইত্যাদি মহাভাগ পিতৃদেবগণ আমাদিগের অভিরক্ষিতা রূপে এইস্থানে আগমন করুন্ ॥ ১০॥

"মদীয়াঃ পিতঃরোযেচ কুলেজাতাঃ কুলাশ্রয়াঃ।
তেষাং পিণ্ড প্রদানার্থমাগতোস্মি গয়ামিমাং।
তে সর্ব্বেতৃপ্তি মায়ান্তু শ্রাদ্ধেনানেন শাশ্বতীং ॥ ১১ ॥

মদীয় কুলে উৎপন্ন পুরুষ ও যে সকল পিতৃলোক, যাঁহারা কুলজাত রূপে বিখ্যাত, তাঁহাদিগের উদ্ধার নিমিত্ত পিণ্ডদান করিতে এই গয়াধামে আমি আগত হইয়াছি। মৎকৃত শ্রাদ্ধ দ্বারা তাঁহারা সকলেই অক্ষয়া তৃপ্তি প্রাপ্ত হউন্, অর্থাৎ জনন মরণ রহিত হইয়া পরম পদে গমন করুন্ ॥ ১১ ॥

আচম্যোক্তাচ পঞ্চাঙ্গং প্রাণায়ামং প্রযত্নতঃ।
পুনরাবৃত্তি রহিতঃ ব্রহ্মলোকাপ্তি হেতবে ॥ ১২ ॥

আচমনানন্তর,পিতৃলোকেরপুনরা বৃত্তি রহিত ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় যত্ন পূর্ব্বক যথাবিহিত পঞ্চাঙ্গ প্রাণায়াম করিবেন অর্থাৎ পাঁচ পঁচিশ পঞ্চদশ পূরক কুম্ভক ও রেচকরূপ প্রাণায়াম করিবেন ॥ ১২ ॥

এবঞ্চ বিধিবৎ শ্রাদ্ধং কৃত্বাপূর্ব্বং যথাক্রমং।
পিতৄনাবাহ্য চার্ভর্চ্চ্য মন্ত্রৈঃ পিণ্ডপ্রদোভবেৎ ॥ ১৩ ॥

এইরূপ বিধিবৎ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবেন, তৎপূর্ব্বক্রম যথাবিধি লিখিতেছি, অর্থাৎ পিতৃলোকের আবাহন করতঃ অর্চ্চনা করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পিণ্ডপ্রদান করিবেন ॥ ১৩ ॥

তীর্থে প্রেতশিলাদৌচ চরুণা সঘৃতেন বা।
প্রক্ষাল্য পূর্ব্বং তৎস্থানং পঞ্চগব্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৪ ॥

তীর্থবর প্রেত শিলাদিতে প্রথম পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদানের স্থানকে পঞ্চগব্যে প্রক্ষালন দ্বারা পূর্ব্বে পরিশোধন করতঃ স্বীয় শাখোক্ত মন্ত্রে সঘৃত চরুতে পিণ্ডদান করিবেন ॥ ১৪ ॥ যথা—

মন্ত্রৈস্তৈরথ সংপূজ্য পঞ্চগব্যৈশ্চ দেবতাং ॥ ১৫ ॥

"কব্যবানোনল" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পঞ্চগব্য দ্বারা পিতৃদেবগণের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবেন ॥ ১৫ ॥

যাবন্তিলা মনুষ্যৈশ্চ গৃহীতাঃ পিতৃকর্ম্মসু।
গচ্ছন্তি তাবদসুরাঃ সিংহত্রস্তা যথামৃগাঃ ॥ ১৬ ॥

পিতৃকর্ম্মে যাবৎ সংখ্যক তিল মনুষ্য কর্ত্তৃক গৃহিত হয়, তাবৎ যোজন অন্তরে বিঘ্নকর অসুরগণ পলায়ন করে, যেমন সিংহ কর্ত্তৃক ভীত হইয়া মৃগগণ অতিদূরে পলায়িত হয় সেই মত শ্রাদ্ধবিঘ্নকর অসুরাদি সকল পলায়ন করে ; একারণ পিতৃশ্রাদ্ধে তিলদানের বিশেষ বিধি ॥ ১৬ ॥

অষ্টকাসুচ বৃদ্ধৌচ গয়ায়াং চাক্ষয়েঽহনি।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং পৃথক্ কুর্য্যাদন্যত্রপতিনাসহ ॥ ১৭ ॥

অষ্টকাদি শ্রাদ্ধে এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে, আর মৃতাহ শ্রাদ্ধে মাতার পৃথক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এতদ্ভিন্নস্থলে পতির সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধ করা বিধেয়।—মাতা উপলক্ষণ মাত্র পিতামহী প্রপিতামহীত্যাদিও জানিবেন ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ পিত্রাদি ষট্‌দৈবত শ্রাদ্ধ করিলেই মাত্রাদির ছয় শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় কিন্তু গয়াক্ষেত্রে তাহা নহে; গয়া ভিন্ন অন্য তীর্থ স্থানে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ ইত্যাদি ষট্ পুরুষের শ্রাদ্ধই স্ত্রীর একাঙ্গতা প্রযুক্ত মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহীর, মাতামহী, প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই ছয়ের শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়; ইহাদিগের আর পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হয় না, কিন্তু গয়াক্ষেত্রে এসকলেরি পৃথক্ শ্রাদ্ধ বিধান আছে।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেতু মাত্রাদি গয়ায়াং পিতৃ পূর্ব্বকং ॥ ১৮ ॥

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে মাতৃ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বক পিতৃ শ্রাদ্ধ করিতে হয়, গয়াক্ষেত্রে সে বিধি নহে; অর্থাৎ গয়াতে পিতৃ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বক মাত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবেন; যজুর্ব্বেদীয়-দিগের সর্ব্বত্র এই বিধি কিন্তু গয়াশ্রাদ্ধে সর্ব্ববেদীরই একরূপ বিধান আছে॥ ১৮॥

গৃহীত্বাঞ্জলিনাতেভ্যঃ পিতৃতীর্থেনতত্ত্বতঃ।
শক্তুনা মুষ্টিমাত্রেণ দদ্যা দক্ষয্য পিণ্ডকং ॥ ১৯ ॥

অনন্তর, প্রেতপর্ব্বতে মুষ্টি প্রমাণ শক্তু দ্বারা পিণ্ড হস্তে লইয়া, পিতৃতীর্থে "ক্রব্যবানোনল" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কুশোপরি অক্ষয্য পিণ্ডদান করিবেন ॥ ১৯ ॥

প্রথমতঃ দক্ষিণাগ্র কুশ দ্বারা আস্তরণ পাতিয়া মূলাদি ক্রমে বিধি উক্ত জল পিণ্ডদান করিবেন। তাহার দক্ষিণ ভাগে শেষে সপিণ্ডদিগের শ্রাদ্ধ করাই বিধি। সেই আস্তীর্ণ কুশে কুশ দ্বারা তিলোদক প্রক্ষেপ করিবেন।

সম্বন্ধিন স্তিলাম্ভিশ্চ কুশেনাবাহয়েস্ততঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর স্বীয় সম্বন্ধ এবং স্মৃত পিতৃলোকের বান্ধব মাত্রের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তিল জল দ্বারা আস্তৃত কুশোপরি আবাহন করিবেন। তাহার এই মন্ত্র ॥২০॥ যথা :—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। ১ ॥ ২১ ॥

আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত স্থিত যে সকল দেবগণ, ঋষিগণ, ও পিতৃগণ এবং স্বসম্বন্ধীয় মানবগণ, আর মাতা মাতামহাদি যে সকল পিতৃলোক আছেন, তাঁহারা মদ্দত্ত তিল জলাঞ্জলি প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হউন্ ১ ॥ ২১ ॥

অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।

আব্রহ্ম ভুবনা লোকাদিদমস্তু তিলোদকং। ২ ॥ ২২ ॥

অস্মৎকুলে কোটি পুরুষ অতীত হইয়াছে যে সকল পিতৃলোক এবং যাঁহারা সপ্তদ্বীপে বাস করিতেছেন। আর আব্রহ্ম ভুবনস্থ পিতৃগণ, তাঁহারা তথা হইতে এই তিলোদক প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হউন্ ২ ॥ ২২ ॥

পিতা পিতামহ শ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।

মাতা পিতামহীচৈব তথৈব প্রপিতামহী।

মাতামহ স্তৎপিতাচ প্রমাতামহকাদয়ঃ।

তেষাং পিণ্ডো ময়াদত্তোহক্ষয্য মুপতিষ্ঠতাং। ৩ ॥ ২৩ ॥

পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহীএবং মাতামহ প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ, আমি তাঁহাদিগকে অক্ষয্য পিণ্ডদান করিতেছি, তাঁহারা সকলে এই দর্ভাসনে আসিয়া উপস্থিত হউন্। ৩ ॥ ২৩ ॥

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আবাহন করিয়া ক্রমে সকল নাম উচ্চারণ করতঃ পিণ্ডদান করিবেন। যথা

মুষ্টিমাত্র প্রমাণঞ্চ আর্দ্রামলক মাত্রকং

সমীপত্র প্রমাণংবা পিণ্ডংদদ্যাদ্গয়া শিরে ॥ ২৪ ॥

এক মুষ্টি প্রমাণ বা সরস আমলকী ফল প্রমাণ, অথবা সমীপত্র প্রমাণই বা হউক্ তিল মিশ্রিত এক এক পিণ্ড গয়াশিরে প্রদান করিবেন ॥ ২৪ ॥

উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণাং কুলানি শতমুদ্ধরেৎ।

পিতুর্মাতুশ্চভার্য্যায়া ভগিন্যা দুহিতুস্তথা।

পিতৃম্বসৃ র্মাতৃম্বসৃঃ সপ্তগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৫ ॥

উপরি উক্ত প্রমাণে গয়াশিরে পিণ্ডদান করিলে, পিতৃগোত্রে মাতামহ-গোত্রে, শ্বশুর-গোত্রে, ভগিনী-গোত্রে, কন্যার-গোত্রে-মাতৃষ্বসা, ও পিতৃষ্বসার-গোত্রের, একোত্তর শতপুরুষের উদ্ধার হয় ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—এই এক শত পুরুষ উদ্ধার হয় এই গোত্রানুসন্ধানে পুরুষ সংখ্যায় একোত্তর শত পুরুষ গণনা করিয়াছেন। যথা:—

বিংশতি র্বিংশতি রিন্দ্রাং ষোড়শো দ্বাদশৈবহি।
রুদ্রাদি বসবশ্চৈব কুলান্যেকোত্তরং শতং ॥ ২৬ ॥

পিতৃকুলে বিংশতি পুরুষ, মাতামহ কুলে বিংশতি পুরুষ, শ্বশুর কুলে ষোড়শ পুরুষ, ভগিনীকুলে দ্বাদশ পুরুষ, কন্যাকুলে একাদশ পুরুষ, পিতৃষ্বসার কুলে চতুর্দ্দশ পুরুষ, মাতৃষ্বসার কুলে অষ্ট পুরুষ, এই একোত্তর শত পুরুষের উদ্ধার হয় ॥ ২৬ ॥

নাবাহনং নদিগ্বন্ধো ন দোষা দৃষ্টিসম্ভবাঃ।
সকারুণ্যেন কর্ত্তব্যং তীর্থশ্রাদ্ধং বিচক্ষণৈঃ ॥ ২৭ ॥

তীর্থ শ্রাদ্ধে আবাহন বা দিগবন্ধন নাই অর্থাৎ পিতৃপুরুষদিগের আবাহন করিতে হয় না ও নীচ জাতির দর্শন জন্য দোষ জন্মে না, শুদ্ধ সকরুণ চিত্তে বিচক্ষণগণ শ্রাদ্ধ করিলেই সিদ্ধহয় ॥ ২৭ ॥

পিণ্ডাসনং পিণ্ডদানং পুনঃপ্রত্যবনেজলং।
দক্ষিণাচান্ন সংকল্পং তীর্থশ্রাদ্ধেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রাদ্ধাঙ্গীভূত আসনার্ঘ্য বাসাদি প্রদানের অপেক্ষা করে না; কেবল পিণ্ডাসন কুশ আস্তরণ ও পিণ্ডদান, প্রত্যবনে জল এবং অন্ন সংকল্প অর্থাৎ পাত্রান্ন প্রদান, এতাবন্মাত্র তীর্থ শ্রাদ্ধের বিধি ॥ ২৮ ॥

অথ পিতৃষোড়শী শ্রাদ্ধং।

ইহা নামে মাত্র ষোড়শী, ফলে পিতৃপক্ষে উনবিংশতি পিণ্ডদান করিতে হয়। তৎপূর্ব্বে দক্ষিণাগ্র আস্তৃতকুশোপরি তিলোদক দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা।

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যেতান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥১॥ ২৯ ॥

আমার বংশে যে সকল মৃত পুরুষ, যাঁহাদিগের কোন গতি নাই, এই তিলোদক দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে কুশোপরি আবাহন করিতেছি। ১ ॥ ২৯।

ওঁ মাতামহ কুলে যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥২॥ ৩০॥

আমার মাতামহ কুলে যে সকল মৃত ব্যক্তি, যাঁহাদের কোন গতি নাই, এই তিলোদক দ্বারা তাঁহাদিগকে কুশোপরি আবাহন করিতেছি ॥২॥ ৩০॥

ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥৩॥ ৩১॥

আমার বন্ধু বান্ধবাদি কুলে যে সকল মৃত পুরুষ, যাঁহাদিগের কোন গতি নাই, এই তিলোদক দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে কুশোপরি আবাহন করিতেছি ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

ইত্যেতৈ মন্ত্রৈঃ সজলৈ স্তিলৈ দর্ভেষু ধ্যানবান্।
আবাহ্যাভ্যর্চ্চ্য তেভ্যশ্চ পিণ্ডং দদ্যাদ্‌যথা ক্রমং ॥ ৩২॥

অনন্যচেতা হইয়া এই মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃলোককে ধ্যান করতঃ আস্তির্ণ কুশে সতিল জল দ্বারা আবাহনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া যথাক্রমে পিণ্ডদান করিবে॥ ৩২॥ যথা—

ওঁ অস্মৎ কুলেমৃতা যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

আমার বংশে যে সকল মৃত পুরুষ, যাঁহাদিগের কোন গতি নাই। তাঁহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

ও মাতামহকুলে যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ২ ॥ ৩৪ ॥

আমার মাতামহ কুলে যে সকল মৃত পুরুষ, যাঁহাদিগের কোন গতি নাই, তাঁহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি ॥ ২ ॥ ৩৪॥

ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥

আমার বন্ধুবান্ধবদিগের কুলে গতিরহিত যে সকল মৃত পুরুষ আছেন তাঁহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি॥ ৩॥ ৩৫ ॥

ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যেচ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৪ ॥ ৩৬ ॥

আমার কুলে যে কেহ অজাতদন্তাবস্থায় মৃত অথবা ভূমিষ্ঠ হইতে না পারিয়া জঠরে পীড়িত হইয়া মৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি। এস্থানে আমার কুলে অর্থে—আপন পিতৃ ও মাতামহ কূলে এবং বন্ধুবর্গ কুলে বোঝায় ॥ ৪ ॥ ৩৬ ॥

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিন্নাগ্নিদগ্ধা স্তথাপরে।
বিদ্যুচ্চৌর হতা যেচ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৫॥ ৩৭ ॥

আমার কুলে অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যে কেহ মরিয়াছেন, অথবা যে কাহারও ঔর্দ্ধ দেহিক বহ্নিসংস্কারাদি হয় নাই, এবং বজ্রাগ্নিদ্বারা বা চৌরাদি কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে এই পিণ্ডদান করিতেছি ॥ ৫ ॥ ৩৭ ॥

ওঁ দাবদাহেমৃতা যেচ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৬॥৩৮॥

আমার কুলে যাঁহারা দাবাগ্নি দাহে মৃত বা সিংহ ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক হত, অথবা কুক্কুর শৃগালাদি কোন দংষ্ট্রি কর্ত্তৃক হত, কিম্বা গো মহিষাদি শৃঙ্গ বিশিষ্ট জীব কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি ॥ ৬ ॥ ৩৮ ॥

ওঁ উদ্বন্ধনমৃতা যেচ বিষশস্ত্র হতাশ্চ যে।
আত্মাপঘাতিনো যেচ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৭ ॥ ৩৯ ॥

আমার কুলে উদ্বন্ধনে মৃত অর্থাৎ গলবজ্জু বন্ধনে যে কেহ মরিয়াছেন, অথবা বিষ কি অস্ত্রাদি দ্বারা হত হইয়াছেন, কিম্বা যে কোন প্রকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক অপনাকে আপনি নষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্ধারার্থে আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি॥ ৭ ॥ ৩৯ ॥

ওঁ অরণ্যে বর্ত্মনি রণে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূতপ্রেত পিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৮ ॥ ৪০ ॥

আমার কুলে যে সকল পুরুষ নিবিড় অরণ্যে কি পথিমধ্যে, বা সংগ্রামে কিম্বা ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া মরিয়াছেন অথবা যাঁহারা ভূত, প্রেত বা পিশাচ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি॥ ৮ ॥ ৪০ ॥

ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রেচ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৯ ॥ ৪১ ॥

আমার কুলে যে সকল পুরুষ মৃত হইয়া স্বকর্ম্ম বশে রৌরব, অন্ধতামিস্র ও কালসূত্রাদি নরকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্ধারার্থে আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি। ৯ ॥ ৪১ ॥

ওঁ অনেক যাতনা সংস্থাঃ প্রেতলোকঞ্চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১০ ॥ ৪২ ॥

আমার কুলে যে সকল পিতৃলোককে অনেক প্রকার যাতনা ভোগের জন্য প্রেতলোকে অর্থাৎ যমপুরে গমন করিতে হইয়াছে তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি॥ ১০ ॥ ৪২ ॥

ওঁ অনেক যাতনা সংস্থাঃ যে নীতা যম কিঙ্করৈঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১১ ॥ ৪৩ ॥

যমদূত কর্ত্তৃক প্রেতলোকে নীত হইয়া অনেক যাতনায় যে সকল পিতৃলোক অবস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি॥ ১১ ॥ ৪৩ ॥

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১২ ॥ ৪৪ ॥

যে সকল পিতৃগণ নরককুণ্ডসমস্তের যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের তদ্যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি ॥ ১২ ॥ ৪৪ ॥

ওঁ পশুযোনিগতা যেচ পক্ষিকীট সরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থা স্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১৩॥৪৫॥

আমার কুলে যে সকল পুরুষ মৃত হইয়া পশু পক্ষী, কীট, সরীসৃপ, অথবা বৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্ধারোদ্দেশে আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি ॥ ১৩ ॥ ৪৫ ॥

ওঁ জাত্যন্তরঃ সহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্ল্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৪ ॥ ৪৬ ॥

মম বংশজাত যে সকল মৃত পুরুষেরা স্বকৃত কর্ম্মানুসারে বহু জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন এবং যাঁহাদের পক্ষে মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি অতিদুর্ল্লভ হইয়াছে, সেই সকল পুরুষোদ্দেশে আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি ॥ ১৪ ॥ ৪৬

ওঁ দিব্যন্তরীক্ষভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ।
মৃতা অসংস্কৃতা যেচ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৫ ॥ ৪৭ ॥

আমার ও বান্ধবগণের কুলে মৃত হইয়া যে সকল পুরুষ স্বর্গ গত, শূন্যান্তরালগত বা ভূমিগত হইয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের মৃত্যুর পর সংকারাদিকর্ম্ম হয় নাই, তাঁহাদের উদ্দেশে আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি ॥ ১৫ ॥ ৪৭ ॥

ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বেতৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥ ৪৮ ॥

আমার পিতৃলোকের মধ্যে যে সকল পিতৃগণ প্রেতরূপে এই জগতে আছেন, তাঁহারা সকলে আমার এই পিণ্ডদান দ্বারা সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত হউন্ অর্থাৎ প্রেত যোনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিপথ প্রাপ্ত হউন ॥ ১৬ ॥ ৪৮ ॥

ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যে ঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডোময়াদত্তো ঽক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং ॥ ১৭ ॥ ৪৯ ॥

আমার কুলের বান্ধব যে সকল, এবং অবান্ধবই বা হউন অথবা জন্মান্তরে যাঁহার সহিত বন্ধুতা ছিল, তাঁহাদিগের জন্য আমাকর্ত্তৃক যে এই পিণ্ড প্রদত্ত হইল, তাহা তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তিকারক হউক্ ॥ ১৭ ॥ ৪৯ ॥

ওঁ পিতৃবংশেমৃতা যেচ মাতৃবংশেচ যে মৃতাঃ।
গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যেচান্যে বান্ধবা মৃতাঃ ॥
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদার বিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়ালোপগতা যেচ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা ॥
বিরূপা আমগর্ত্তাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডোময়াদত্তো ঽক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং ॥ ১৮ ॥ ৫০ ॥

আমার পিতৃবংশে ও মাতৃবংশে যে সকল ব্যক্তি সংস্কৃত বা অসংস্কৃতরূপে মৃত হইয়াছেন, এবং গুরুকুলে, শ্বশুরকুলে, বা বন্ধুকুলে অথবা অন্য যে সকল বান্ধব মৃত হইয়াছেন, এবং আমার বংশে যাঁহারা স্ত্রীপুত্রহীন, লুপ্তপিণ্ড ও ক্রিয়া রহিত হইয়াছেন, আর যাঁহারা জন্মান্ধ, কিম্বা চলৎশক্তি রহিত জড় বা পঙ্গু হইয়াছিলেন, অথবা বিরূপ ও অপক্কগর্ত্তে মৃত হইয়াছেন, এবং অস্মৎ কুলের মৃত যে সকল পুরুষকে আমি জানি বা না জানি, তাহাদিগের উদ্দেশে মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই পিণ্ড অক্ষয় ফলপ্রদ হউক্ ॥ ১৮ ॥ ৫০ ॥

ওঁ আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা মাতুস্তথা বংশভবামদীয়াঃ,
কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতা ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিতসেবকাশ্চ।
মিত্রাণি সখ্যঃ পশবশ্চ বৃক্ষা দৃষ্টাশ্চদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ,
জন্মান্তরে যে মম দাসভূতাস্তেভ্যঃ স্বধাপিণ্ড মহং দদামি ॥ ১৯ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মাবধি আজ পর্য্যন্ত আমার পিতৃবংশে ও মাতৃবংশে জাত সমস্ত

পিতৃলোক আর ঐ কুলদ্বয়ের যে দাস, দাসী, ভৃত্য, আশ্রিত, সেবক, মিত্র, সখা, পশু ও বৃক্ষাদি এবং দৃষ্ট ও অদৃষ্ট রূপে উপকারী বা জন্মান্তরে যাহারা আমার সহচর ছিল, স্বধোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের উদ্দেশে আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি॥ ১৯। ৫১॥

মাতৃষোড়শী শ্রাদ্ধ।

দক্ষিণাগ্র পাতিত কুশোপরি সতিলজলপ্রক্ষেপণপূর্ব্বক কুশমূলাদৌ ক্রমে পিণ্ড দান করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ গর্ব্ভাদন্বগমেচৈব বিষমে ভূমিবর্ত্মনি।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১॥ ৫২॥

গর্ব্ভ হইতে নিষ্ক্রমণকালে মাতা ভূতলশায়িনী হইয়াছিলেন, সেই বিষমাবস্থায় মাতার যে ক্লেশ হইয়াছে, তন্নিষ্ক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ আর তাঁহাকে গর্ব্ভ ধারণ করিয়া সেই রূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয় তাহার নিমিত্ত, আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিতেছি॥ ১॥ ৫২॥

ওঁ মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষুচ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥ ২॥ ৫৩॥

মাতা গর্ব্ভবতী হইয়া মাসে মাসে যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, এবং প্রসবকালে যে দারুণ যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, তন্নিষ্ক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ আর তাঁহাকে গর্ব্ভ ধারণ করিয়া ঐরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয় সেই নিমিত্ত, আমি এই মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি॥ ২॥ ৫৩॥

ওঁ শৈথিল্যে প্রসবেচৈব মাতুরত্যন্ত দুষ্করং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৩॥ ৫৪॥

প্রসবকালে শরীরের শিথিলতা প্রযুক্ত মাতার যে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল, তন্নিষ্ক্রমণ জন্য অর্থাৎ আর তাঁহাকে গর্ব্ভ ধারণ করিয়া ঐরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয় সেই নিমিত্ত, আমি এই মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি॥৩॥ ৫৪॥

পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতুর্দুঃখঞ্চৈব সুদুষ্করং।

তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৪ ॥ ৫৫ ॥

যদ্যপি অগ্রে পাদদ্বয় জন্মিয়া থাকে তাহাহইলে গর্ব্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার কালে মাতার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। অতএব তাহাহইতে নিষ্ক্রমণ জন্য অর্থাৎ আর তাঁহাকে গর্ভ ধারণ করিয়া ঐরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয় সেই নিমিত্ত, আমি এই মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি ॥ ৪ ॥ ৫৫ ॥

অগ্নিনা শুষ্যতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ।

তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৫ ॥ ৫৬ ॥

আমার প্রসবান্তর মাতা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া তীব্রাগ্নি দ্বারা যে শরীরকে শোষণ করিয়াছিলেন। তন্নিষ্ক্রমণ জন্য অর্থাৎ আর তাঁহাকে গর্ভ ধারণ করিয়া ঐরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয় সেই জন্য, আমি এই মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি ॥ ৫ ॥ ৫৬ ॥

পিবেচ্চ কটুদ্রব্যাণি ক্লেশানি বিবিধানিচ।

তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৬ ॥ ৫৭ ॥

গর্ভধারণ ও পুত্রের জন্ম কালে কটু দ্রব্য পান ও ভোজন করিয়া মাতা যে বিবিধ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তন্নিষ্ক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ যাহাতে আর গর্ভধারণ করিয়া ঐ মত ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় সেই জন্য আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিতেছি ॥ ৬ ॥ ৫৭ ॥

দুর্ল্লভং ভক্ষ্য দ্রব্যস্য ত্যাগে বিন্দতি যৎফলং।

তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৭ ॥ ৫৮ ॥

পুত্রের জন্মের পর দুর্ল্লভ ভক্ষ্য দ্রব্যের পরিত্যাগে যে ক্লেশ হয়, অর্থাৎ কোনরূপ ব্যাধি যেন পুত্রকে আশ্রয় করিতে না পারে এই স্নেহানুরোধে মাতা সকল উত্তম দ্রব্য ত্যাগ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তন্নিষ্ক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ যাহাতে আর গর্ভধারণ করিয়া ঐ মত ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় সেই জন্য, আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিতেছি ॥ ৭ ॥ ৫৮ ॥

রাত্রৌমূত্র পুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৮ ॥ ৫৯ ॥

পুত্রের লালন পালন সময়ে রাত্রিকালে বিষ্ঠামূত্রে মাতার পরিধেয় বাস আর্দ্র হইয়া যায়, সেই ক্লেশকে ক্লেশবোধ না করিয়া ঐ আর্দ্র বস্ত্রেই সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। পুত্র রক্ষার্থে সেই হিতৈষিণী মাতার তাহাতে যে ক্লেশ হয়, তন্নিষ্ক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ যাহাতে আর গর্ভধারণ করিয়া ঐ মত ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় সেই জন্য আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিতেছি ॥ ৮ ॥ ৫৯ ॥

পুত্রেব্যাধিসমাযুক্তে মাতৃদুঃখ মহনির্শং।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৯ ॥ ৬০ ॥

কদাপি পুত্র ব্যাধিগ্রস্ত হইলে মাতার অহোরাত্র মহৎ দুঃখ ও কষ্ট উপস্থিত হয়, তন্নিষ্ক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ যাহাতে আর গর্ভধারণ করিয়া ঐ মত ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় সেই জন্য আমি এই মাতৃপিণ্ড প্রদান করিতেছি ॥৯॥ ৬০ ॥

যদাপুত্রোনললতে তদামাতুশ্চ শোচনং।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১০ ॥ ৬১ ॥

কদাচিৎ পুত্রকে ক্রীড়াদি বর্জ্জিত দেখিলে মাতার অত্যন্ত শোক ও কষ্ট হইতে থাকে; সেই শোকাপনোদন নিমিত্ত অর্থাৎ যাহাতে আর গর্ভধারণ করিয়া ঐ মত ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় সেই জন্য আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিতেছি ॥ ১০ ॥ ৬১ ॥

ক্ষুধয়াবিহ্বলেপুত্রে দদাতিনির্ভরংস্তনং।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১১ ॥ ৬২ ॥

পুত্র ক্ষুধাতে বিহ্বল হইলে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মাতা দুগ্ধ পূর্ণ স্তন প্রদানে তৎপর হন। তাহাতে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তন্নিক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ আর গর্ভ ধারণ করিয়া ঐ সকল কষ্ট ভোগ করিতে না হয় সেই জন্য আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিতেছি॥ ১১॥ ৬২॥

দিবারাত্রৌ যদামাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃপুনঃ।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১২॥ ৬৩॥

পুত্রহিতৈষিণী মাতা ক্লেশ জ্ঞান না করিয়া পুনঃ পুনঃ স্তন্য প্রদান করায় দিবারাত্রি মাতার শরীর পরিশুষ্ক হইয়া থাকে, তন্নিক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ আর গর্ভ ধারণ করিয়া ঐ সকল ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় সেই জন্য আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিতেছি॥ ১২॥ ৬৩॥

পূর্ণেতু দশমেমাসি মাতুরত্যন্তদুষ্করং।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১৩॥ ৬৪॥

গর্ভে বালকের দশমাস পূর্ণ হইলে, মাতার অত্যন্ত ক্লেশ হয়, তাহাতে মাতা নিয়ত যে যন্ত্রণা ভোগ করেন, তন্নিক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ আর গর্ভ ধারণ করিয়া ঐ সকল ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় সেই জন্য আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিতেছি॥ ১৩॥ ৬৪॥

গাত্রভঙ্গোভবেন্মাতুর্ম্মৃ্ত্যুং নৈবপ্রযচ্ছতি।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥১৪॥ ৬৫॥

গর্ভকালে অর্থাৎ পুত্র গর্ভস্থ থাকিলে মাতার সর্ব্বদা গাত্রভঙ্গ হয় অর্থাৎ আলস্য বোধ হয়। বিশেষতঃ বালকের প্রসবকালে অঙ্গগ্রন্থি সকলের শৈথিল্য হয়, তজ্জন্য মাতার অত্যন্ত ক্লেশ জন্মে এবং সে সময় কোনমতে কোন বিষয়ে তৃপ্তি বোধ হয় না, তন্নিক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ আর যাহাতে গর্ভধারণ করিয়া ঐ সকল ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় সেই জন্য আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিতেছি॥ ১৪॥ ৬৫॥

অল্পাহারবতীমাতা যাবৎ পুত্রোঽস্তিবালকঃ।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১৫॥ ৬৬॥

যাবৎ পুত্র শিশু থাকে তাবৎ মাতা অল্পাহারবতী হন্। অর্থাৎ পুত্র রক্ষার্থে নিয়মমত আহার করিয়া থাকেন, কোনমতে স্বেচ্ছাবশতঃ যথেষ্টাহার করিতে পারেন না, সেই জন্য অর্থাৎ অনভিলষিত আহার জন্য যে ক্লেশ হয়, তন্নিস্ক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ আর যাহাতে গর্ভধারণ করিয়া ঐ সকল ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় সেই জন্য, আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিতেছি॥ ১৫॥ ৬৬॥

যমদ্বারে মহাঘোরে পথিমাতুশ্চশোচনং।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১৬॥ ৬৭॥

মহাঘোরান্ধকারযুক্ত যমদ্বারে গমনের যে পথ, সেই পথে গমন কালে মাতার যে দুঃখ হয়, তন্নিস্ক্রমণের নিমিত্ত অর্থাৎ আর যাহাতে মাতার পুনর্জ্জন্ম না হয়, সেই জন্য আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিলাম ইতি॥ ১৬॥ ৬৭॥

ইতি ষোড়শী শ্রাদ্ধ সমাপ্ত।

এতাংশ্চ সর্ব্বমন্ত্রাংশ্চ স্ত্রীলিঙ্গাংশ্চ সমূহ্য চ।
পিণ্ডান্দদ্যাদ্যথাপূর্ব্বং স্ত্রীণাং মাত্রাদিকানুক্রমাৎ॥ ৬৮॥

এই সকল পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিবে, এবং স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধে মন্ত্র সকল স্ত্রীলিঙ্গে উচ্চারিত হইয়া প্রথম কার্য্য নিষ্পন্ন করণানন্তর মাতাপ্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যেকের নামোচ্চারণ করতঃ যথাক্রমে পিণ্ড প্রদান করিতে হইবে॥ ৬৮॥

স্বগোত্রে পরগোত্রেবা দাম্পত্যাঃ পিণ্ডপাতনং।
অপৃথক্‌নিষ্ফলংশ্রাদ্ধং পিণ্ডেদূষকতর্পণং॥ ৬৯॥

মন্ত্রস্থিত শব্দ সকল স্ত্রী ও পুংভেদে উচ্চারণ না করিয়া অভেদ রূপে স্ত্রী পুরুষের উল্লেখ করতঃ অপৃথক্‌রূপে পিণ্ড দান করিলে, বা পিণ্ডের উপর

অশুদ্ধ জলে তর্পণ করিলে, সে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়; স্বগোত্রে বা পরগোত্রে পিণ্ড দানক্রম সমান জানিবে, সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ নামোচ্চারণপূর্ব্বক লিঙ্গ ভেদে মন্ত্রদ্বারা পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য॥ ৬৯॥

পিণ্ডপাত্রে তিলান্ক্ষিপ্ত্বা পূরয়িত্বা শুভোদকৈঃ।
পরিষিচ্যত্রিধাসর্ব্বান্ প্রণিপত্যসমাপয়েৎ।
পিতৄন্বিসৃজ্যচাচম্য সাক্ষিণঃ শ্রাবয়েৎ সুরান্। ৭০॥

পিণ্ডদান করণানন্তর, পিণ্ডপাত্রে তিল নিঃক্ষেপ করতঃ বিশুদ্ধজল দ্বারা পিণ্ডপাত্র পূর্ণ করিয়া, সেই সতিল জলদ্বারা তিনবার পিণ্ডোপরি অভিষেচনরূপ পিতৃতর্পণানন্তর পিতৃগণকে প্রণাম করিয়া শ্রাদ্ধ সমাপন করিবে। এবং পিতৃগণের বিসর্জ্জন ও আচমন করতঃ শ্রাদ্ধের সাক্ষী করণার্থে এই মন্ত্র দেবগণকে শ্রবণ করাইবে॥ ৭০॥ যথা

ওঁসাক্ষিণঃ সন্তুমেদেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা।
ময়াগয়াং সমাসাদ্য পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥ ৭১॥

হে ব্রহ্ম ঈশানাদি দেবগণ! আপনারা সকলে সাক্ষী থাকুন, আমি গয়াধামে আসিয়া শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদিদ্বারা পিতৃগণের নিষ্কৃতি বিধান করিলাম॥ ৭১॥ অনন্তর আদি গদাধরকে সাক্ষী করণার্থে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

আগতোস্মি গয়াংদেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
ত্বমেবসাক্ষী ভগবন্ননৃণোহমৃণত্রয়াৎ॥ ৭২॥

হে ভগবন্! হে দেব গদাধর! আপনি সাক্ষী থাকিলেন, আমি পিতৃ কার্য্য সাধনার্থে গয়াতে আগমন করিয়া, পিণ্ডদান দ্বারা ঋণত্রয় হইতে অঋণী হইলাম॥ ৭২॥ ঋণত্রয় যথা—দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ॥

সর্ব্বস্থানেষুচৈবং স্যাৎ পিণ্ডদানন্তু নারদ।
প্রেতপর্ব্বত মারভ্যকুর্য্যাত্তীর্থেষুচ ক্রমাৎ॥ ৭৩॥

হে নারদ! প্রেত পর্ব্বত অবধি প্রথমতঃ শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া, উক্ত বিধ

অনুসারে আর আর সকল স্থানে ও সকল গয়াস্থ তীর্থে পিণ্ডদান করিতে হয়॥ ৭৩॥

তিলমিশ্রাংস্ততঃ শক্তূন্ নিঃক্ষিপেৎপ্রেতপর্ব্বতে।
অপসব্যেচদেঁবর্ষে দক্ষিণাভিমুখোনরঃ॥ ৭৪॥

অনন্তর শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ বিকৃত উত্তরীয়বান, এবং দক্ষিণাভিমুখ হইয়া তিলমিশ্রশক্তু লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রেতপর্ব্বতে উহা প্রক্ষেপ করিবে॥ ৭৪॥

ওঁ যেকেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তেপিতরোমম।
তেসর্ব্বেতৃপ্তিমায়ান্তু শক্তভিস্তিলমিশ্রিতৈঃ॥ ৭৫॥

ইহলোকে আমার পিতৃলোকেরা যে কেহ প্রেতরূপে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলে এই মদ্দত্ত তিলমিশ্র শক্তু ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া মুক্ত হউন্॥ ৭৫॥

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং।
ময়াদত্তেনতোয়েন তৃপ্তিমায়ান্তু সর্ব্বশঃ॥ ৭৬॥

ব্রহ্মলোক হইতে পাতাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে কিঞ্চিৎ সচরাচর বস্তুরূপে মম পিতৃ লোকেরা বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মদ্দত্ত এই জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হউন॥ ৭৬॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ প্রেত পর্ব্বতে তিলোদকাঞ্জলি দানদ্বারা পিতৃ লোকের তর্পণ করিবে।

প্রেতত্বাচ্চ বিমুক্তাঃস্যু পিতরস্তস্যনারদ।
প্রেতত্বং তস্যমাহাত্ম্যাৎ কুলেচাপিনজায়তে॥ ৭৭॥

হে নারদ! এই রূপে যে কেহ প্রেতপর্ব্বতে শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে, তাহার পিতৃ লোকেরা প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হন। আর ঐ শ্রাদ্ধমাহাত্ম্যে শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষের কুলে কেহ কখন মৃত হইয়া প্রেতত্ব প্রাপ্ত হন না॥ ৭৭॥

নাম্না প্রেতশিলাখ্যাতা গয়াশিরসিমুক্তয়ে.
তীর্থমন্ত্রাদিরূপেণ স্থিতশ্চাদিগদাধরঃ ॥ ৭৮ ॥

এই প্রেতপর্ব্বত গয়াসুর মস্তকে প্রেতশিলা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ফলে জীবগণের মুক্তির নিমিত্ত গদাধর স্বয়ং প্রেতপর্ব্বততীর্থরূপে গয়াসুর শিরে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সনৎকুমার নারদ সংবাদে গয়ামাহাত্ম্যে পিণ্ডদান পদ্ধতিঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

অথ সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে পুনরায় কহিতেছেন। হে নারদ! এই গয়াধামের মধ্যে যে উত্তর মানসাদি পঞ্চতীর্থ সকল আছে সেই সকলে স্নান তর্পণ ও পিণ্ডদানাদি যথাক্রমে করিতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রেত পর্ব্বতে শ্রাদ্ধাদি করণানন্তর ক্রমে পঞ্চম দিবস অবধি পঞ্চতীর্থকৃত্যাদি করিবে। নিয়ম যথা :—

আদৌতু পঞ্চ তীর্থেষু চোত্তরে মানসে বিধিঃ।
আচম্য কুশহস্তেন শিরশ্চাভ্যুক্ষ্য বারিণা
উত্তরং মানসং গচ্ছন্মন্ত্রেণ স্নানমাচরেৎ ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ গয়াধামের ঐ পঞ্চতীর্থ দর্শন করতঃ প্রথম দিবসে উত্তর মনসে গিয়া যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক কুশহস্ত হইয়া মস্তকোপরি শুদ্ধজল প্রক্ষেপ দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িয়া মান্ত্রিক স্নান করিতে হয়॥ ১ ॥ যথা :—

ওঁ উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে।
সূর্য্যলোকাদি সংসিদ্ধিঃ সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে॥ ২॥ ১॥

কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিবে। আমি আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত এবং পিতৃলোকের সূর্য্যলোকাদিগমনপূর্ব্বক মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত, এই উত্তর মানসে স্নান করিতেছি॥ ২॥

শ্রদ্ধয়া তর্পণং স্নানং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সপিণ্ডকং।
মানসং হি সরো যস্মাত্তস্মাদুত্তর মানসং॥ ৩॥

মনুষ্যগণ এই উত্তর মানসে ভক্তি পূর্ব্বক স্নান ও পিতৃমুক্তির নিমিত্ত সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ এবং তর্পণাদি করিবে। ঐ তীর্থে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আনীত মানস সরোবরের অবস্থিতি আছে, একারণ তাহার নাম উত্তরমানস হইয়াছে॥ ৩॥

সূর্য্যং নত্বার্চ্চয়িত্বাথ সূর্য্যলোকং নয়েৎ পিতৃন্॥ ৪॥

ঐ উত্তর মানসে উত্তরার্ক আছেন, অতএব তথায় সূর্য্যদেবকে নমস্কার ও অর্চ্চনা করিলে পিতৃলোকের সূর্য্যলোকে গতি হয়॥ ৪॥

অথ সূর্য্যপ্রণামমন্ত্রঃ।

ওঁ নমো ভানবে ভর্ত্রে সোম ভৌমজ্ঞ রূপিণে।
জীব ভার্গব সৌরেয় রাহু কেতু স্বরূপিণে॥ ৫॥

প্রণব ও নম উচ্চারণ করতঃ চতুর্থ্যন্ত ভানু, ভর্ত্তৃ, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র, শনি, এবং রাহু কেতু স্বরূপী হে সূর্য্য! আমি তোমাকে নমস্কার করি, এই বলিয়া প্রণাম করিবে॥ ৫॥

উত্তরান্মানসা মৌনি ব্রজেদ্দক্ষিণ মানসং।
উদীচী তীর্থ মিত্যুক্তং তত্রাদিব্যং বিমুক্তিদং।
তত্রস্নাতো দিবং যান্তি সশরীরেণ মানবাঃ॥ ৬॥

অনন্তর উত্তর মানস হইতে মৌনাবলম্বন করতঃ দক্ষিণ মানসে গমন

করিবে, সেই স্থানস্থিত সর্ব্বপূজ্য মুক্তিপ্রদ উদীচীতীর্থে স্নানাদি করিলে মানব সশরীরে স্বর্গলোক গমনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়॥ ৬॥

মধ্যে কনখলং তীর্থং ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতং।
স্নাতঃ কনকবদ্ভাতি নবোযাতি পবিত্রতাং॥ ৭॥

উত্তর ও দক্ষিণ মানসের মধ্যে, যে ত্রিলোক বিখ্যাত কনখলতীর্থ আছে সেই তীর্থে স্নান করিলে স্বর্ণবৎ দীপ্তিমান হইয়া নর পবিত্রতা লাভ করে॥ ৭॥

তস্য দক্ষিণভাগেতু তীর্থং দক্ষিণ মানসং।
দক্ষিণে মানসে চৈব তীর্থত্রয় মুদাহৃতং।
স্নাত্বাতেষু বিধানেন কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং পৃথক্২॥ ৮॥

কনখল তীর্থের দক্ষিণভাগে দক্ষিণ মানস তীর্থ আছে, সেই স্থানে প্রসিদ্ধ আরও তিনটী তীর্থ আছে, ঐ তীর্থত্রয়ের প্রত্যেকে বিধিপূর্ব্বক স্নান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়॥ ৮॥ স্নানমন্ত্র যথাঃ—

ওঁ দক্ষিণে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে।
সূর্য্যলোকাদি সং সিদ্ধিঃ সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে॥ ৯॥ ১॥

আত্ম শুদ্ধির নিমিত্ত, আর সূর্য্যাদি লোক প্রাপ্তির নিমিত্ত, এবং পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত আমি এই দক্ষিণ মানসে স্নান করিতেছি॥ ৯॥ ১॥

ওঁ ব্রহ্মহত্যাদি পাপৌঘ ঘাতনায় বিমুক্তয়ে।
দিবাকর করোমীহ স্নানং দক্ষিণ মানসে॥ ১০॥ ২॥

হে দিবাকর! আমি ব্রহ্মহত্যাদি পাপসমূহ ক্ষয় নিমিত্ত এবং পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত এই দক্ষিণ মানসে স্নান করিতেছি॥ ১০॥ ২॥

সূর্য্যং নত্বার্চ্চয়িত্বাথ সূর্য্যলোকান্নয়েৎ পিতৃন্॥ ১১॥

ঐ তীর্থে সূর্য্যদেবকে প্রণাম ও অর্চ্চনা করিলে সূর্য্যলোকে পিতৃগণ নীত হন॥ ১১॥ সূর্য্যের প্রণাম মন্ত্র যথা:—

ও নমামি সূর্য্যং তৃপ্ত্যর্থং পিতৃণাং তারণায় চ।

পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যমায়ুরারোগ্য বৃদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

পিতৃলোকের নিস্তারের ও তৃপ্তির নিমিত্ত এবং পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, আয়ুঃ ও আরোগ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত সূর্য্যকে আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

এই মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ মানসের সকল তীর্থে স্নান ও তর্পণ করতঃ তত্রত্য দক্ষিণার্কের প্রণাম ও পূজনাদি করিয়া, ফল্গুতীর্থে গমন করিতে হয়।

ফল্গুতীর্থং ব্রজেত্তস্মাৎ সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমং।

মুক্তির্ভবতি পিতৃণাং কর্ত্তৃণাং শ্রাদ্ধতঃ সদা ॥ ১৩ ॥

তথা হইতে অর্থাৎ দক্ষিণ মানস হইতে সর্ব্বোত্তম ফল্গুতীর্থে যাইতে হইবে তথায় গিয়া শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষের এবং তৎপিতৃলোকের অসংশয় মুক্তি হয় ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মণা প্রার্থিতো বিষ্ণুঃ ফল্গুকোহভবৎ পুরা।

দক্ষিণাগ্নি হুতং ন্যূনং তত্রজঃ ফল্গুতীর্থকং ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বে জগদ্ধাতা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সর্ব্বদেবময় পরাৎপর বিষ্ণু ফল্গুতীর্থরূপে স্বয়ং পৃথিবীতে অবস্থিত হন। দক্ষিণাগ্নিতে হুত শেষ রজঃ, আকারে ফল্গুতীর্থ হইয়াছে, তজ্জন্য সাক্ষাৎ ভগবদ্রূপে প্রকাশিত, এ কারণ সর্ব্ব তীর্থ হইতে ফল্গুতীর্থ শ্রেষ্ঠতম হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

তীর্থানি যানি সর্ব্বাণি ভুবনেষখিলেষপি ॥

তানি স্নাতুং সমায়ান্তি ফল্গুতীর্থং সুরৈঃ সহ ॥ ১৫ ॥

অখিল ভুবন মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে, তাঁহারা সমস্ত দেবগণের সহিত গয়াধামে ফল্গুতীর্থে স্নান করিতে আগমন করেন, ইহাতেই ফল্গুতীর্থের মাহাত্ম্য এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

গঙ্গা পাদোদকং বিষ্ণোঃ ফল্গুর্হ্যাদি গদাধরঃ।
স্বয়ং হি দ্রবরূপেণ তস্মাদ্গঙ্গাধিকং বিদুঃ॥ ১৬॥

ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা বিষ্ণুর পাদোদক বলিয়া উক্ত, কিন্তু স্বয়ং আদি গদাধর দ্রবরূপে ফল্গুতীর্থ হইয়াছেন। একারণ গঙ্গা হইতে ফল্গু অধিকতর পূজ্য জানিবে॥ ১৬॥

অশ্বমেধ সহস্রাণাং সহস্রং যঃ সমাচরেৎ॥
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি ফল্গুতীর্থে যদাপ্নুয়াৎ॥ ১৭॥

ফল্গুতীর্থে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করিলে যে ফল হয়, সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ সহস্রবার করিলেও তৎসম ফল হয় না॥ ১৭॥

ফল্গু স্নান মন্ত্র।

ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ।
পিতৄণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তিমুক্তি প্রসিদ্ধয়ে॥ ১৮॥

আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃলোকের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি এবং স্বীয় ভোগ ও মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত এই ফল্গুজলে স্নান করিতেছি॥ ১৮॥

ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পণং শ্রাদ্ধ মাচরেৎ।
সপিণ্ডকং স্বসূক্তোক্তং নমেদথ পিতামহং॥ ১৯॥

ফল্গুতীর্থে স্নান করতঃ স্বস্ববেদশাখোক্ত মন্ত্রে সপিণ্ডক পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া, তদধিষ্ঠাতা শিবকে পিতামহ জ্ঞানে প্রণাম করিবেন॥ ১৯॥ মন্ত্র যথা

ওঁ নমঃ শিবায় দেবায় ঈশায় পুরুষায় চ।
অঘোর বামদেবায় সদ্যোজাতায় শম্ভবে॥ ২০॥

ফল্গুতীর্থে শ্রাদ্ধাদি করতঃ শিব, দেব, ঈশ, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব এবং সদ্যোজাত এই কয়েক শিব নাম চতুর্থ্যন্ত উচ্চারণ করতঃ প্রণব ও নমঃ সংযুক্ত করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম করিবে॥ ২০॥ ১॥

ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বাদেবং গদাধরং।
আত্মানং তারয়েৎ সদ্যো দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥ ২১ ॥

মনুষ্যমাত্র ফল্গুতীর্থে স্নান করতঃ দেবাধিদেব গদাধরকে দর্শন করিলে, আপনাকে এবং আপনার পূর্ব্বের দশপুরুষ ও পরবর্ত্তী দশপুরুষকে পাপ সমুদ্র হইতে উদ্ধার করে। ২১ ॥

নত্বা গদাধরং দেবং মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ ॥ ২২ ॥

আদি গদাধরকে প্রণাম করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে ॥ ২২ ॥

ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে ॥ ২৩ ॥

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, শ্রীধর, ও বিষ্ণু, এই ছয় নাম প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত নমঃ পদ সংযুক্ত করিয়া পূজা করিবে ॥ ২৩ ॥

পঞ্চতীর্থে নর স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্।
অমৃতৈঃ পঞ্চভিঃস্নানং পুষ্পবস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতং।
নকুর্য্যাদ্যো গদাপাণে স্তস্য শ্রাদ্ধমসার্থকং ॥ ২৪ ॥

অনন্তর উত্তর মানস, উদীচী, দক্ষিণ মানস, কনখল, এবং ফল্গু এই পঞ্চতীর্থে পুনর্ব্বার স্নান করিবে; তৎস্নান ফলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এবং আদি দেব গদাধরকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পরিশোভিত করিবে, কেননা গয়াধামে গিয়া শ্রাদ্ধ করতঃ পঞ্চামৃতে গদাধরের অভিষেক, ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত যে না করে, সে ব্যক্তির গয়া শ্রাদ্ধ করাই অসার্থক হয় অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

অথ গয়াশিরো নিরূপণম্।

নাগকূটাদ্গৃধ্রকূটাদ্যূপাদুত্তর মানসাৎ।
এতদ্গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

নাগকুট হইতে গৃধ্রকূট ও তথা হইতে ব্রহ্মযূপ, ব্রহ্মযূপ হইতে উত্তর মানস পর্য্যন্ত গয়াসুরের মস্তক, ইহার মধ্যেই সকল তীর্থের অবস্থান, ইহাকেই সকলে ফল্গুতীর্থ বলিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

প্রথমেহ্নি বিধিঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়ে দিবসে ব্রজেৎ।
ধর্ম্মারণ্যং তত্র ধর্ম্মো যস্মাৎ যজ্ঞমকারয়ৎ ॥ ২৬ ॥

প্রথম দিবসীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল যথাবিহিত বলা হইল। অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে। পূর্ব্বে সেই স্থানে ধর্ম্মরাজ বহুযজ্ঞ করিয়াছিলেন, একারণ তাহাকে ধর্ম্মারণ্য বলে ॥ ২৬ ॥

গমনাদ্ব্রহ্মলোকাপ্তি র্ভবত্যেবহি নারদ ॥ ২৭ ॥

অতএব হে নারদ! ধর্ম্মারণ্যে গমন করতঃ যথাবিধি স্নান তর্পণাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ২৭ ॥

মতঙ্গ বাপ্যাং যঃ স্নাত্বা তর্পণং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
গত্বা নত্বা মতঙ্গেশ মিদং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অনন্তর ঐ ধর্ম্মারণ্যস্থা মতঙ্গবাপীতে স্নান করতঃ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবে। এবং তৎস্থানীয় মতঙ্গেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ॥ ২৮ ॥ ম

ওঁ প্রমাণং সন্তু মে দেবা লোক পালাশ্চ সাক্ষিণঃ।
ময়াগত্য মতঙ্গেস্মিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥ ২৯ ॥

সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত দিক্‌পালগণ সাক্ষীস্বরূপ ইহার প্রমাণ থাকিলেন যে আমি এই মতঙ্গতীর্থে আগমনপুর্ব্বক তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া পিতৃলোকদিগের নিস্তার করিলাম, ॥ ২৯ ॥

তৎকূপযূপয়োর্মধ্যে সর্ব্বাং স্তারয়তে পিতৃন্।
ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধি তরুং নমেৎ ॥ ৩০ ॥

তৎস্থানস্থ কূপ ও যূপের মধ্যে শ্রাদ্ধ করিলে, অর্থাৎ তৎস্থানে শ্রাদ্ধ করিলে

পিতৃলোক সকলের নিস্তার করা হয়। শ্রাদ্ধানন্তর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বর শিবকে নমস্কার করিয়া তত্রস্থ মহত্তরুবর অশ্বত্থকে নমস্কার করিতে হয় ॥ ৩০ ॥ মন্ত্র যথা ঃ—

নমস্তেঽশ্বত্থরাজায় ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মনে।
বোধিদ্রুমায় পিতৃণাং কর্ত্তৃণাং তারণায়চ ॥ ৩১ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক, হে বোধিবৃক্ষ, অশ্বত্থরাজ! আমি পিতৃলোকদিগের নিস্তার কারণ তোমাকে নমস্কার করিতেছি, কারণ যে ব্যক্তি তোমাকে প্রণাম করে তাহার পিতৃলোক সকল ঘোর ভবার্ণবে পরিত্রাণ পান্ ॥ ৩১ ॥ ১ ॥

চলদ্দলায় বৃক্ষায় অশ্বত্থায় নমোনমঃ।
বোধি সত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমোনমঃ ॥ ৩২ ॥ ২ ॥

হে চলৎদল মহাবৃক্ষ অশ্বত্থ, তোমাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করিতেছি। তুমি জ্ঞান ও যজ্ঞস্বরূপ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ২ ॥

একাদশোঽসি রুদ্রাণাং বসূনাং পাবকস্তথা।
নারায়ণোসি দেবানাং বৃক্ষরাজোসিপিপ্পল ॥ ৩৩ ॥ ৩ ॥

হে অশ্বত্থ! তুমি একা[illegible] রুদ্রের মধ্যে কালাগ্নি রুদ্র, অষ্টবসুর মধ্যে পাবক, দেবতাদিগের মধ্যে তুমি নারয়ণ, তুমি সর্ব্ব বৃক্ষরাজ, তোমাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৩৩ ॥ ৩ ॥

অশ্বত্থ যস্মাত্ত্বয়ি বৃক্ষরাজ,
নারায়ণ স্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালং।
অতঃ শুভস্ত্বং সততং তরূণাং,
ধন্যোসি দুঃস্বপ্ন বিনাশনোসি ॥ ৩৪ ॥ ৪ ॥

হে বৃক্ষরাজ অশ্বত্থ। তোমাতে সর্ব্বকাল নারায়ণ বাস করেন, এ কারণ

তুমি ধন্য, তুমি দুঃস্বপ্ন বিনাশন, তুমি সর্ব্বতোভাবে সকল বৃক্ষ হইতে শুভ বৃক্ষ ॥ ৩৪ ॥ ৪ ॥

অশ্বত্থ রূপিণং দেবং শঙ্খ চক্র গদাধরং।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষং বৃক্ষরূপধরং হরিং ॥ ৩৫ ॥ ৫ ॥

যিনি শঙ্খ চক্র গদাধর দেব নারায়ণ, তিনিই অশ্বত্থরূপ, অতএব বৃক্ষরূপী পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ৩৫ ॥ ৫ ॥

যেঽস্মৎ কুলে মহাবংশে বান্ধবা দুর্গতিং গতাঃ।
ত্বদ্দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ স্বর্গতিং যান্তু শাশ্বতীং ॥ ৩৬ ॥ ৬ ॥

হে অশ্বত্থবর! মহাবংশোদ্ভব আমার কুলে যে সকল বন্ধুবান্ধবগণ স্বকৃত কর্ম্মের ফলানুসারে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের পরিত্রাণার্থে তোমাকে স্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার করিলাম এই ফলে তাঁহারা সকলে সর্ব্ব সুখাকর মোক্ষপদ প্রাপ্ত হউন্ ॥ ৩৬ ॥ ৬ ॥

ঋণত্রয়ং ময়াদত্তং গয়ামাগত্য বৃক্ষরাট্।
ত্বৎ প্রসাদান্মহাপাপাদ্বিমুক্তোঽহং ভবার্ণবাৎ ॥ ৩৭ ॥ ৭ ॥

হে বৃক্ষরাজ! আমি অঋণী হইবার কামনায় গয়াক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক তোমাতে ঋণত্রয় অর্পণ করিয়া তব প্রসাদে মহাপাপ হইতে এবং ভবসমুদ্র হইতে এক্ষণে পরিমুক্ত হইলাম ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

তৃতীয় দিন কৃত্যং।

তৃতীয়ে ব্রহ্মসরসি স্নাত্বা শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং।
কৃত্বা সর্ব্ব প্রমাণেন মন্ত্রেণ বিধিবৎ কৃতং ॥ ৩৮ ॥

এক্ষণে তৃতীয় দিন কৃত্য বলিতেছি। তৃতীয় দিবসে ব্রহ্ম সরোবরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিধিবৎ স্নান করিয়া, পিতৃলোকের নিস্তারার্থ সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবে ॥ ৩৮ ॥

ওঁ স্নানং করোমি তীর্থেস্মিন্ ঋণত্রয়বিমুক্তয়ে।
তৎকূপ যূপয়োর্মধ্যে ব্রহ্মলোকংনয়েৎ পিতৄন্॥ ৩৯ ॥

পিতৃঋণ, ঋষিঋণ এবং দেবঋণ হইতে মুক্তির নিমিত্ত আমি এই তীর্থে স্নান করিতেছি। ঐ ব্রহ্মযূপ সরোবরের কূপ ও যূপের মধ্যে স্নান করিলে, পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৯ ॥

যাগংকৃত্বোচ্ছ্রিতোযূপো ব্রহ্মণোযূপ ইত্যসৌ।
কৃত্বা ব্রহ্মসরঃ শ্রাদ্ধং সর্ব্বাংস্তারয়তে পিতৄন্ ॥ ৪০ ॥

গয়াক্ষেত্রে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়া যে সরোবরে সমুচ্ছ্রিতরূপে যূপ রক্ষা করিয়াছিলেন সেই জন্য তাহার নাম ব্রহ্মযূপ হইয়াছে। ঐ ব্রহ্মযূপ বা ব্রহ্মসরোবরে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিলে, সমস্ত পিতৃলোকের নিস্তার হয় ॥ ৪০ ॥

যূপং প্রদক্ষিণী কৃত্য বাজপেয়ফলং লভেৎ।
ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মযূপকে প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। আর সেই যূপ কূপে ব্রহ্মার উদ্দেশে নমস্কার করিলে, নমস্কার কর্ত্তার পিতৃলোক সকল ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ৪১ ॥

অথ ব্রহ্মনমস্কার মন্ত্র।

ওঁ নমো ব্রহ্মণেঽজায় জগজ্জন্মাদি কারিণে।
ভক্তানাঞ্চ পিতৄণাংহি তারকায় নমোনমঃ ॥ ৪২ ॥

হে অজ, জগজ্জন্মাদিরূপী ব্রহ্মা, ভক্তগণের এবং তৎপিতৃগণের তারক, আপনাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করিতেছি ॥ ৪২ ॥

গোপ্রচারসমীপস্থা আম্রাব্রহ্মপ্রকল্পিতাঃ।
তেষাং সেচনমাত্রেণ পিতরো মোক্ষগামিনঃ ॥ ৪৩ ॥

ঐ ব্রহ্ম সরোবর সন্নিহিত যে গোচারণ স্থান, তাহার সমীপে ব্রহ্মকল্পিত যে সকল আম্রবৃক্ষ আছে, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা সেচন করিবে, তৎসেচনমাত্রে পিতৃলোকেরা মোক্ষগামী হয়েন ॥ ৪৩ ॥

ওঁ আম্রং ব্রহ্ম সরোদ্ভূতং সর্ব্বদেবময়ং শুভং।
বিষ্ণুরূপং প্রষিঞ্চামি পিতৄণাং মুক্তিহেতবে ॥ ৪৪ ॥

মন্ত্র যথা। পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত ব্রহ্মসরোবর হইতে উদ্ভূত সর্ব্বদেবময় সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ এই সকল আম্রতরুকে আমি অভিষেচন করিতেছি ॥ ৪৪ ॥

ওঁ একোমৌনী কুম্ভকুশাগ্রহস্ত, আম্রস্য মূলে সলিলং দদামি।
আম্রশ্চ সিক্তঃ পিতরশ্চ তৃপ্তা, একাক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রসিদ্ধাঃ॥৪৫॥

আমি কলসী ও কুশাগ্রপাণি হইয়া সঙ্গবর্জ্জিত ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক আম্রের মূলে জলপ্রদান করিতেছি। কারণ এই আম্রতরু সকল অভিষিক্ত হইলে পিতৃলোকেরা পরিতৃপ্ত হইবেন। যে একাক্রিয়া কার্য্যদ্বয় সাধিনী তাহাই প্রসিদ্ধা ॥ ৪৫ ॥

ততো যমবলিং ক্ষিপ্ত্বা মন্ত্রেণানেন সংযতঃ ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যম বলি প্রদান করিবে যথা।

ওঁ যমরাজধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবস্থিতৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি, পিতৄণাংমুক্তিহেতবে ॥ ৪৭ ॥

গয়াসুরকে নিশ্চল করিয়া রাখিবার নিমিত্ত যমরাজ ও ধর্ম্মরাজ উভয়ে গয়াতে অবস্থিত আছেন; আমি পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত তাঁহাদের দুইজনকেই এই বলি প্রদান করিতেছি ॥ ৪৭ ॥

ততঃ শ্বানবলিং ক্ষিপ্ত্বা মন্ত্রেণানেন নারদ ॥ ৪৮ ॥

সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা কুকুরের উদ্দেশে বলিপ্রদান করিবে॥ ৪৮॥

ওঁ দ্বৌশ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি রক্ষেতাং পথি সর্ব্বদা॥ ৪৯॥

যমরাজকুলে উদ্ভূত শ্যাম ও ধবল নামে কুকুরদ্বয়কে, আমি এই পিণ্ডরূপ বলি প্রদান করিতেছি, তাঁহারা যমদ্বার পথে সর্ব্বদা পিতৃলোককে রক্ষা করিবেন॥ ৪৯॥

ততঃ কাকবলিং ক্ষিপ্ত্বা মন্ত্রেণানেন নারদ॥ ৫০॥

মহাযোগী সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে পুনর্ব্বার কহিতেছেন। হে নারদ! অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা কাক বলি দিবে॥ ৫০॥

ওঁ ঐন্দ্রবারুণ বায়ব্যাং যাম্যাং বৈ নৈঋতীস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্নন্তু ভূমৌপিণ্ডং ময়োজ্ঝিতং॥ ৫১॥

মন্ত্র যথা। যে সকল কাক পূর্ব্ব, পশ্চিম, বায়ু, দক্ষিণ ও নৈঋতদিগ্বিভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাদিগের উদ্দেশে আমি ভূমিতলে এই পিণ্ড সমর্পণ করিলাম, তাঁহারা স্থলে মদত্ত বলি গ্রহণ করুন্॥ ৫১॥

অথ চতুর্থাহ কৃত্য।

ফল্গুতীর্থে চতুর্থেহ্নি স্নানাদিকং যথাচরেৎ।
গয়াশিরস্যথ শ্রাদ্ধং পদে কুর্য্যাৎ সপিণ্ডকং॥ ৫২॥
সাক্ষাৎ গয়াশির স্তত্র ফল্গুতীর্থাশ্রিতং কৃতং॥ ৫৩॥

অনন্তর চতুর্থ দিবসে ফল্গুতীর্থে স্নানাদি করিয়া বিষ্ণু পাদাদিতে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবে॥ ৫২॥ এই গয়াধামের মধ্যে সাক্ষাৎ গয়াশির ফল্গুতীর্থকে সমাশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট তীর্থ গয়াধাম অতি পবিত্র, তাহাতে পবিত্রতম ফল্গুতীর্থযোগ হওয়াতে এস্থানের মাহাত্ম্য অধিকতর হইয়াছে। এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তিরকারণ হয়॥ ৫৩॥

গয়ানির্দ্দেশ

নাগাজ্জনার্দ্দনাদ্ব্রহ্মযূপাচ্চোত্তর মানসাৎ ।
এতদ্গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

নাগকূট পর্ব্বত হইতে জনার্দ্দন, তথা হইতে ব্রহ্মযূপ, ব্রহ্মযূপ হইতে উত্তর মানস, তথা হইতে সাক্ষাৎ গয়াশির পর্য্যন্ত ফল্গুতীর্থ বলিয়া শাস্ত্রে প্রকাশ আছে ॥ ৫৪ ॥

পিতামহং সমাসাদ্য যাবদুত্তর মানসং ।
ফল্গুতীর্থন্তু বিজ্ঞেয়ং দেবানামপি দুর্ল্লভং ॥ ৫৫ ॥

এবং পিতামহ তীর্থাবধি উত্তর মানস পর্য্যন্ত যে সকল স্থান, সেই সকল স্থানকেও দেবদুর্ল্লভ ফল্গুতীর্থ বলিয়া জানিবে ॥ ৫৫ ॥

ক্রৌঞ্চপাদাৎ ফল্গুতীর্থাদ্যাবৎ সাক্ষাদ্গয়াশিরঃ ।
মুখং গয়াসুরস্যৈব তস্মাৎ শ্রাদ্ধ মথাক্ষয়ং ॥ ৫৬ ॥

ক্রৌঞ্চপাদতীর্থাবধি ফল্গুতীর্থ পর্য্যন্ত যে সকল স্থান, তাহাই সাক্ষাৎ গয়াশিরঃ, অর্থাৎ গয়াসুরের মস্তক, সেই কারণ তথায় শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় ফল হয় ॥ ৫৬ ॥

মুণ্ডপৃষ্ঠেনগাদ্যাশ্চ সাক্ষাত্তৎ ফল্গুতীর্থকং ।
আদ্যো গদাধরো দেবো ব্যক্তাব্যক্তাত্মনা স্থিতঃ ॥ ৫৭ ॥

মুণ্ডপৃষ্ঠে নগাদি পর্ব্বত সকল সাক্ষাৎ ফল্গুতীর্থ, আদি দেব গদাধর তথায় ব্যক্তাব্যক্ত তীর্থরূপে অবস্থিত আছেন ॥ ৫৭ ॥

বিষ্ণ্বাদি পদরূপেণ পিতৄণাং মুক্তিহেতবে ।
এতদ্বিষ্ণু পদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশনং ।
স্পর্শনাৎ পূজনাদ্বাপি পিতৄণাঞ্চ বিমুক্তিদং ॥ ৫৮ ॥

গয়াশিরঃ স্থানে পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কোথাও ব্যক্তভাবে পদচিহ্নরূপে কোথাও বা অব্যক্ত ভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতি

করিতেছেন। এবং আদিদেব গদাধর পদচিহ্নরূপে যে গয়াশিরের মধ্যে অবস্থিত আছেন, সেই বিষ্ণুপাদপদ্ম অতি মনোহর, তাঁহার দর্শনে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, আর তৎ স্পর্শনে, পূজনে ও তাহাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে, তাহাতে অক্ষয় ফল হয়, যেহেতু ঐ বিষ্ণুপাদপদ্মই পিতৃলোকের মুক্তিপ্রদ ॥ ৫৮ ॥

বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানমহিমা।

শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা কুলসাহস্র মাত্মনা।
নয়েৎ বিষ্ণুপদং দিব্য মনন্তং শিবমব্যয়ং ॥ ৫৯ ॥

ঐ মুক্তিপ্রদ বিষ্ণুপাদপদ্মে, সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে, শ্রাদ্ধকৃৎপুরুষ আপনার সহিত স্বকুলের সহস্র পুরুষকে অসীম মঙ্গলময় ও অক্ষয় তৎবিষ্ণুর পরমপদে নীত করেন ॥ ৫৯ ॥

শ্রাদ্ধং কৃত্বা রুদ্রপদে নয়েৎকুল শতংনরঃ।
মহাত্মানং শিবপুরং তথাব্রহ্ম পদে নরঃ।
ব্রহ্মলোকং কুলশতং সমুদ্ধৃত্য নয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৬০ ॥

রুদ্রপদে পিণ্ডদান করিলে এক শত পুরুষের রুদ্রলোকে গতি হয়। এবং ব্রহ্মার পদচিহ্নে নর সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে নরক হইতে তাহার একশত কুল উদ্ধার করিয়া পিতৃলোকবে[illegible]ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায় ॥ ৬০ ॥

কশ্যপস্য পদেশ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্।
দক্ষিণাগ্নিপদেশ্রাদ্ধী বাজপেয় ফলং লভেৎ ॥ ৬১ ॥

অনন্তর কশ্যপের পদচিহ্নে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দান করিলে, শ্রাদ্ধকৃৎ ব্যক্তির পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এবং দক্ষিণাগ্নিপদে শ্রাদ্ধ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ৬১ ॥

গাহ´পত্য পদেশ্রাদ্ধী রাজসূয় ফলং লভেৎ।
শ্রাদ্ধকৃদাহবনীয়ে তু বাজিমেধ ফলং লভেৎ ॥ ৬২ ॥

গার্হপত্যঅগ্নিরপদচিহ্নে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকৃৎ ব্যক্তির রাজসূয় যজ্ঞের ফল-

লাভ হয়। এবং আহবনীয় অগ্নিরপদে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়॥ ৬২॥

শ্রাদ্ধং কৃত্বা সভ্যপদে জ্যোতিষ্টোমং সমশ্নুতে।
আবাসত্যপদে শ্রাদ্ধী সোমলোক মবাপ্নুয়াৎ॥ ৬৩॥

সভ্যপদে শ্রাদ্ধ করিয়া জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল পায়। এবং আবাসত্যপদে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষের চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়॥ ৬৩॥

শ্রাদ্ধংকৃত্বা শক্রপদে ইন্দ্রলোকং নয়েৎ পিতৄন্।
অগস্ত্যস্য পদেশ্রাদ্ধী পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ॥ ৬৪॥

ইন্দ্রের পদচিহ্নে শ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধী স্বীয় পিতৃগণকে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত করায়। এবং অগস্ত্যপদে পিণ্ডদানে পিতৃলোকেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন॥ ৬৪॥

ক্রৌঞ্চ মাতঙ্গয়োঃ শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্।
শ্রাদ্ধী সূর্যপদেপঞ্চ পাপিনোঽর্ক পুরং নয়েৎ॥ ৬৫॥

ক্রৌঞ্চপদে এবং মাতঙ্গপদে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকৃৎ ব্যক্তির পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকে গতি হয়। আর সূর্যপদ চিহ্নে শ্রাদ্ধ করায় শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ পঞ্চম মহাপাতকের পাতকী হইলেও সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়েন॥ ৬৫॥

কার্ত্তিকেয় পদে শ্রাদ্ধী বাজিমেধ ফলং লভেৎ।
গণেশস্য পদে শ্রাদ্ধী রুদ্রলোকং নয়েৎ পিতৄন্॥ ৬৬॥

কার্ত্তিকেয় পদে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। এবং গণেশ পদে পিণ্ডদানে পিতৃগণের রুদ্রলোকে গতি হয়॥ ৬৬॥

গজকর্ণে তর্পণকৃৎ নির্ম্মলং স্বর্ণয়েৎ পিতৄন্।
অন্যেষাঞ্চ পদেশ্রাদ্ধী পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ॥ ৬৭॥

গজকর্ণ তীর্থে পিতৃতর্পণ করিলে তর্পণকারী পুরুষের পিতৃলোকেরা নির্ম্মল স্বর্গধাম প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবতাদিগের পদচিহ্নে পিণ্ডদানে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বপুরুষগণকে ব্রহ্মপুরে নীত করেন॥ ৬৭॥

সর্ব্বেষাং কাশ্যপংশ্রেষ্ঠং বিষ্ণোরুদ্রস্য বৈপদং।
ব্রহ্মণশ্চ পদং চাপি শ্রেষ্ঠং তত্র প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৬৮ ॥

গয়াধামে যত পদচিহ্ন আছে সে সকল চিহ্নের মধ্যে কশ্যপের, বিষ্ণুর ও রুদ্রের পদচিহ্ন শ্রেষ্ঠতম, এবং ব্রহ্মার পদচিহ্ন শ্রেষ্ঠতর, ইহা শাস্ত্রে প্রকাশ আছে ॥ ৬৮ ॥

প্রারম্ভেচ সমাপ্তৌচ তেষামন্যতমং স্মৃতং।
শ্রেয়স্করং ভবেত্তত্র শ্রাদ্ধকর্ত্তুশ্চ নারদ ॥ ৬৯ ॥

সনৎকুমার নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে নারদ! গয়া শ্রাদ্ধের প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে কশ্যপের পদচিহ্ন হইতে ব্রহ্মার পদচিহ্ন পর্য্যন্ত যে কোন এক পদচিহ্নে পিণ্ডদান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পরম শ্রেয়স্কর হয় ॥ ৬৯ ॥

অত্র সম্বন্ধে এক পুরাতন ইতিহাস। যথা
কশ্যপস্য পদেদিব্যে ভরদ্বাজো মুনিঃপুরা।
শ্রাদ্ধং কৃত্বোদ্যতো দাতুং পিত্রাদিভ্যশ্চপিণ্ডকং ॥
শুক্ল কৃষ্ণৌ ততোহস্তৌ পদমুদ্ভিদ্য নির্গতৌ।
দৃষ্ট্বাহস্তদ্বয়ং তত্র মুনিঃ সংশয় মাগতঃ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

পূর্ব্বকালে ভরদ্বাজ [illegible]য় ভরদ্বাজ নামে এক মুনি এই শ্রেষ্ঠতম কশ্যপের পদচিহ্নে শ্রা[illegible] করিয়া পিতৃপিণ্ড দিতে উদ্যত হইলে ঐ পিণ্ড গ্রহণার্থে তৎ পদচিহ্ন ভেদ করিয়া শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হস্তদ্বয় বহির্গত হয়। তদ্দৃষ্টে মহামুনি ভরদ্বাজ পরম সংশয়াবিষ্ট চিত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

অর্থাৎ ভরদ্বাজ মুনি সিতাসিত হস্তদ্বয় দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন, এই হস্তদ্বয়ের মধ্যে কোন হস্ত আমার পিতার হস্ত এবং আমি কোন হস্তে পিণ্ডদান করিব।

ততঃ স্বমাতরং শান্তাং পপ্রচ্ছ স মহামুনিঃ।
কশ্যপস্য পদেদিব্যে শুক্লে কৃষ্ণেঽথ বা করে।
পিণ্ডোদেয়ো ময়া মাতর্জ্জানাসি পিতরং বদ ॥ ৭২ ॥

এই সংশয় নিবারণার্থ সেই ভরদ্বাজমুনি আপন মাতা শান্তাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মাতঃ! এই অলৌকিক ক্ষমতাবিশিষ্ট কশ্যপমুনির পাদপদ্মে আমি পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিতেউদ্যত হইলে পিণ্ড গ্রহণার্থ পদচিহ্ন হইতে শুক্ল, কৃষ্ণ হস্তদ্বয় বহির্গত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আমার পিতার হস্ত নিশ্চয় করিতে না পারিয়া কোন হস্তে পিণ্ডদান করিব, ইহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি এই উভয় হস্তের মধ্যে আমার পিতার হস্ত নিশ্চয় জানেন, অতএব তাহা আমাকে বলুন ॥ ৭২ ॥

শান্তোবাচ।

ভারদ্বাজ মহাপ্রাজ্ঞ দেহি কৃষ্ণায় পিণ্ডকং।
ভারদ্বাজস্ততং পিণ্ডং দাতুং কৃষ্ণায় চোদ্যতঃ।
শ্বেতোদৃশ্যো ব্রবীত্তত্র পুত্রস্ত্বং হি মমৌরসঃ ॥ ৭৩ ॥

তাহা শুনিয়া ভারদ্বাজকে তাঁহার মাতা শান্তাদেবী কহিতেছেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র ভারদ্বাজ! তুমি ঐ কৃষ্ণবর্ণ হস্তে পিণ্ডদান কর। এতৎ মাতৃবাক্য শ্রবণে ভারদ্বাজ ঐ কৃষ্ণবর্ণ হস্তে পিণ্ড প্রদানে উদ্যত হইলে শ্বেত হস্তযুক্ত পুরুষ অদৃশ্য হইয়া অশরীরিণ বাক্যে ভারদ্বাজকে কহিতে লাগিলেন। হে পুত্র। তুমি আমার ঔরসজাত। অতএব আমারই হস্তে পিণ্ডদান কর ॥ ৭৩॥

কৃষ্ণো ব্রবীন্মক্ষেত্রং ততোমে দেহি পিণ্ডকং।
স্বৈরিণ্যপা ব্রবীদ্দাতুং ক্ষেত্রিণে বীজিনে ততঃ ॥ ৭৪ ॥

শ্বেতহস্তযুক্ত পুরুষ এই কথা কহিলে, কৃষ্ণহস্তযুক্ত পুরুষ প্রত্যক্ষ হইয়া ভারদ্বাজকে কহিলেন; হে ভারদ্বাজ! তুমি শ্বেতহস্ত পুরুষের ঔরসজাত পুত্র সত্য, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে জন্মিয়াছ, এজন্য আমারই ক্ষেত্রজ পুত্র বীজাপেক্ষা ক্ষেত্রের প্রাধান্য আছে, অতএব অগ্রে আমার হস্তে পিণ্ড প্রদান কর। তখন তাঁহার মাতা শান্তাদেবী ভারদ্বাজকে কহিলেন, বৎস! তুমি অগ্রে ক্ষেত্রীকে পিণ্ডদান করতঃ পরে বীজকে পিণ্ড প্রদান কর; ইহারা উভয়েই তদ্দত্ত পিণ্ডাধিকারী ॥ ৭৫ ॥

ভারদ্বাজ স্নুতঃ পিণ্ডং কশ্যপস্য পদেদদৌ।
হংসযুক্ত বিমানেন ব্রহ্মলোক মুভৌগতৌ ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর মহামুনি ভারদ্বাজ মাতৃ বাক্য প্রতিপালনার্থ কশ্যপের পদচিহ্নে উভয়ের উদ্দেশেই পিণ্ডদান করিলেন। ঐ পিণ্ডদান মাত্র তাঁহারা তৎক্ষণাৎ হংসযুক্ত বিমানারূঢ় হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন॥ ৭৫ ॥

রামো রুদ্রপদে শ্রাদ্ধী পিণ্ডদানায় চোদ্যতঃ।
পিতা দশরথঃ স্বর্গাৎ প্রসার্য্য করমাগতঃ ॥ ৭৬ ॥
নাদাৎ পিণ্ডং করেরামো দদৌরুদ্র পদে ততঃ।
শাস্ত্রার্থাতিক্রমাদ্ভীতং রামং দশরথোঽব্রবীৎ ॥ ৭৭ ॥

ত্রিলোকনাথ শ্রীরামচন্দ্র যিনি পূর্ণব্রহ্ম ও স্বয়ং ভগবান, তিনিও মনুষ্যাচারে শ্রাদ্ধকর্ত্তারূপে যখন পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া রুদ্রপদে পিণ্ড প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার হস্তস্থিত পিণ্ড গ্রহণার্থ তৎপিতা রাজা দশরথ স্বর্গ হইতে তথায় সমাগত হইয়া কহিলেন বৎস! তুমি আমার হস্তে পিণ্ড প্রদান কর। শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রাতিক্রম ভয়ে ভীত হইয়া সাক্ষাৎ পিতৃ হস্তে পিণ্ড প্রদান না করিয়া রুদ্রপদে পিণ্ডদান করেন। তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়াছিলেন॥ ৭৬॥ ৭৭ ॥

তারিতোঽহং ত্বয়াপুত্র রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াম্।
হস্তে পিণ্ড প্রদানেন সুগতি র্নহিমেভবেৎ ॥ ৭৮ ॥

হে পুত্র! তুমি আমার হস্তে পিণ্ডদান না করিয়া যে রুদ্রপদে পিণ্ডদান করিলে, তাহাতেই আমি ভবার্ণবে নিস্তার পাইয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইলাম। আমার হস্তে পিণ্ডদান করিলে এরূপ সুগতি লাভ হইত না॥ ৭৮ ॥

ত্বঞ্চরাজ্যং চিরংভুক্ত্বা পালয়িত্বা দ্বিজান্ প্রজাঃ।
যজ্ঞান্ সদক্ষিণান্ কৃত্বা বিষ্ণুলোকং প্রযাস্যসি ॥ ৭৯ ॥
পুর্য্যযোধ্যাজনৈঃ সার্দ্ধং কৃমি কীটাদিভিঃ সহ।
ইত্যুক্ত্বাসৌ দশরথো রুদ্রলোকং পরং যযৌ ॥ ৮০ ॥

যথা শাস্ত্র বিধানক্রমে শ্রীরামকে ধর্ম্ম পালন করিতে দেখিয়া দশরথ রাজা মহা হর্ষিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ রামকে বলিলেন, হে পুত্র! তুমি বহুকাল পৃথিবীতে থাকিয়া রাজ্যভোগ এবং ব্রাহ্মণগণকে ও প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিয়া, সদক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করতঃ মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক কৃমি কীট পর্য্যন্ত অযোধ্যাবাসী সকলের সহিত, বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। এই কথা বলিয়া রাজা দশরথ রুদ্রলোকে গমন করিলেন ॥ ৭৯ ॥ ॥ ৮০ ॥

ভীষ্মো বিষ্ণুপদেদিব্যে আহূয়পিতরংস্বকং।
শ্রাদ্ধং কৃত্বাবিধানেন পিণ্ডদানায় চোদ্যতঃ ॥ ৮১ ॥
পিতু র্বিনির্গতৌ হস্তৌ গয়াশিরসি শান্তনোঃ।
নাদাৎ পিণ্ডকরে ভীষ্মোদদৌ বিষ্ণুপদে ততঃ। ৮২।

কুরুকুলাবতংস জিতেন্দ্রিয় পরমধার্ম্মিক শান্তনুতনয় ভীষ্ম স্বীয় পিতাকে আহ্বান করতঃ পরম ধাম গয়াশিরে শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মে যে সময়ে পিতৃ পিণ্ডদানোদ্যত হন্ ॥ ৮১ ॥ সেই সময়ে তৎপিতা শান্তনু হস্তদ্বয় প্রকাশ করতঃ পিণ্ডযাচিঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবিচক্ষণ ভীষ্ম শান্তনুর হস্তে পিণ্ড না দিয়া পিতৃ উদ্দেশে বিষ্ণুপদে সেই পিণ্ড প্রদান করেন ॥ ৮২ ॥

শান্তনুঃপ্রাহ সন্তুষ্টঃ শাস্ত্রার্থে নিশ্চলোভবান্।
ত্রিকালদৃষ্টি র্ভবতু চান্তে বিষ্ণুশ্চ মে গতিঃ ॥ ৮৩ ॥
স্বেচ্ছয়ামরণংচাস্ত ইত্যুক্তা মুক্তিমাগতঃ ॥ ৮৪ ॥

ভীষ্মের এই কার্য্য দর্শনে শান্তনু সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে কহিলেন। হে পুত্র! তোমাকে শাস্ত্রার্থে নিশ্চল দেখিয়া এই আমি বর প্রদান করিতেছি, যে তুমি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালদর্শী হইবে, এবং অন্তে ভগবান বিষ্ণুই তোমার একমাত্র গতি হইবেন ॥ ৮৩ ॥ এবং তোমার মৃত্যু ইচ্ছাধীন হইবে, ভীষ্মকে এই বর দিয়া শান্তনু মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮৪ ॥

কনকেশঞ্চ কেদারং নরসিংহঞ্চ বামনং।
রথমার্গং সমভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ সর্ব্বাংশ্চ তারয়েৎ ॥ ৮৫ ॥

ঐ গয়াক্ষেত্রে স্থিত কনকেশ্বর, কেদার, নরসিংহ, বামন দেবকে এবং স্বর্থমার্গকে অর্চ্চনা করিলে পিতৃলোকের নিস্তার হয় ॥ ৮৫ ॥

গয়াশিরসি পিণ্ডদানমাহাত্ম্য।

গয়াশিরসি যঃ পিণ্ডান্যেষাং নাম্নাতুনির্ব্বপেৎ।
নরকস্থাদিবংযান্তি স্বর্গস্থামোক্ষমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৮৬ ॥

গয়াসুর মস্তকে যে কোন ব্যক্তির নামে পিণ্ডদান করিলে, তাঁহারা নরক মধ্যে থাকিলেও স্বর্গে গমন করে, এবং স্বর্গস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৬ ॥

সর্ব্বত্রমুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃ পাদৈরেভিঃ সুলক্ষিতঃ।
প্রয়ান্তিপিতরঃ সর্ব্বেব্রহ্মলোক মনাময়ং ॥ ৮৭ ॥

এবং মুণ্ড পৃষ্ঠাদ্রির সর্ব্বস্থানই দেবতা সকলের পদচিহ্ন দ্বারা সুলক্ষিত, এই হেতু গয়াশিরের যে কোন স্থানে হউক্ শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিলেই পিতৃলোকের সেই অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন হয় ॥ ৮৭ ॥

অথ পঞ্চম দিবসকৃত্যং।

পঞ্চমেঽহ্নিগদালোলে স্নাত্বাকুর্য্যাৎ সপিণ্ডকং।
শ্রাদ্ধং পিতৄন্ ব্রহ্মলোকং নয়েদাত্মান মেবচ ॥ ৮৮ ॥

সকল তীর্থ হইতে প্রধান তীর্থ গদালোল। পঞ্চম দিবসে তাহাতে স্নান করতঃ সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তা আপন পিতৃগণকে ব্রহ্মলোকে নীত করিয়া অন্তে আপনিও স্বয়ং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৮ ॥

অথ গদালোলে স্নানমন্ত্রাদি যথা।

ওঁ গদালোলে মহাতীর্থে গদাপ্রক্ষালনাদ্ধরেঃ।
স্নানং করোমিসিদ্ধ্যর্থ মক্ষয়ায় স্বরাপ্তয়ে ॥ ৮৯ ॥ ১ ॥

এই মহাতীর্থ গদালোলে ভগবান্ বিষ্ণুর গদা প্রক্ষালিতা হইয়াছিল অতএব অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত আমি এই তীর্থে যথাবিধি স্নান করিতেছি ॥৮৯॥১॥

গদালোলমিতিখ্যাতং সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমং ।
হেত্যসুরস্যযচ্ছীর্ষং গদয়াতদ্দ্বিধাকৃতং ।
যতঃপ্রক্ষালিতা তীর্থংগদালোলং ততঃস্মৃতং ॥ ৯০ ॥

সকল উত্তম তীর্থ হইতে এই গদালোল তীর্থ পরমোত্তম বলিয়া খ্যাত। কারণ পূর্ব্বে ভগবান যে গদাদ্বারা হেতিনামা অসুরের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন, সেই অসুরাসৃক্ বসাপঙ্কমিশ্রিতা গদা যে সরোবরে প্রক্ষালন করেন, সেই সরোবরের নাম গদালোল হইয়াছে এবং তাহাই তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে ॥ ৯০ ॥

তত্রশ্রাদ্ধাদিকংকৃত্বা পিতৄন্ ব্রহ্মপুরংনয়েৎ ।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকংকুর্য্যাৎ ততোঽক্ষয়বটেনরঃ ॥ ৯১ ॥

গদালোল তীর্থে শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ পিতৃগণকে ব্রহ্মপুরে নীত করেন। অনন্তর অক্ষয়বটে সপিণ্ডক পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে॥ ৯১ ॥

ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্‌হব্যকব্যাদিনার্চ্চয়েৎ ।
তৈস্তুষ্টৈস্তোষিতাঃ সর্ব্বাঃপিতৃভিঃসহদেবতাঃ ॥ ৯২ ॥

অনন্তর ব্রহ্ম কল্পিত ব্রাহ্মণগণকে হব্য কব্যাদিদ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে, যেহেতু সেই সকল ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইলে পিতৃগণের সহিত সকল দেবগণ পরিতোষিত হন ॥ ৯২ ॥

কৃতেশ্রাদ্ধেঽক্ষয়বটে অনেনৈব প্রযত্নতঃ ।
পিতৄন্নয়েৎব্রহ্মলোকি মক্ষয়ন্তু সনাতনং ॥ ৯৩ ॥

অতি যত্ন সহকারে পূর্ব্বোক্ত বিধি বিধানে অক্ষয়বট সন্নিধানে শ্রাদ্ধ করিলে, নিত্য সত্যাখ্য অক্ষয় ব্রহ্মলোকে পিতৃগণের গতি হয় ॥ ৯৩ ॥

বটবৃক্ষসমীপস্থ শাকেনাপ্যুদকেন বা ।
একস্মিন্ ভোজিতেবিপ্রে কোটির্ভবন্তিভোজিতাঃ ॥ ৯৪ ॥

ঐ অক্ষয়বট সমীপস্থিত শাকোদকদ্বারা একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে,

অন্যত্র কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের তুল্য ফল লাভ হয়, কিন্তু ঐ স্থানে প্রভূত উপকরণদ্বারা অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে কি ফল লাভ হয়; তাহা কথনাসাধ্য ॥ ৯৪ ॥

দেয়ংদানং ষোড়শকং গয়াতীর্থ পুরোধসে।
বস্ত্রং গন্ধাদিভিস্তত্র সম্যক্‌সংপূজ্য যত্নতঃ ॥ ৯৫ ॥

ঐ অক্ষয়বট মূলে বস্ত্র গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা যত্ন পূর্ব্বক পূজাকরতঃ গয়াতীর্থের পুরোহিত অর্থাৎ গয়ালি ব্রাহ্মণকে ভূম্যাদি ষোড়শ দান প্রদান করিবে ॥ ৯৫ ॥

দৃষ্ট্বা নত্বাচ সংপূজ্য বটেশংসুসমাহিতঃ।
পিতৄন্নয়েৎ ব্রহ্মলোক মক্ষয়ন্তুসনাতনং ॥ ৯৬ ॥
গয়ায়াং ধর্ম্মপৃষ্ঠেচ সরসিব্রহ্মণ স্তথা।
গয়াশীর্ষেবটেচৈব পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ং ॥ ৯৭ ॥

সমাহিত চিত্তে বটেশ্বরকে বন্দন, পূজন ও দর্শন করিলে, পিতৃগণ অক্ষয় ব্রহ্মলোকে নীত হন ॥ ৯৬ ॥ গয়াতে ধর্ম্মশিলাপৃষ্ঠে, ব্রহ্মার মানস সরোবরে, ও গয়াশীর্ষে এবং অক্ষয়বটে পিতৃ উদ্দেশে যে দান করা হয় তাহা অক্ষয় হয় ॥ ৯৭ ॥

অনন্তর বট পত্রশায়ী ভগবানের প্রণাম মন্ত্র যথা।
ও একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃশেতে যোগনিদ্রয়া।
বালরূপধরস্তস্মৈনমস্তে যোগশায়িনে ॥ ৯৮ ॥ ১ ॥

অক্ষয়বটপত্র মধ্যে বালক রূপ ধারণ পূর্ব্বক যিনি একার্ণবে যোগ নিদ্রায় শয়ন করিয়া থাকেন, সেই যোগশায়ী ভগবানকে আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ৯৮ ॥ ১ ॥

ওঁ সংসারবৃক্ষশস্ত্রায়া শেষপাপ হরায়চ।
অক্ষয় ব্রহ্মদাত্রেচ নমোঽক্ষয় বটায়বৈ। ৯৯ ॥ ২ ॥

এই সংসারবৃক্ষচ্ছেদক শস্ত্রস্বরূপ এবং অশেষ পাপ হারক, অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রদাতা যে অক্ষয়বট, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি, এই মন্ত্রে অক্ষয়বটকে প্রণাম করিবে ॥ ৯৯ ॥ ২ ॥

ওঁ কলৌমহেশ্বরালোকা যেন তস্মাদ্গদাধরঃ।
লিঙ্গরূপোভবত্তঞ্চ বন্দে শ্রীপ্রপিতামহং ॥ ১০০ ॥ ৩ ॥

কলিযুগে মহেশ্বরাদি দেবগণের অদর্শন জন্য, সেই সর্ব্বলোক প্রপিতামহ আদি গদাধর, প্রতিমারূপ ধারণ করিয়া গয়াক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব সেই জগৎপিতা আদি গদাধরদেবকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥১০০॥৩॥

এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা নারায়ণকে ও অক্ষয়বটকে, এবং আদি গদাধরদেবকে প্রণাম করিবে ইতি।

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সূতশৌনক সংবাদে গয়ামাহাত্ম্যে সপ্তমাধ্যায়ঃ।
ইতি পঞ্চ দিবসীয় কৃত্য কথনং সমাপ্তং।

অষ্টমঃ অধ্যায়ারম্ভঃ।

গয়যজ্ঞোপাখ্যানং।

সনৎকুমার উবাচ।

যজ্ঞং চক্রেগয়রাজবহ্বন্নং বহুদক্ষিণং।
যত্রদ্রব্য সমূহানাং সংখ্যাংকর্ত্তুং নশক্যতে ॥ ১ ॥

মহাযোগী সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! কেবল গয়াসুর মস্তক আছে বলিয়া ইহার নাম গয়া [illegible] এমত নহে, পূর্ব্বে এই স্থানে মনুবংশ সম্ভূত গয়নামে এক মহাপুণ্যবান রাজা ছিলেন, তিনি এই স্থানে বহুযজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই কারণেও ইহার নাম গয়াধাম হইয়াছে। এক্ষণে সেই গয়রাজের উপাখ্যান শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে এই স্থানে অতি পুণ্যশীল মহাতেজস্বী গয়রাজ বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণা দিয়া বহুতর যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের দ্রব্য সমূহের কেহ সংখ্যা করিতে সক্ষম ছিল না ॥ ১ ॥

সিকতা বা যথালোকে যথাচ দিবিতারকাঃ।
তথাবহুসুবর্ণাদ্যৈ রসংখ্যাস্তাস্ত দক্ষিণাঃ ॥ ২ ॥

পৃথিবীতে যেমন বালুকার, আকাশে যেমন তারকার সংখ্যা হয় না, সেইরূপ গয়রাজের যজ্ঞের দ্রব্যসমূহের এবং সুবর্ণাদি দক্ষিণার সংখ্যা ছিল না ॥ ২ ॥

নৈবেহং পূর্ব্বেযেকেচিৎ নকরিষ্যন্তিচাপরে।
প্রশংসন্তি দ্বিজাস্তৃপ্তা দেশে দেশে সুপূজিতাঃ ॥ ৩ ॥

ইহার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি যে এত অধিক দ্রব্য ব্যয় করিয়া এই স্থানে এরূপ যজ্ঞ করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই, এবং ভবিষ্যতেও যে কোন ব্যক্তি এরূপ যজ্ঞ করিতে সক্ষম হইবে তাহাও অনুভব হয় না। অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্ব সেই যজ্ঞে দেশ দেশান্তরাগত বিপ্রগণ গয়কর্ত্তৃক দানে ও মানে পূজিত ও পরিতৃপ্ত হইয়া দেশ বিদেশে গয়রাজের ও গয়যজ্ঞের নিরন্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

স্বয়ংবিষ্ণ্বাদয়স্তুষ্টাবরং ব্রূহীতিচাব্রুবন্।
গয়স্তান্ প্রার্থয়ামাস অভিশপ্তাশ্চ যে পুরা।
ব্রহ্মণা তে দ্বিজাঃপূতাভবন্তু ক্রতুপূজিতাঃ ॥ ৪ ॥

ঐ যজ্ঞে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ উপস্থিত ও পরিতুষ্ট হইয়া গয়রাজকে অভিলষিত বর যাচ্ঞা করিতে কহিলেন। গয়রাজ সম্মুখে সমুপস্থিত দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন, হে দেবগণ! পূর্ব্বে গয়াধামে ব্রহ্মকল্পিত যে সকল ব্রাহ্মণ বিধিবাক্যোল্লঙ্ঘনাপরাধে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পতিত প্রায় রহিয়াছেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া পরিশুদ্ধরূপে যজ্ঞে সুপূজিত হউন্ ॥ ৪ ॥

গয়াশ্রাদ্ধবিধানায় দ্বিজামূর্ত্তাশ্চতুর্দ্দশঃ।
তেষাংবাক্যং প্রতীত যদিব্রহ্মাস্বয়ং ব্রজেৎ ॥ ৫ ॥

গয়াশ্রাদ্ধ বিধানার্থ ঐ ব্রহ্মকল্পিত চতুর্দ্দশ গোত্র ব্রাহ্মণেরাই পৌরহিত্য করিবেন। তাঁহাদিগের বাক্যেই গয়াশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইবে। যদি ব্রহ্মা স্বয়ং গয়ায় আসিয়া শ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন্ তথাপি এই ব্রাহ্মণদিগের বাক্যেই তাঁহাকে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, এই বর আমি প্রার্থনা করিলাম ॥ ৫ ॥

গয়ালিদিগের চতুর্দ্দশ গোত্র কথন।

গৌতমং কাশ্যপং কৌৎসং কৌশিকং কুথমেবচ।
ভারদ্বাজং হ্যৌশনসংবাৎস্যং পারাশরং তথা।
হারীৎকুমারমাণ্ডব্যং লোকাক্ষিং লোমসংমহৎ।
বাশিষ্ঠঞ্চতথাত্রেয়ং গোত্রাণ্যেষাং চতুর্দ্দশঃ ॥ ৬

ব্রহ্মকল্পিত গয়াধামের ব্রাহ্মণগণ গৌতম, কাশ্যপ, কৌৎস, কৌশিক, কুথ, ভারদ্বাজ, উশনা, বাৎস্য, পরাশর, হরীৎকুমার মাণ্ডব্য, লোকাক্ষি, বশিষ্ঠ, লোমস, ও আত্রেয় এই চতুর্দ্দশ গোত্রবিশিষ্ট হইবেন ॥ ৬ ॥

গয়াপুরীচ মন্নাম্নাখ্যাতা ব্রহ্মপুরীযথা ।
এবমস্তু বরংদত্বা তথাচান্তর্দ্দধুঃ সুরাঃ ॥ ৭ ॥
গয়শ্চভোগান সংভুজ্য বিষ্ণুলোকং পরংযযৌ ॥ ৮ ॥

হে দেবগণ! আমার নাম গয়, অতএব এই ক্ষেত্র গয়াপুরী নামে বিখ্যাত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুরী তুল্য পবিত্র হউক। এতৎ শ্রবণে দেবগণ তথাস্তু বলিয়া বরপ্রদান পূর্ব্বক তথাহইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন ॥ ৭ ॥

অনন্তর গয়রাজও বহুকাল তথায় রাজ্য করতঃ নানাপ্রকার সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন ॥ ৮ ॥

বিশালায়াং বিশালোঽভূদ্রাজপুত্রোঽব্রবীদ্দ্বিজান্ ।
কথং পুত্রাদয়োমেস্যু বিশালং চাব্রুবন্দ্বিজাঃ ॥ ৯ ॥

বিশালা নগরীতে বিশালনামক এক রাজা সন্তপ্তচিত্তে ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রশ্ন করিলেন, হে ভূদেবগণ! আমি অপুত্রক সেই নিমিত্ত অতিশয় কাতর হইয়াছি, অতএব কি কর্ম্ম করিলে আমার পুত্রোৎপত্তি হয় তাহা অনুমতি করুন, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা কহিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন তৎসর্ব্বঞ্চ ভবিষ্যতি ।
বিশালোপি গয়াশার্ষে পিণ্ডদঃ পুত্রবানভূৎ ॥ ১০ ॥

হে বিশালরাজ! তুমি গয়াক্ষেত্রে গিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান কর, তাহা হইলে পিতৃপ্রসাদে তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শ্রবণে বিশালরাজ গয়াধামে গিয়া পিণ্ডদান করতঃ পুত্রবান হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

দৃষ্ট্বাকাশে সিতংরক্তং কৃষ্ণং পুরুষমব্রবীৎ।
কে যূয়ংতেষুচৈবৈকঃ সিতপ্রোচে বিশালকং॥ ১১॥

যৎকালে বিশালরাজ গয়াশীর্ষে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, তৎকালে গগন-মণ্ডলে অবস্থিত শ্বেত ও রক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ পুরুষত্রয়কে দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কে এবং কি নিমিত্ত গগনস্থ হইয়া রহিয়াছেন, আমি আপনাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করুন। ইহা শুনিয়া প্রথমতঃ শ্বেতবর্ণ পুরুষ রাজাকে কহিতেছেন॥ ১১॥

অহংসিতস্তেজনক ইন্দ্রলোকাদিহাগতঃ।
মমপুত্র পিত্তারক্তোব্রহ্মহা পাপকৃৎতমঃ।
অয়ংপিতামহঃ কৃষ্ণোঋষয়োযেন ঘাতিতাঃ॥ ১২॥

হে পুত্র! আমি শ্বেতবর্ণ পুরুষ, তোমার পিতা, পূর্ব্বে স্বপুণ্যফলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে ত্বদ্দত্ত পিণ্ডগ্রহণার্থ ইন্দ্রলোক হইতে আগত হইলাম; এই রক্তবর্ণ পুরুষ ইনি আমার পিতা, ব্রহ্মহত্যা করিয়া ইনি রক্তকুণ্ড নরকবাসে রক্তবর্ণ হইয়াছেন, সম্প্রতি ত্বদত্ত পিণ্ড প্রাপ্ত্যা-শয়ে অত্রাগত হইয়াছেন; আর এই যে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, ইনি আমার পিতামহ তোমার প্রপিতামহ, ইনি মহা পাপাত্মা, ঋষিঘাতুক ছিলেন॥ ১২॥

অবীচী নরক প্রাপ্তৌ মুক্তৌত্বৎ পিণ্ডদানতঃ॥ ১৩॥

হে পুত্র! এই রক্ত ও কৃষ্ণ পুরুষদ্বয় অর্থাৎ, তোমার পিতামহ, ও প্রপিতামহ, অবীচী নামক নরকপ্রাপ্ত হইয়াও এক্ষণে, তোমার দ্বারায় এই গয়াশিরে পিণ্ডদান হেতু দারুণ যম যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া নরক হইতে উদ্ধার হইলেন॥ ১৩॥

তর্পণ মন্ত্রং।

ওঁ পিতৄন্ পিতামহাংশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহান্।
প্রীণয়ামীতি যত্তোয়ং ত্বয়াদত্ত মরিন্দম॥ ১৪॥

পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ, ইঁহারা সকলে পরিতৃপ্ত হউন, আমি

তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থে তর্পণ করিতেছি। হে অরিন্দম! তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জলদান করিলে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম ॥ ১৪ ॥ যথা মন্ত্রের পৃথক উচ্চারণ।

(পিতৃন্ প্রীণয়ামি। পিতামহান্ প্রীণয়ামি,

প্রপিতামহান্ প্রীণয়ামি) ॥ ১৪ ॥

তেনাস্মদ্বয়গপদেযোগো যাতো বাক্যেন সত্তম।
মুক্তোহহং ত্রিদিবাৎ পুত্র ব্রজামঃ স্বর্গমুত্তমং ॥ ১৫ ॥

হে পুত্র! তোমার দত্ত পিণ্ড ও জল প্রাপ্তে আমরা এক কালীন সকলেই মুক্ত হইয়া স্বর্গধামপ্রাপ্ত হইলাম। আমি স্বকৃত কর্ম্মফলে পূর্ব্বে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে ত্বদ্দত্ত পিণ্ডদান ফলে সেই ইন্দ্রলোক হইতেও উত্তম স্বর্গ ধামে যাইতেছি, অর্থাৎ অজর, অভয় ও অশোক তদ্বিষ্ণুর পরমপদে গমন করিতেছি ॥ ১৫ ॥

এবং পুত্রৈশ্চ কর্ত্তব্যাপিতৃণাং মুক্তিরুত্তমা।
ত্বঞ্চরাজ্যং চিরং কৃত্বাভুক্ত্বা ভোগান্ সুদুর্ল্লভান্।
যজ্ঞান্ সদক্ষিণান্ কৃত্বাচান্তে [illegible] মবাপ্স্যসি ॥ ১৬ ॥

এইরূপ পিতৃগণের পরমামুক্তিদায়িনী ক্রিয়া করা পুত্রদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব তুমি অতি সৎপুত্র, পুত্রোচিত কর্ম্ম দ্বারা আমাদিগের উদ্ধার করিলে, এ কারণ এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে তুমি বহুকাল জীবিত থাকিয়া, এবং সুদুর্ল্লভ মর্ত্ত্যসুখ সম্ভোগ করতঃ বহু সদক্ষিণ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করণান্তর নশ্বর পাঞ্চভৌতিক কলেবর ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবে ॥ ১৬ ॥

এবং লব্ধঃ বরো রাজ্ঞা রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ।
প্রেতরাজঃ সহ প্রেতো গয়াশ্রাদ্ধাদ্দিবং গতঃ ॥ ১৭ ॥

এই বর প্রদান করতঃ তাঁহার পিতৃলোকেরা স্বর্গে গমন করিলে পর,

বিশাল ভূপতি পিতৃলোক কর্ত্তৃক বর লাভ করতঃ স্বরাজ্যে আগত হইয়া যথাধর্ম্ম রাজ্য পালন করিয়া অন্তে স্বর্গলোকগামী হইয়াছিলেন। আবার পূর্ব্বে প্রেতরাজ নামে কোন রাজা ছিলেন, তিনিও গয়াশ্রাদ্ধ ফলে প্রেত পরিবার সহিত মুক্ত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে সংক্ষেপে তদাখ্যান বলা হইতেছে॥ ১৭॥

প্রেতঃ কশ্চিৎ বিমুক্ত্যর্থং বণিজং কঞ্চিদব্রবীৎ।
মম নাম্না গয়াশীর্ষে পিণ্ড নির্ব্বাপণং কুরু॥ ১৮॥

কোন এক প্রেত আত্মমুক্তির নিমিত্ত তীর্থগন্তৃ কোন এক বণিককে কহিয়াছিলেন যে, হে ভ্রাতঃ! আপনি গয়াক্ষেত্রে গিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক গয়াশীর্ষে আমার নাম উল্লেখ করতঃ পিণ্ডদান করুন॥ ১৮॥

প্রেতভাব বিমুক্ত্যর্থং ত্বং গৃহাণ ধনং মম।
তদ্ধনং সর্ব্বমাদায় গয়াযজ্ঞে ব্যয়ং কুরু॥ ১৯॥

আমার প্রেতভাব বিমুক্তির নিমিত্ত আমি আপনাকে আমার সমস্ত ধন প্রদান করিতেছি, আপনি গয়াশ্রাদ্ধরূপ মহদযজ্ঞে সেই ধন ব্যয় করিবেন॥ ১৯॥

অত্রান্তরে অখ্যায়িকা যথা।

পূর্ব্বকালে কোন এক বণিক্ প্রভূত ধনরত্নাদি এবং বহু ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বাণিজ্যার্থে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে যাত্রা করেন। পরে এক দেশে সমাগত হইয়া বাসার্থ এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ব্যবসার উপযোগী কতক ধন বাহিরে রাখিয়া প্রভূত মূল্যবান রত্নাদি মৃত্তিকাতলে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কেহই জানিতে পারে নাই। তাহাকে অত্যন্ত ধনবান জানিয়া কতকগুলি শস্ত্রপাণি দস্যু একদা নিশাযোগে তৎপুরে আগমন করতঃ সমস্ত ভৃত্য সহ বণিককে নিহত করিয়া বাহিরে যে সমস্ত ধন ছিল তাহাই অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এই অপঘাত মৃত্যু জন্য বণিক্ ভৃত্য গণ সহ প্রেতত্বপ্রাপ্ত হইয়া তদবধি ঐ প্রোথিত ধনমোহে সেই স্থানে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু প্রেতত্ব প্রাপ্তিহেতু সমূহ যন্ত্রণাভোগ করতঃ আপন মুক্তির উপায় সতত চিন্তা

করিতেন। দৈবাৎ অপর এক বণিক আত্মপিতৃগণের পরিমুক্ত্যর্থে ছদ্মবেশে গয়াধামে গমন করিতেছিলেন, দৈবাৎ সায়ংকালে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই রাত্রি যাপনের নিমিত্ত তথায় অবস্থিতি করিলেন। তদ্দৃষ্টে ঐ প্রেতরাজ নিশীথ সময়ে বণিক্‌কে কহিলেন। হে বণিকবর! আপনাকে অতি ধার্ম্মিক দেখিতেছি, যে হেতু আপনি পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে গয়াধামে গমন করিতেছেন, অতএব আমি আপনাকে একটি নিবেদন করিব, আপনি তাহা শ্রবণ করতঃ আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করুন, আমিও বণিকজাতি, ভৃত্যগণ সহিত দস্যু কর্ত্তৃক হত হইয়া এই স্থানে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছি, এই বৃক্ষতলে আমার প্রভূত ধন প্রোথিত আছে, এক্ষণে প্রেত দেহে আর যন্ত্রণাভোগ করিতে পারি না, অতএব আপনি আমার সমস্ত ধন গ্রহণ করতঃ গয়াতে গিয়া আমার নামে পিণ্ডদান করুন, এই সমস্ত ধন আমি আপনাকে বিভাগ করিয়া দিতেছি। যথা।

ষড়ংশপঞ্চভাগাংশ্চ তুভ্যং বৈ দত্তবানহং।
স্বনামানি যথা ন্যায়ং সম্যগাখ্যাতবানহং॥ ২০॥

হে বণিক্ ভ্রাতঃ! আমার ঐ সমস্ত ধনকে ছয়ভাগ করতঃ তাহার পঞ্চভাগ আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি সেই ধনের স্বত্বাধিকারী হইয়া অপর সকল ধন মন্নামোল্লেখে গয়াশ্রাদ্ধার্থে ব্যয় করিবেন॥ ২০॥

গত্বা বণিক গয়াশীর্ষে প্রেতরাজায় পিণ্ডকং।
প্রদদৌ মনুজৈঃ সার্দ্ধং স্বপিতৃভ্যস্ততো দদৌ॥ ২১॥

প্রেতরাজোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ বণিক ভূতলস্থ ধন উত্তোলন করতঃ তদুক্তিমত বিভাগক্রমে গ্রহণপূর্ব্বক গয়াধামে গিয়া সকল ভৃত্যের সহিত প্রেত রাজের নামোল্লেখ করিয়া গয়াশীর্ষে পিণ্ডদান করিলেন। অনন্তর আপন পিতৃলোকের উদ্ধারার্থে পিণ্ডদান করিয়া বণিক স্বগৃহে গমন করেন॥ ২১॥

প্রেতঃ প্রেতত্ব নির্ম্মুক্তো বণিক্ স্বগৃহ মাগতঃ॥ ২২॥

গয়াশীর্ষে ঐ পিণ্ডদানকরায় সকল ভৃত্যের সহিত প্রেত রাজের প্রেতত্ব পরিমুক্তি ও বণিকেরও পিতৃগণের উদ্ধার হয়। অতঃপর বণিক স্বগৃহে গমন করেন॥ ২২॥

তাৎপর্য্য।—গয়াধামের কি অপূর্ব্ব মহিমা ও পিণ্ডদানের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, দেখ যে কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া যে কেহ পিণ্ডদান করিলেই তাহার মুক্তি হইয়া থাকে॥ ২২॥

এবং গয়স্য শম্ভোশ্চ ক্ষেত্রং বিষ্ণোরবেস্তথা।
উপোষিতোঽথ গায়ত্রী তীর্থে নদ্যাং সমাহিতঃ।
গায়ত্র্যাঃপুরতঃ স্নাত্বা প্রাতঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা নয়েৎ ব্রহ্মণ্যতাং কুলং॥ ২৩॥

যে প্রকার গয়াশীর্ষে পিণ্ডদানের মাহাত্ম্য, সেইরূপ গয়াক্ষেত্র, শম্ভুক্ষেত্র, বিষ্ণুক্ষেত্র, এবং সূর্য্যক্ষেত্রের মহিমাও জানিবে, অর্থাৎ এই সকল তীর্থে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হয়; এবং মহানদীস্থিত গায়ত্রীতীর্থে উপবাস করতঃ গায়ত্রী মূর্ত্তির সম্মুখে প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক প্রাতঃ সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পিতৃলোকের সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে, স্বীয় বংশের সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যত্ব প্রাপ্তি হয়॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—যেমন গয়ামাহাত্ম্য, তদ্রূপ, শম্ভুতীর্থ অর্থাৎ কাশী, কাঞ্চী মায়াপুরী বা হরিদ্বার এবং বিষ্ণুতীর্থ অর্থাৎ দ্বারকা, মথুরা বা কাঞ্চী, প্রয়াগ ও গয়াক্ষেত্র, রবিতীর্থ অর্থাৎ কোণার্ক এবং গায়ত্রীতীর্থ, অর্থাৎ পুষ্কর, এ সকল স্থানেও পিণ্ডদান করিলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়। কিন্তু গয়াক্ষেত্রে ঐ সমুদায় তীর্থের সমাগম থাকা হেতু গয়ার মধ্যেই ঐ সকল নামের মুক্তিপ্রদ তীর্থস্থান সকলে পিণ্ডদানাদি করিবার বিধি আছে। অর্থাৎ গয়াক্ষেত্রে অবস্থিত সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে আর ঐ সমস্ত তীর্থে গমন করিবার আবশ্যকতা নাই॥ ২৩॥

তীর্থে সমুদিতে স্নাত্বা সাবিত্র্যাঃ পুরতোনরঃ।
সন্ধ্যামুপাস্য মধ্যাহ্নে নয়েৎ কুলশতং দিবং॥ ২৪॥

অনন্তর প্রাতে সাবিত্রীতীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান করতঃ সাবিত্রীর অগ্রে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা উপাসনায় একশত পুরুষের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়॥ ২৪॥

পিণ্ডদানং ততঃ কুর্য্যাৎ পিতৃণাং মুক্তিকাম্যয়া।
প্রাচী সরস্বতী তীর্থে স্নাত্বা চাপি যথাবিধি ॥ ২৫ ॥

ঐ সাবিত্রীতীর্থে পিতৃলোকের মুক্তি কামনায় পিণ্ডদান করিলে এবং তৎসন্নিহিত পূর্ব্বদিকে সরস্বতীতীর্থে স্নান করতঃ যথাবিধি সায়ং সন্ধ্যোপাসনা করিলে পিতৃগণের বিষ্ণুলোকে গতি হয় ॥ ২৫ ॥

বহুজন্মকৃতাং সন্ধ্যা লোপান্মুক্তস্ত্রিসন্ধ্যাকৃৎ।
সন্ধ্যা মুপাস্য সায়াহ্নে বিষ্ণুলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥ ২৬ ॥

এবং ঐ সরস্বতী তীর্থে ত্রিসন্ধ্যাকৃৎ পুরুষ বহু জন্মকৃত সন্ধ্যালোপ পাতক হইতে পরিমুক্ত হয় এবং সায়ং সন্ধ্যোপাসনা করিলে পিতৃগণকে বিষ্ণুলোকে লইয়া যায় ॥ ২৬ ॥

বিশালায়াং লেলিহানে তীর্থেচ ভরতাশ্রমে।
পদাঙ্কিতে মুণ্ডপৃষ্ঠে গদাধর সমীপতঃ।
তীর্থেচাকাশগঙ্গায়াং গিরিকর্ণ মুখেষুচ।
স্নাতোঽথ পিণ্ডদো ব্রহ্মলোকং কুলশতং নয়েৎ ॥ ২৭ ॥

এবং বিশালায়, লেলিহানে, ভরতাশ্রমে, পাদচিহ্নান্বিতমুণ্ডপৃষ্ঠে, গদাধর সন্নিকটে, আকাশগঙ্গায় ও গিরিকর্ণমুখে যথাবিধি তীর্থস্নান করতঃ পিণ্ডদান করিলে শত সংখ্যক পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ২৭ ॥

দেবনদ্যাং বৈতরণ্যাং স্নাতঃ স্বর্গং নয়েৎ পিতৃন্।
স্নাতো গোদো বৈতরণ্যাং ত্রিসপ্ত কুলমুদ্ধরেৎ ॥ ২৮ ॥

গয়াতে দেবরূপা বৈতরণী নদীতে যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহার পিতৃলোক স্বর্গে গমন করে। আর ঐ বৈতরণী নদীর জলে স্নান করিয়া গোদান করিলে, দাতার একবিংশতি কুলের উদ্ধার হয় ॥ ২৮ ॥

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বৈতরণ্যাস্তু নারদ।
একবিংশ কুল্যান্যাহু স্তারয়ে স্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

মহাযোগী সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! আমি তোমাকে ত্রিসত্য করিয়া ইহা কহিতেছি, যে গয়াক্ষেত্রস্থিতা পিতৃলোক-নিস্তারিণী বৈতরণী নদীতে স্নান দানাদি করিলে এক বিংশতি কুলকে নিস্তার করা হয় তাহাতে কোন সংশয় নাই। ২৯।

যমদ্বারে মহাঘোরে যাসা বৈতরণী নদী।
তামহং তর্ত্তুমিচ্ছামি কৃষ্ণাংগাং প্রদদামীমাং।
অশক্তো যদিবা শক্তো গোপ্রদানং করোতিযঃ।
দেবনদ্যাং গোপ্রদানে শ্রাদ্ধকৃৎ স্বর্নয়েৎ পিতৄন্।
যাস্তে বৈতরণী নাম্নী নদী ত্রৈলোক্য বিশ্রুতা।
সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৄণাং তারণায় বৈ॥ ৩০ ॥

ধর্ম্মরাজের পুরীতে ত্রিলোক বিখ্যাতা যে বৈতরণীনাম্নী নদী আছেন, তিনিই পিতৃলোকের নিস্তারণার্থে গয়াক্ষেত্রে স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়াছেন অতএব সেই মহাঘোরান্ধকারযুক্ত যম দ্বারে যে বৈতরণীনদী আছেন তাঁহা তরিতে ইচ্ছা করিয়া আমি এই কৃষ্ণা গাভি দান করিলাম। শক্ত অথবা অশক্ত হইয়াও যে ঐ স্থানে গোদানকরে, অথবা তদ্‌ভাবে তন্মূল্য দান করে, এবং ঐ মহানদীতে শ্রাদ্ধ করে, অনায়াসে তাহার পিতৃগণের স্বর্গলোকে গতি হয়॥ ৩০ ॥

ত্রিরাত্রোপষণেনৈব তীর্থাভিগমনে নচ।
অদত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রোজায়তে নরঃ ॥ ৩১ ॥

গয়াতীর্থে বৈতরণী তীর্থে গমনপূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া ও যে ব্যক্তি গো ও কাঞ্চন দান না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় দরিদ্র হইয়া কষ্ট ভোগ করে, এবং জন্মান্তরে নিঃস্ব হয় ॥ ৩১ ॥

ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যা দেবিকাচ মহানদী।
শিলায়াঃ সঙ্গমো যত্র মধুশ্রবা প্রকীর্ত্তিতা।
অযুতং চাশ্বমেধানাং স্নানকৃল্লভতে নরঃ ॥ ৩২ ॥

ধর্ম্মশিলার সহিত মিলিতা ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা, মহানদী, এবং দেবিকা এই

চারি সরিৎ মধুশ্রবা বলিয়া বিখ্যাত। এই সকলে স্নান করিলে স্নানকৃৎ পুরুষের দশ সহস্র অশ্বমেধের ফল লাভ হয়॥ ৩২॥

গোদাবর্য্যাং বৈতরণ্যাং যমুনায়াং তথৈবচ।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা পিণ্ডদানং তথৈবচ।
কুলানাং শত মুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং নয়েন্নরঃ॥ ৩৩॥

ঐ সর্ব্বলোক বিখ্যাতা মধুশ্রবাতে এবং গোদাবরী, বৈতরণী ও যমুনাতে পিণ্ডদানপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ অথবা কেবল পিণ্ডদান করিলে শতকুলের উদ্ধার করিয়া শ্রাদ্ধী পিতৃগণের সহিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়॥ ৩৩॥

দশাশ্বমেধিকে হংসতীর্থে চামরকংকটে।
কোটীতীর্থে রুক্মকুণ্ডে পিণ্ডদঃ স্বর্ণয়েৎ পিতৄন্॥ ৩৪॥

এবং দশাশ্বমেধিকতীর্থে, হংসতীর্থে, অমরকংকটতীর্থে, কোটী তীর্থে এবং রুক্মকুণ্ড তীর্থে, পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে, পিণ্ডদাতা পিতৃগণকে স্বর্গলোকে নীত করেন॥ ৩৪॥

বৈতরণ্যাং ঘৃতকুল্যাং মধুকুল্যাং তথৈবচ।
কোটীতীর্থে নরঃস্নাত্বা দৃষ্ট্বাকোটীশ্বরঞ্চযঃ॥ ৩৫॥
কোটী জন্মভবেদ্বিপ্রো ধনাঢ্যো বেদপারগঃ।
মার্কণ্ডেয়েশ কোটীশৌ নত্বাস্যাৎ পিতৃতারকঃ॥ ৩৬॥

বৈতরণী, ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা ও কোটীতীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করতঃ কোটীশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি কোটী জন্ম ব্রাহ্মণ হয়, এবং ধনবান, ও বেদপারগ হয়। মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও কোটীশ্বর দেবদ্বয়কে প্রণাম করিলে, প্রণামীজন পিতৃলোকের নিস্তারক হয় অর্থাৎ তাহার পিতৃলোক নিশ্চয় উদ্ধার হয়॥ ৩৫॥ ৩৬॥

অত্রান্তরে মরীচির আখ্যান কহিতেছি।

পূর্ব্বে মরীচি যখন নিরপরাধিনী নিজপত্নী ধর্ম্মসুতা ধর্ম্মব্রতাকে নিষ্কারণে

অভিশপ্ত করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ পতিব্রতা সাধ্বী নিজপতি মরীচিকেও এই শাপ দিয়াছিলেন, যে আমি আপনাকে আর কি বলিব? আপনি অনাদি নিধনকারণ মহাদেব হইতে অভিশপ্ত হইবেন। এক্ষণে সেই অভিশাপের কারণ কহিতেছি, অর্থাৎ মরীচি মুনি যে প্রকারে শিব কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হন, তাহা শ্রবণ কর।

রুক্ম পার্য্যাতক বনে পার্ব্বত্যাসহ শঙ্করঃ।
রহস্যে সংস্থিতোরেমে যুগানামযুতং পুরা॥ ৩৭॥

হে নারদ! পূর্ব্বকালে মন্দর পর্ব্বতোপরি পারিজাত কাননে ভগবান ভব অতি নির্জ্জনে অবস্থিত হইয়া পার্ব্বতীর সহিত দশ সহস্র যুগ পরিমাণ কালপর্য্যন্ত ক্রীড়া করেন॥ ৩৭॥

মরীচিঃফল পুষ্পার্থং পার্য্যাতক বনংগতঃ।
দৃষ্ট্বাশপ্তো মহেশেন যত্তৎসুখ বিঘাতকঃ॥ ৩৮॥

একদা মরীচি মুনি ফল ও পুষ্পাহরণার্থ ঐ পারিজাত বনে গিয়া উপস্থিত হন, সেই স্থান যে হরপার্ব্বতীর বিহারের স্থান তাহা মরীচি না জানিতে পারিয়া দৈবাৎ তথায় প্রবেশ করিয়া ক্রীড়াসক্ত হরগৌরিকে দর্শন করিলেন; এবং ভূতভাবন শঙ্করও তৎকালোচিত সুখবিঘাতক মরীচিকে দেখিয়া ক্রীড়া সুখ ভঙ্গজনিত মহাক্রোধে মরীচিকে এই অভিশাপ প্রদান করেন। রে মহামূঢ়! তুই সমস্ত সুখানভিজ্ঞ, অতএব আমার শাপে চির যন্ত্রণা ভোগ করিবি॥ ৩৮॥

দুঃখীভবেতি তস্তীতো মরীচিস্তুষ্টুবে শিবং।
তুষ্টঃ প্রোবাচ তং শম্ভূ র্বৃণু বর নুত্তমং॥ ৩৯॥

মহাদেব মরীচিকে এইরূপে অভিশপ্ত করিলে, মরীচি ভীত হইয়া কাতরে মহাদেবেরে স্তব করিতে লাগিলেন; অবশেষে তৎকৃত স্তবে মহাদেব তুষ্ট হইয়া বর প্রদানার্থ তাঁহাকে কহিলেন। রে বৎস! তোমার স্তবে আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি এক্ষণে আত্ম অভিলষিত বরযাচ্ঞা কর॥ ৩৯॥

শাপান্তবতু মুক্তির্ম্মে মরীচিঃ প্রাহশঙ্করং।
ভবদ্দ্বায়াৎ মুক্তিস্তে শিবোক্তঃ প্রযযৌগয়াং ॥ ৪০ ॥

মরীচি মহাদেবকে প্রসন্ন দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভো! যদি মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ভবদ্দত্ত শাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুন। মহাদেব আশুতোষ, তিনি স্বীয় প্রসন্নতাগুণে সদানন্দ চিত্তে কহিলেন, বৎস! তুমি সত্বর গয়াধামে গমন কর, তথায় শাপ হইতে তোমার মুক্তি হইবে এতৎ শম্ভুবাক্য শ্রবণে মহামুনি মহাদেবকে প্রণাম করিয়া গয়াতীর্থে গমন করিলেন ॥ ৪০ ॥

শিলাস্থিত স্তপস্তেপে সর্ব্বেষাং দুষ্করঞ্চযৎ।
মরীচিরীশ্বরাচ্ছপ্তঃ কৃষ্ণত্ব মগমৎ পুরা ॥ ৪১

মরীচি গয়াধামকে আত্ম শাপ বিমোচনের স্থান জানিয়া তথায় গিয়া ধর্ম্ম-শীলার উপর অবস্থিত হইয়া সর্ব্বলোকের সুদুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যৎকালে মহাদেব হইতে শাপগ্রস্ত হন্ তখন তাঁহার দেহ কলুষিত হইয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল ॥ ৪১ ॥

তপসাদারুণেনেহ সবিপ্রঃ শুক্লতাং গতঃ।
হরিরুচে মরীচিঞ্চ বরং বৃণুহি পুত্রক ॥ ৪২ ॥

সুদারুণ তপস্যাদ্বারা কিছুকাল পরে মরীচির কৃষ্ণবর্ণ দেহ শুক্লতা প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ নির্ম্মল হইলে পুনরায় তাঁহার বিশুদ্ধ শরীর হইল। অনন্তর তত্তপঃপ্রভাবে ভগবান্ নারায়ণ তৎসন্নিধানে আগমন করিয়া মরীচিকে কহিলেন। হে পুত্র আমার নিকট তুমি বর যাচ্ঞা কর ॥ ৪২ ॥

কিমলভ্যং হি ত্বয়ি তুষ্টে মরীচিঃপ্রাহ মাধবং।
হরশাপাদ্বিমুক্তোহং শিলাভবতু পাবনী ॥ ৪৩ ॥

মরীচি ভগবানকে সাক্ষাতে দর্শন পাইয়া কহিলেন। হে প্রভো! তুমি সর্ব্বেশ্বর, তুমি প্রসন্ন হইলে আমার কি অলভ্য থাকে, এক্ষণে তবদর্শনেই আমি হর শাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম, তথাপি তবাজ্ঞানুসারে এই প্রার্থনা করিতেছি, যে আমি এই যে শিলাতে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিলাম, তাহা তব প্রসাদে যেন সর্ব্বলোকের পবিত্রকারিণী হয় ॥ ৪৩ ॥

ভুয়স্মুক্তি করীচেয়ং তথেত্যুক্ত্বা দিবংগতঃ ॥ ৪৪ ॥

মরীচির প্রার্থনানুসারে ভগবান কহিলেন। হে মরীচে! মৎপ্রসন্নতাতে তুমি শিবশাপে মুক্ত হইলে, আর এই শিলাও সর্ব্বপাবনগুণশালিনী হইয়া সর্ব্বজীবের মুক্তিকারিণী হইবে। এই কথা বলিয়া শ্রীহরি বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

দিবৌকসাং পুষ্করিণীং সমাসাদ্য নরঃশুচিঃ।
যত্রদত্তং পিতৃভ্যস্তু ভবত্যক্ষয় মিত্যুতঃ ॥ ৪৫ ॥

গয়াধামে দেবতাদিগের কৃত যে পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম দেবসরোবর, তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া শুচি শুদ্ধচিত্তে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ পিণ্ডদানাদি করিলে পিতৃলোক তৎফল অক্ষয়রূপে প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥

তত্রস্নাতো দিবং যাতি সশরীরেণ মানবঃ।
পাপ্মানং প্রজহাত্যেষ জীর্ণত্বচ মিবোরগঃ ॥ ৪৬ ॥

সেই সরোবর জলে মনুষ্য স্নান মাত্র করিলেই সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়। অর্থাৎ যেমন সর্পগণ জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ত্বক্ প্রকাশ করে সেই রূপ মনুষ্য পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল নূতন দেহ ধারণ করতঃ সশরীরে স্বর্গে গমনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬ ॥

তৎপঙ্কজবনং তত্র পুণ্যকৃদ্ভি র্নিষেবিতং।
পাণ্ডুশিলা বৈ তত্রাস্তে শ্রাদ্ধং যত্রাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

ঐ গয়াধামে সেই সরোবরে পুণ্য কৃৎ ব্যক্তিদিগের নিষেবিত যে পঙ্কজ কানন আছে, কেহ কহেন তত্তীরে চম্পক বন আছে, তন্মধ্যে যে পাণ্ডুবর্ণ শিলা আছে, তাহাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয় ॥ ৪৭ ॥

যুধিষ্ঠিরস্তু তস্যাংহি শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং যযৌমুনে।
তত্রকালে পাণ্ডুনোক্তং মদ্ধস্তে দেহি পিণ্ডকং
হস্তং ত্যক্ত্বাশিলায়াঞ্চ পিণ্ডদানং চকারসঃ ॥ ৪৮ ॥

সত্যধর্ম্ম প্রতিপালক মহারাজ যুধিষ্ঠির, গয়াধামে গিয়া স্বপিতা পাণ্ডু-রাজার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া যখন পিণ্ডদানের উদ্যোগ করেন, তৎকালে স্বয়ং পাণ্ডু সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন, পুত্র! যুধিষ্ঠির আমি স্বয়ং আসিয়াছি, তুমি আমার হস্তে পিণ্ডদান কর। এই পিতৃবাক্য শ্রবণে সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠির তদ্বাক্যে বিমোহিত না হইয়া বিধি শাস্ত্রানুসারে ঐ শিলাতে পিণ্ডদান করিলেন, সাক্ষাৎ পিতার হস্তে পিণ্ডদান করিলেন না। ৪৮।

শিলায়াং পিণ্ডদানেন প্রহৃষ্টোব্যাসনন্দনঃ।
বরং স্বপুত্ত্রায়দদৌ রাজ্যং কুরু মহীতলে।
অকণ্টকঞ্চ সম্পূর্ণং ত্বং মে ত্রাতাহি পুত্রক॥ ৪৯॥

শিলোপরি যখন রাজা পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন, তখন তৎকর্ম্ম ফলে ব্যাসনন্দন পাণ্ডুরাজ অতিশয় হৃষ্টমনা হইয়া স্বপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই বর দিলেন। হে বৎস! তুমি এই মহীতলে নিষ্কণ্টকে সম্পূর্ণ রাজ্যসুখ ভোগ কর, আমি এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেহেতু তুমি পুত্র হইয়া আমাকে উদ্ধার করিলে। ৪৯।

স্বর্গং ব্রজ শরীরেণ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
দৃষ্টিমাত্রেণ সংপূতান্নরকস্থান্ দিবং নয়॥ ৫০॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযয়ৌ পাণ্ডুঃশাশ্বতং পদমব্যয়ং॥ ৫১॥

এবং ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তুমি সশরীরে স্বর্গে গমনকালীন্ তোমাকে দৃষ্টিমাত্র নরকস্থ লোক সকলে পবিত্র হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে। ইহা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া রাজা পাণ্ডু নিত্যও অব্যয় তদ্বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিলেন। ৫০। ৫১।

নির্ম্মথ্যাগ্নিং শমীগর্ব্ভে বিধি বিশ্বাদিভিঃ সহ।
লেভেপুত্ত্রং যজ্ঞার্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং॥ ৫২॥

বিধাতা বিশ্বদেবাদির সহিত যজ্ঞার্থ শমীকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া তদ্গর্ভস্থ

পুত্ররূপ অগ্নিকে যে স্থানে লাভ করিয়াছিলেন। সেই স্থানের নাম লাভ-তীর্থ ॥ ৫২ ॥

মথসংজ্ঞন্তু তত্তীর্থং পিতৄণাং মুক্তিদায়কং।
স্নাত্বাচ তর্পণং কৃত্বা পিণ্ডদোমুক্তি মাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩ ॥

ঐ লাভ তীর্থকে মথসংজ্ঞকতীর্থও বলে, এইতীর্থ পিতৃলোকের পরম মুক্তিদায়ক, উহাতে স্নান, তর্পণ ও পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে তাঁহাদের অক্ষয় সুখ ও পিণ্ডদাতার পরমামুক্তি লাভ হয় ॥ ৫৩ ॥

পিতৄন্ স্বর্গং শিবং নত্বা সঙ্গমেঽঙ্গারকেশ্বরং।
গয়াকূটে পিণ্ডদানা দশ্বমেধ ফলং লভেৎ ॥ ৫৪ ॥

শিলাসঙ্গমস্থানে অঙ্গারকেশ্বর শিবকে নমস্কার করিলে, পিতৃলোকের স্বর্গ হয়। এবং গয়াকূটে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে পিণ্ডদাতা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় ॥ ৫৪ ॥

ভস্মকূটে ভস্মনাথং নত্বাচ তারয়েৎ পিতৄন্।
ত্যক্তপাপো ভবেমুক্তঃ সঙ্গমে স্নান মাচরেৎ ॥ ৫৫ ॥

ভস্মকূটে ভস্মনাথ শিবকে নমস্কার করিলে, পিতৃলোকের পরিত্রাণ হয়। আর সঙ্গম স্থানে স্নান করিলে পাপ সমস্ত ক্ষয় হইয়া স্নায়িপুরুষ মুক্তদেহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫ ॥

উত্থিতো নির্গতঃ শম্ভুর্বরং বৃণু বশিষ্ঠক।
শ্রুত্বা প্রাহ তং বশিষ্ঠঃ শিবতুষ্টোসি মে যদি।
বস্তব্যঞ্চাত্র দেবেশ তথেত্যুক্ত্বা শিবঃস্থিতঃ ॥ ৫৬ ॥

পূর্ব্বে বশিষ্ঠ ঋষি ঐ সঙ্গম স্থানে তপস্যা করেন, এ কারণ তাঁহার নাম বশিষ্ঠতীর্থ। তথায় লিঙ্গরূপে সাক্ষাৎ মহাদেব বশিষ্ঠের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভূমি ভেদ করতঃ উঠিয়া বশিষ্ঠকে বলিলেন, বৎস! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ কর। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে প্রভো! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রার্থনা করি যে, এই স্থানে আপনি নিত্য

অবস্থান করুন। কদাপি এস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। এতৎ শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া মহাদেব তথায় অবস্থিতি করিলেন। অতএব বশিষ্ঠতীর্থে বশিষ্ঠেশ্বরকে প্রণাম ও পূজনাদি করিয়া পিতৃকার্য্য করিলে, অসংশয় পিতৃলোকের মুক্তি এবং আত্ম স্বর্গসুখ লাভ হয়॥ ৫৬॥

পিণ্ডদো ধেনুকারণ্যে কামধেনুপদেষু চ।
স্নাতো নত্বাথ সংপূজ্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্॥ ৫৭॥

ধেনুকারণ্যে কামধেনুপদে পিণ্ডদান করিলে, এবং স্বয়ং স্নানানন্তর কামধেনুকে পূজা করিয়া প্রণাম করিলে, শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষের পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়॥ ৫৭॥

কর্দ্দমালে গয়ানাভৌ মুণ্ডপৃষ্ঠ সমীপতঃ।
স্নাত্বা শ্রাদ্ধাদিকংকৃত্বা পিতৃণাম ঋণোভবেৎ॥ ৫৮॥

মুণ্ডপৃষ্ঠ সমীপে কর্দ্দমাল নামক স্থানে গয়ানাভিতে স্নান করতঃ পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিলে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়॥ ৫৮॥

ফল্গুচণ্ডীশমারাধ্য মঙ্গলাদ্যাং সমর্চ্চয়েৎ।
গয়ায়াঞ্চ বৃষোৎসর্গাৎ ত্রিসপ্ত কুলমুদ্ধরেৎ॥ ৫৯॥

হে নারদ। গয়াক্ষেত্রস্থ ফল্গুচণ্ডীশ্বরের আরাধনা করতঃ এবং মঙ্গলাদি দেবী গণকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। এবং গয়াধামে বৃষোৎসর্গ করিলে তৎফলে তৎকর্ত্তার একবিংশতি কুলের উদ্ধার হয়॥ ৫৯॥

যত্র যত্র স্থিতা দেবা ঋষয়োপি জিতেন্দ্রিয়াঃ।
আদৌ গদাধরং ধ্যাত্বা শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদিকং ততঃ।
কুলানাং শত মুদ্ধৃত্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্॥ ৬০॥

এই গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে গয়াধামের অধিষ্ঠাতা গদাধর দেবকে ধ্যান করিয়া, পরে যে যে স্থানে, যে যে দেবতা সকল ও যে যে জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ আছেন; তাঁহাদের স্থানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি করিলে

এইরূপ যথাবিধানে পিতৃকার্য্য সম্পাদন করিলে, শ্রাদ্ধিপুরুষ শতকুলের উদ্ধার করতঃ পিতৃগণকে ব্রহ্মলোকে নীত করেন॥ ৬০

গয়গজো গয়াদিত্যো গায়ত্রীচ গদাধরঃ।

গয়া গয়াশিরশ্চৈব ষড়্গয়া মুক্তিদায়িকা॥ ৬১॥

গয়গজ, গয়াদিত্য, গায়ত্রী. গদাধর, গয়া এবং গয়াশির, এই ছয় গয়াতে মুক্তি প্রদায়িনী, ইহাতে শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদি করিলে পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ হইতে সকলে মুক্ত হয়, এবং তাহাদের পিতৃলোকেরও ব্রহ্মলোকে গতি হয়॥ ৬১॥

ততো দধ্যোদনেনৈব দদ্যান্নৈবেদ্য মুত্ত মং।

জনার্দ্দনায় দেবায় সমভ্যর্চ্চ্য যথাবিধি।

দদ্যাদ্নিক্ষিপ্য তদ্ধস্তে তচ্ছেষেণৈব জীবনং॥ ৬২॥

অনন্তর দধিযুক্ত নৈবেদ্য দানে জনার্দ্দনের যথা বিধি পূজা করতঃ তাঁহার হস্তে আত্ম জীবনস্বরূপ তৎশেষান্ন প্রদান করিবে। অর্থাৎ মরণোত্তর ঐ অন্ন তিনি তাহাকে দিবেন॥ ৬২॥

গয়াখ্যান মিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ।

শৃণুয়াৎ শ্রদ্ধয়া যস্তু সযাতি পরমাং গতিং॥ ৬৩॥

এই পুণ্যজনক, গয়ামাহাত্ম্য রূপ পবিত্রাখ্যান নিরন্তর যে নর পাঠ করে, বা নিত্য শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে শ্রবণ করে, অন্তে তাহার পরমাগতি লাভ হয়॥ ৬৩॥

পাঠয়েদ্বা গয়াখ্যানং বিপ্রেভ্যঃ পুণ্য কৃন্নরঃ।

গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন কৃতং তেন নসংশয়ঃ॥ ৬৪॥

আর পুণ্যবান ব্যক্তি স্বয়ং পাঠে অসমর্থ হইয়া ব্রাহ্মণদ্বারা এই গয়ামাহাত্ম পাঠ করান্, তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধ করার পূর্ণ ফল লাভ হয়, অর্থাৎ গয়াগমন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ না করিলেও নিশ্চয় তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধ করা সিদ্ধ হয়॥ ৬৪॥

গয়ায়া মাহিমানঞ্চ অভ্যসেদ্যঃ সমাহিতঃ।
তেনেষ্টং রাজসূয়েন চাশ্বমেধেন নারদ ॥ ৬৫ ॥

হে নারদ! যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে এই গয়ামাহাত্ম্য অভ্যাস করে, তাঁহার নিশ্চিত রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করা সিদ্ধ হয়॥ ৬৫॥

লিখেদ্বা লেখয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকং।
তস্যগেহে স্থিরালক্ষ্মীঃ সুপ্রসন্না ভবিষ্যতি ॥ ৬৬ ॥

যে ব্যক্তি এই গয়ামাহাত্ম্য পুস্তক, স্বহস্তে লিখে অথবা অন্যের দ্বারা লেখাইয়া গৃহে রাখে, কিম্বা গৃহস্থিত পুস্তককে নিত্য পূজা করে, তাহার গৃহে সর্ব্বদা লক্ষ্মী স্থিরা হইয়া বাস করেন॥ ৬৬॥

উপাখ্যান মিদং পুণ্যং গৃহেতিষ্ঠতি পুস্তকং।
সর্পাগ্নি চৌর জনিতং ভয়ং তত্র নবিদ্যতে ॥ ৬৭ ॥

এই পুণ্যাখ্যান গয়ামাহাত্ম্য পুস্তক যে ব্যক্তির গৃহে অবস্থিতি করিবেন তাঁহার গৃহে কদাপি সর্প, অগ্নি ও চৌর জনিত ভয়োৎপাদন হইবে না॥ ৬৭॥

শ্রাদ্ধকালে পঠেদ্যস্তু গয়ামাহাত্ম্যমুত্তমং।
বিধিহীনন্তু তৎসর্ব্বং পিতৃণান্তু গয়াসমং ॥ ৬৮ ॥

শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি এই পরমোত্তম গয়ামাহাত্ম্য পাঠ করিবে, তাহার শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদি কর্ম্ম সকল কোনরূপ বিধিহীন হইলেও তাহাতে গয়াশ্রাদ্ধ-তুল্য পিতৃগণের পরিতৃপ্তি জন্মে॥ ৬৮॥

যানি তীর্থানি ত্রৈলোক্যে তানি দৃষ্টানি তত্রবৈ।
যেনজ্ঞাতং গয়াখ্যানং শ্রুতংবা পঠিতং মুনে ॥ ৬৯ ॥

যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই গয়াখ্যান জ্ঞাত কি শ্রুত বা পঠিত হয়। হে নারদ সেই ব্যক্তির ত্রিলোক মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে, সে সমুদায় তীর্থই দৃষ্ট হইয়াছে জানিবে। অর্থাৎ গয়ামাহাত্ম্য পাঠে ও শ্রবণে সম্যক্ তীর্থ দর্শন জনিত ফল সিদ্ধ হয় ইতিভাবঃ॥ ৬৯॥

সূত উবাচ।

সনৎকুমারো মুনিপুঙ্গবায় পুণ্যাং কথাং চার্থনিবেদ্য ভক্ত্যা। স্বমাশ্রমং পুণ্যবনৈরুপেতং বিসৃজ্য সঙ্গীত গুরুং জগাম ॥ ৭০ ॥

অনন্তর শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে কুলনন্দন শৌনক! মহাযোগী সনৎকুমার মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে ভক্তিপূর্ব্ব এই গয়ামাহাত্ম্য-সূচক পুণ্যাকথা শ্রবণ করাইয়া পুণ্যবনে পরিশোভিত স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং নারদাদি ঋষিগণকে বিদায় করতঃ স্বীয় সংগীত গুরু সন্নিধানে গমন করিলেন॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীসূতশৌনক সম্বাদীয় বায়ুপুরাণোক্ত গয়ামাহাত্ম্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৮ ॥

শ্রিয়ানন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতা বায়ুপুরাণোক্তা গয়ানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ ॥